পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 288 Saturday, 19 September, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২৮৮ সংখ্যা ✱ ১ আশ্বিন ১৪৩৩, শনিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

প্রতি বছরের মতো এ বছরেও 'দুরন্ত প্রকাশন'-এর অফিসে পালিত হল বিশ্বকর্মা পুজো। অফিসের সকল কর্মী এবং প্রকাশনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা পুজোয় অংশগ্রহণ করে জমজমাট এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করেন।

দিল্লিতে ফিরল নির্ভয়ার স্মৃতি!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ দিল্লিতে নৃশংস ঘটনা। ফিরল নির্ভয়া কাণ্ডের স্মৃতি। ১৭ বছরের কিশোরীকে প্রথম 'গণধর্ষণ'। তারপর কুপিয়ে 'খুন'। এরপরের ঘটনা তো আরও ভয়ঙ্কর। অভিযোগ, খুনের পর দেহ একটি খোলা মাঠে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আর সেই দেহের কিছু অংশ খুবলে খেয়ে নেয় কুকুর। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার ১৩ দিন পর পচা-গলা অবস্থায় ওই কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় তিন নাবালক-সহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম দিল্লির স্বরূপ নগর এলাকার কুশক রোডে জয়পাল রানার একটি মাঠের কাছে কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেহ এতটাই পচে গিয়েছিল যে প্রথমে সেটি পুরুষ না মহিলার তাও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। একইসঙ্গে দেখা যায়, দেহের কিছু অংশ খুবলানো। কিছুটা দূরে পড়েছিল হাত। চারিদিকে চাপচাপ রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। শিউড়ে ওঠার মতো ঘটনা। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, মৃত কিশোরী ও অভিযুক্তরা পূর্বপরিচিত ছিল। ঘটনার সময় একটি টেম্পোয় একসঙ্গেই কোথাও যাচ্ছিল তারা। পুলিশের দাবি, টেম্পোর ভিতরে তারা একসঙ্গে মদ্যপানও করে। এরপরই কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। পরে ছুরি দিয়ে তাকে কুপিয়ে খুন করে দেহ মাঠে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এদিকে, কিশোরী নিখোঁজ হওয়ার পর পরিবারের তরফে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। পুলিশকে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, ওই কিশোরী মাঝেমধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত এবং কয়েক দিন পর ফিরে আসত। সেই কারণেই এবারও তাঁরা ভেবেছিলেন হয়তো ফিরে আসবে। তাই কোনও অভিযোগ করা হয়নি। ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং পকসো আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। প্রথমদিকে কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। অভিযুক্তদের পরিচয়ও পুলিশের কাছে স্পষ্ট ছিল না। ফলে তদন্তকারীরা ঘটনাস্থল এবং আশপাশের রাস্তায় থাকা ৫০টিরও বেশি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করেন। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার সময় একটি টেম্পোকে ওই এলাকায় যাতায়াত করতে দেখা যায়। অন্ধকারের কারণে গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। এরপর একাধিক জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ মিলিয়ে টেম্পোটির গতিবিধি অনুসরণ করেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বরের মাঝে রাতে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন টেম্পোটির খোঁজ পায় পুলিশ। চালককে শনাক্ত করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর তদন্তে চারজনের নাম উঠে আসে। তাদের মধ্যে তিনজন নাবালক বলে জানিয়েছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃত তিন নাবালকের বয়স ১৬ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় ব্যবহৃত দু'টি ছুরি, অভিযুক্তদের পরনে থাকা পোশাক এবং টেম্পোটি উদ্ধার করা হয়েছে। ঠিক কীভাবে গোটা ঘটনা ঘটেছিল, ধৃতদের প্রত্যেকের কী ভূমিকা ছিল এবং ফরেন্সিক ও প্রযুক্তিগত প্রমাণের সঙ্গে তদন্তে উঠে আসা তথ্য মিলছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

'জোড়াফুল' প্রতীক ফ্রিজ!

মমতা পেলেন 'ফুটবল খেলোয়াড়', ঋতব্রতদের 'খাম'!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং ঐতিহ্যবাহী 'জোড়াফুল' প্রতীক সাময়িকভাবে স্থগিত করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অরূপ রায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দুই বিবদমান গোষ্ঠীকে আলাদা নতুন নাম ও নির্বাচনী প্রতীক দিল কমিশন। শুক্রবার জারি করা নির্দেশনামায় স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া

হয়েছে, আসন্ন উপনির্বাচনে দুই শিবিরের মনোনীত প্রার্থীদের স্বার্থ সুরক্ষার্থেই এই জরুরি পদক্ষেপ। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অরূপ রায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী এবার থেকে পরিচিত হবে 'ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস' নামে এবং তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে 'খাম' প্রতীক। অন্য দিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির লড়াই করবে 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নামে, যাদের নির্বাচনী প্রতীক করা হয়েছে 'ফুটবল খেলোয়াড়'। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও ত্রিপুরা- এই তিন রাজ্যেই উভয় দলকে আপাতত নিবন্ধিত ও স্বীকৃত রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য করা হবে। মূল বিতর্ক মেটার আগে 'জোড়াফুল' প্রতীক বা মূল দলীয় নাম ব্যবহার না করার যে নির্দেশ ১৭ সেপ্টেম্বর দেওয়া হয়েছিল, তার প্রভাবে আসন্ন উপনির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিলের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। সেই জটিলতা নিরসনে সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নির্দেশ, স্থগিতকৃত দলের নামে ইতিমধ্যেই যে সমস্ত প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন, তাঁদের নতুন দল ও প্রতীকের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করে গ্রহণ করতে হবে। উপনির্বাচনের এই নতুন বিন্যাসে যে সব আসনে

● এরপর ৬ পাতায়...

পুজোর আগেই রাস্তা মেরামতের কাজ শেষ করতে হবে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ দার্জিলিং ও কালিম্পং শহরের মূল রাস্তার প্রায় ৬০ শতাংশ এলাকা জুড়ে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিংয়ের জেরে মারাত্মক যানজট তৈরি হচ্ছে, যা স্কুলপড়ুয়াদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চরম ঝুঁকিপূর্ণ। পাহাড়ের এই আশঙ্কাজনক ট্রাফিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এ বার কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, পাহাড়ি অঞ্চলের ভৌগোলিক জটিলতা সত্ত্বেও বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন-এর অভিজ্ঞতা ও নির্দেশিকা মেনে নতুন পার্কিং স্থান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর জন্য কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে যৌথ ভাবে পরিকল্পনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৩ সালের অক্টোবরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ভাঙাচোরা রাস্তা ও বিপজ্জনক বাঁক মেরামতে জিটিএ-কে ৪৬৫টি স্কিমে ২৪৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া রাজ্য বাজেট বরাদ্দ থেকে আরও ৩১৩ কোটি টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে, যার সাহায্যে প্রশাসক মহান্তির নেতৃত্বে পুজো ও পর্যটন মরশুমের আগেই পাহাড়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। সল্টলেকের আরক্ষা ভবনে সেন্ট্রাল ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের আধুনিক ব্যবস্থার উদ্বোধন করে গোটা রাজ্যের ট্রাফিক নজরদারি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পলশুণ্ডা, ফরাক্কা, পালসিট, ডানকুনি ও ধূলাগড় চেকপোস্টের লাইভ দৃশ্য দেখে বেশ কিছু জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ্যে কৃত্রিম যানজট বা ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য একটি বিশেষ টোল-ফ্রি নম্বর (১৮০০ ৩৪৫ ৮৯২২) চালু

করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তী সময়ে হোয়াটসঅ্যাপ, ইমেল এবং ডেডিকেটেড মোবাইল অ্যাপও আনা হবে। একই সঙ্গে দুর্গাপুজোর আগেই বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্য ও জাতীয় সড়ক মেরামতে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে লাইন ডিপার্টমেন্ট এবং জেলা স্তরে ডিএম-এসপিদের সমন্বয়ে দ্রুত কাজ শেষ করার আশ্বাস দেন তিনি। রাতের বেলায় বিভিন্ন পয়েন্টে অস্বাভাবিক যানজটের নেপথ্যে আগের সরকারের নীতি ও দুর্নীতির দিকে আঙুল তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, বিগত জমানায় পুলিশকে তোলা আদায় করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং ট্রাফিক, এনফোর্সমেন্ট, অ্যান্টি-করাপশন, কোস্টাল ও আইবি দফতরের চরম অবহেলা হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশে যেখানে প্রতি লাখে ২০০ জন পুলিশ রয়েছে, সেখানে বাংলায় সংখ্যাটা মাত্র ১০৬। প্রায় ৪,০০০ পুলিশি গাড়ি বিমা ছাড়া ও ১৫ বছরের পুরোনো অবস্থায় ধুঁকছিল। সেই দুর্নীতির চক্র বন্ধ করা হয়েছে দাবি করে তিনি জানান, বর্তমানে অঙ্কুরহাটি, সাঁতরাগাছি, বাগুইআটি বা চায়নার পার্ক সংলগ্ন এলাকার ট্রাফিক ধীরগতির মূল কারণ জুন থেকে টানা বৃষ্টি এবং আরভিএনএল ও জাতীয় সড়কের নির্মাণকাজ। রাজ্য পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক ও সুসংগঠিত করতে একাধিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্যের প্রায় ৩০০টি থানাকে 'মডেল স্টেশন'-এ উন্নীত করা হচ্ছে। দুর্গাপুজোর আগেই পুলিশ কর্মীদের অতিরিক্ত ২০ শতাংশ বেতন এবং ৫০০ টাকা বর্ধিত রেশন ভাতা দেওয়া হবে। দীর্ঘদিন আটকে থাকা পুলিশ নিয়োগ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আশাপ্রকাশ করে বলেন, মামলার রায় মিললেই রাজ্য পুলিশে ১২ হাজার এবং কলকাতা পুলিশে ৪ হাজার- মোট ১৬ হাজার পদে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে নতুন নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। আগামী মহালয়ার দিন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে ৪৫০টি নতুন গাড়ি, ৪৫০টি মোটরসাইকেল এবং সর্বভারতীয় '১১২' জরুরি হেল্পলাইন পরিষেবার সূচনা হবে। পাশাপাশি উপকূল সুরক্ষায় ৫০টি আধুনিক বোট প্রদান এবং মাদকবিরোধী অভিযানে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর বালুরঘাটের মতো কলকাতায় ২ লক্ষেরও বেশি বাজেয়াপ্ত ফেনসিডিল ধ্বংস করার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ৬ অক্টোবর পাহাড়ে উপনির্বাচনে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে তিনি দার্জিলিং যাবেন বলেও জানান।

'তৃণমূল মৃত, নির্মূল'!

প্রতীক ফ্রিজ হতেই মমতাকে 'উপরওয়ালার বিচার মনে করালেন শমীক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ জাতীয় নির্বাচন কমিশন তৃণমূল কংগ্রেসের 'জোড়া ফুল' প্রতীক ফ্রিজ করার সিদ্ধান্তের পর এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে বেনজির ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। নির্বাচনে জোড়াফুল চিহ্নের ব্যবহার নিয়ে কালীঘাট ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের দ্বন্দ্বের মধ্যে কমিশনের এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপকে 'উপরওয়ালার বিচার' বলে কটাক্ষ করেন তিনি। স্পষ্ট ভাষায় তিনি দাবি করেন, রাজ্য রাজনীতিতে এখন আর তৃণমূলের কোনও অস্তিত্ব নেই। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের প্রতীক হাতছাড়া হওয়া প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য নিজেদের অতীত অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দেন। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ''এটা সম্পূর্ণ উপরওয়ালার বিচার। উত্তর ২৪ পরগনা এবং ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে একসময় তৃণমূলের লোকজন ফতোয়া জারি করেছিল যে, সিঁদুর বা আলতার প্যাকেটে পদ্মফুলের ছবি থাকলে তা বিক্রি করা যাবে না। আজ পরিস্থিতি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে! তৃণমূলের প্রতীক থাকল কী গেল, তাতে বাংলার সাধারণ মানুষের আর কিছুই এসে যায় না।'' রাজনৈতিক অস্তিত্ব নিয়ে তৃণমূলকে সরাসরি বিঁধে শমীক ভট্টাচার্য নিজের সুর আরও চড়ান। তিনি অত্যন্ত কড়া ভাষায় তোপ দেগে বলেন, ''তৃণমূল বলে এখন আর কোনও পার্টিই অবশিষ্ট নেই। তৃণমূল মৃত, তৃণমূল সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গিয়েছে।'' এই বিষয়টি নিয়ে টিপ্পনী কেটেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষও। তিনি 'ঘাসের ওপর জোড়াফুল' চিহ্নটিকে 'লুটের প্রতীক' বলে অভিহিত করেন। বিজেপির প্রবীণ নেতা তোপ দেগে বলেন, ''আমরা অনেক আগেই বলেছিলাম, এই প্রতীক বন্ধ হওয়া উচিত। এটা স্রেফ সাধারণ মানুষের ধনসম্পদ লুটের প্রতীক ছাড়া আর

● এরপর ৬ পাতায়...

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরই নন্দীগ্রামের লড়াই থেকে নাম তুললেন মমতার সঞ্চিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ জোড়া ধাক্কা! প্রথমে ঘাসফুল প্রতীক, তারপর প্রার্থী খোয়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নন্দীগ্রামের লড়াই থেকে নাম তুললেন কালীঘাটপন্থী শিবিরের প্রার্থী তথা শিক্ষিকা সঞ্চিতা প্রধান দে। ফলে নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে আর মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কেউ আর লড়াইয়ে থাকছেন না। শুক্রবার ঘাসফুল প্রতীক হাতছাড়া হতেই স্বামী সত্যজিতের সঙ্গে নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন সঞ্চিতা। আর তাতেই চিত্র খানিকটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে কার্যত নন্দীগ্রাম আসনটি বিজেপিকে ওয়াকওভার দিয়ে দিচ্ছেন মমতার প্রার্থী! কিছুক্ষণের মধ্যেই তা সত্যি করে মনোনয়ন তুললেন সঞ্চিতা। উপনির্বাচনের আগে অতর্কিতেই 'অপারেশন নন্দীগ্রাম'। প্রথমে এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জেলার অভিজ্ঞ নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক অখিল গিরির প্রার্থী হওয়া নিয়ে বেশ জল্পনা ঘনিয়ে উঠেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে কালীঘাটের বাড়িতে ডেকেও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু অখিল গিরি জানান, তিনি নন, স্থানীয় স্তরের কোনও নেতাকে প্রার্থী করা হোক। তাঁর মতামতকে মান্যতা দিয়ে স্থানীয় শিক্ষিকা তথা দীর্ঘদিন আদি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত সঞ্চিতা প্রধান দে-কে প্রার্থী করেন মমতা। কিন্তু প্রার্থী

● এরপর ৬ পাতায়...

নন্দীগ্রামে কংগ্রেসকে সমর্থন করবেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ আসন্ন বিধানসভা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে এক চরম নাটকীয় মোড় তৈরি হয়েছে। আগামী ৬ অক্টোবরের এই উপনির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীকে নিঃশর্ত সমর্থনের কথা ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে এই বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন তিনি। জাতীয় স্বার্থ এবং 'ইন্ডিয়া' জোটকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মমতা। সঞ্চিতার এই নাটকীয় মনোনয়ন প্রত্যাহারের ফলে মমতা শিবিরের সামনে নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে নতুন করে কোনও প্রার্থী দেওয়ার আর কোনও সময় বা সুযোগ রইল না। প্রার্থী প্রত্যাহারের এই পর্ব মিটতেই শুক্রবারের সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, ''নন্দীগ্রাম আমরা লড়ব না, সিস্টার পার্টি কংগ্রেসকে সমর্থন করছি। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবং ইন্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করতে আমরা অসমেও কংগ্রেসকে সমর্থন করছি। নন্দীগ্রামেও একই পথ অনুসরণ করা হচ্ছে।'' মমতার এই ঘোষণার পর স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে 'মমতার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস'-এর সমর্থন পেয়ে সরাসরি ময়দানে লড়বেন কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। নন্দীগ্রাম আসনটি তৃণমূল কংগ্রেস তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে

● এরপর ৬ পাতায়...

প্রকাশিত কলকাতা পুরসভার খসড়া আসন তালিকা! মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৭০ আসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতা পুরসভার আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে প্রকাশিত হল খসড়া আসন সংরক্ষণ তালিকা। কলকাতা পুর এলাকার মোট ২০৯টি আসনের মধ্যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে ৭০টি আসন। এর মধ্যে সাধারণ বিভাগের মহিলাদের জন্য বরাদ্দ ৬৬টি আসন এবং বাকি ৪টি আসন তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গিয়েছে, মহিলা আসন সংরক্ষণের পাশাপাশি সাধারণ তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে ৮টি আসন। তবে এই খসড়া আসন তালিকায় তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য কোনও আসন সংরক্ষিত করা হয়নি। কলকাতা পুরসভা সূত্রে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এটি কেবল ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রাথমিক বা খসড়া তালিকা মাত্র। এই তালিকার ওপর সাধারণ নাগরিক, রাজনৈতিক দল বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কোনও অভিযোগ, অনুযোগ কিংবা আপত্তি থাকলে তা জমা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে। সমস্ত আবেদন ও আপত্তি খতিয়ে দেখার জন্য পরবর্তী দুই সপ্তাহ সময় রাখা হয়েছে। এই মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সমস্ত

অভিযোগ নিষ্পত্তি করে পুরসভার চূড়ান্ত আসন পুনর্বিন্যাস ও সংরক্ষণ তালিকা প্রকাশ করা হবে। তালিকা অনুযায়ী, তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত ওয়ার্ডগুলি হল ৬, ২৮, ৩১, ৫২, ৭৫, ১২৬, ১৪৪, ১৫৪, ১৫৮, ১৯৭, ২০০ এবং ২০১ নম্বর ওয়ার্ড। পাশাপাশি তফসিলি জাতির মহিলাদের জন্য ৪টি আসন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সেগুলি হল ৬, ৫২, ১৪৪ এবং ১৯৭ নম্বর ওয়ার্ড। খসড়া তালিকায় সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের জন্য মোট ৬৬টি ওয়ার্ডের নাম রয়েছে। এই তালিকার মধ্যে রয়েছে ১, ৪, ৮, ১১, ১৪, ১৭, ২০, ২৩, ২৬, ৩০, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪৩, ৪৬, ৪৯, ৫৩, ৫৬, ৫৯, ৬২, ৬৫, ৬৮, ৭১ এবং ৭৪ নম্বর ওয়ার্ড। এছাড়াও সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত তালিকায় রয়েছে ৭৮, ৮১, ৮৪, ৮৭, ৯০, ৯৩, ৯৬, ৯৯, ১০২, ১০৫, ১০৮, ১১১, ১১৪, ১১৭, ১২০, ১২৩, ১২৭, ১৩০, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৯, ১৪২, ১৪৬, ১৪৯, ১৫২, ১৫৬, ১৬০, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৯, ১৭২, ১৭৫, ১৭৮, ১৮১, ১৮৪, ১৮৭, ১৯০, ১৯৩, ১৯৬, ২০২, ২০৫ এবং ২০৮ নম্বর ওয়ার্ড। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এটি এখনও খসড়া তালিকা। সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে কোনও ব্যক্তি বা পক্ষের আপত্তি কিংবা পরামর্শ থাকলে তা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া যাবে।

● এরপর ৬ পাতায়...

'তৃণমূল চুরি'-র অভিযোগ নিয়ে রাহুল গান্ধিকে বেনজির তুলোধনা বিজেপি-র

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ অন্তর্কলহের জেরে তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) দলীয় প্রতীক ফ্রিজ করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের এই অবস্থানের বিরুদ্ধে সোচ্চার কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। এবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। শুক্রবার বিজেপি অভিযোগ করেছে যে, রাহুল গান্ধি তাঁর নিজের দল কংগ্রেসের ইতিহাস সম্পর্কেই অবগত নন। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, ''রাহুল গান্ধির কংগ্রেস দলের নেতা হওয়ারই যোগ্যতা নেই, তিনিই বিরোধী দলনেতা। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, শিবসেনা ও এনসিপি-র পর বিজেপি নাকি তৃণমূল কংগ্রেসকেও শেষ করে দিতে চাইছে। আমি তাঁকে বলতে চাই, এই দলগুলো (টিএমসি, এনসিপি) কিন্তু কংগ্রেস ভেঙে বেরিয়েই তৈরি হয়েছিল। রাহুল গান্ধি নিজের দলের ইতিহাসই জানেন না।'' কংগ্রেসে গান্ধি পরিবারের একছত্র ক্ষমতার কথা তুলে ধরতে সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, ''তিন বছর আগে অশোক গেহলট জাতীয় সভাপতি হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে তা হতে দেওয়া হয়নি... কংগ্রেস দলে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে।''

পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে আগামী ৬ অক্টোবর বিধানসভা উপনির্বাচন হবে। তার আগে নির্বাচন কমিশন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের (এআইটিসি) নাম এবং তাদের প্রতীক 'জোড়া ঘাসফুল' প্রতীক ব্যবহারের ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছে। বিরোধী দলগুলো কমিশনের এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে 'ষড়যন্ত্র'-এর ইঙ্গিত পাচ্ছে। ফলে বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে। তৃণমূলের নেতৃত্বভার ও প্রতীক থাকবে কার হাতে? তা নিয়ে বিধানসভা ভোটের ফলাফলের পর থেকে তৃণমূলে অভ্যন্তরীণ কোন্দল শুরু হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়- উভয় শিবিরই কমিশনের দ্বারস্থ হয়ে দলীয় প্রতীক ও নামের দাবি জানিয়েছে। দু'পক্ষের কতা শুনে নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষকেই (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী এবং বিরোধী গোষ্ঠী) তাৎক্ষণিক নির্বাচনী লড়াইয়ের জন্য বিকল্প অস্থায়ী নাম ও প্রতীক জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের নাম এবং তাদের 'জোড়া ঘাসফুল' প্রতীক ফ্রিজ করার জন্য রাহুল গান্ধি ভারতের নির্বাচন কমিশনের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি এই পদক্ষেপকে 'দল চুরি' এবং গণতান্ত্রিক অবক্ষয়ের লক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন। 'এক্স'-এ এক পোস্টে তিনি তাঁর সমালোচনার সারমর্ম তুলে ধরতে লেখেন, 'ভোট চুরি, সরকার চুরি, এখন দল চুরি।' রাহুল

● এরপর ৬ পাতায়...

পাকিস্তানের মসজিদে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ

পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই জঙ্গিদের! জোড়া হামলায় নিহত অন্তত ১৬

সংবাদ সংস্থা, লাহোর, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার কোহাটে জুম্মার নামাজের সময় নেমে এল বিভীষিকা। ওল্ড পুলিশ লাইন্সের কাছে অবস্থিত একটি মসজিদে অতর্কিত আত্মঘাতী হামলা! বিস্ফোরণের তীব্রতায় মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়ে মসজিদের ছাদ, কেঁপে ওঠে পুরো এলাকা। ভয়াবহ এই ঘটনায় পুলিশকর্মী ও সাধারণ পুণ্যার্থী মিলিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১৬ জন, আহত প্রায় ৫০। ঘটনাটি ঘটে পেশোয়ার থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমের কোহাট জেলায়। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে খবর, বিকেলের দিকে বিস্ফোরক ভর্তি একটি গাড়ি নিয়ে সোজা মসজিদের গেটে সজোরে ধাক্কা মারে এক আত্মঘাতী জঙ্গি। গাড়িটি ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে এক তীব্র বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এখানেই শেষ নয়, বিস্ফোরণের ঠিক পরেই বন্দুকধারী জঙ্গিদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক

গুলির লড়াই শুরু হয়ে যায়। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে 'স্পেশাল ব্রাঞ্চ' বিল্ডিংয়ের কাছে দ্বিতীয় আরও একটি আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটায় জঙ্গিরা। বিস্ফোরণটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে মসজিদের বাইরে বড় গর্তের সৃষ্টি হয় এবং ভবনের ছাদ ধসে পড়ে। নামাজে আসা বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েন। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় 'রেসকিউ ১১২২'-এর উদ্ধারকারী দল। রক্তাক্ত পুণ্যার্থীদের উদ্ধার করে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে পাঠায় তারা। জেলা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক তাহির আলি শাহ

● এরপর ৬ পাতায়...

বিশ্বকর্মা পুজোয় গেরুয়া ঘুড়ির দাপট , বিক্রি কমায় মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের

হাওড়া,১৮সেপ্টেম্বরঃবিশ্বকর্মা পুজো মানেই আকাশে রঙিন ঘুড়ির মেলা। পুজো ঘিরে হাওড়ার বাজারে ঘুড়ি আর মাঞ্জা কেনার ভিড় জমলেও , এ বার তার রঙে এসেছে এক বড় বদল। প্রথাগত নীল-সাদা আর অন্যান্য রঙের পাশাপাশি এবার বাজারে সবচেয়ে বেশি চাহিদা দেখা যাচ্ছে গেরুয়া ঘুড়ি।স্থানীয় সূত্র জানা গেছে , হাওড়ার ঘুড়ি ব্যবসায়ীদের কথা অনুযায়ী, চাঁদিয়াল, পেটকাটা মতো নানা পরিচিত নকশার ঘুড়িতেও এবার গেরুয়া রঙের সংমিশ্রণ ঘটছে। তবে নতুন রঙের চাহিদা থাকলেও সার্বিক বিক্রি নিয়ে চিন্তিত ব্যবসায়ীরা। তাদের মতে, মোবাইল ফোনের ব্যবহার বৃদ্ধি আর পড়াশোনার চাপের কারণে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ঘুড়ি ওড়ানোর ঝোঁক অনেকটাই কমে গেছে। গত বছরের তুলনায় এবার বিক্রি প্রায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কমেছে।নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও চিনা মাঞ্জার ব্যবহার চলায় বাইক আরোহী আর পথচারীদের সুরক্ষার ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। ঘুড়ি তৈরির সঙ্গে যুক্ত বহু পরিবার সরকারি সুবিধা সহ ব্যাঙ্ক ঋণ থেকে বঞ্চিত। তাই একে কুটির শিল্পের স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তুলেছেন ব্যবসায়ীরা।

লালবাগচা রাজার দর্শনে রণবীর সিং

মুম্বই,১৮ সেপ্টেম্বর ঃ মুম্বইয়ের লালবাগচা রাজার দর্শনে পৌঁছে গেলেন বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং। পরণে সাদা কুর্তা-পাজামা । সেখানে পূজা-অর্চনার পাশাপাশি তাঁর আগামী প্রজেক্টের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।প্রসঙ্গত, কর্মজীবনের দিক থেকে এই সময়টি রণবীরের জন্য অত্যন্ত বিশেষ। সম্প্রতি তাঁর 'ধুরন্ধর' ছবিটি দর্শকমহলে ব্যাপক প্রশংসা পাওয়ার পাশাপাশি বক্স অফিসেও দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করেছে। ছবিতে 'হামজা' চরিত্রে রণবীরের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছেন সিনে-প্রেমীরা। এবার শুরু করেছেন তাঁর নতুন ছবি 'প্রলয়'-এর শুটিং । ছবিটির বিশেষত্ব হলো, এতে রণবীর কেবল প্রধান চরিত্রে অভিনয়ই করছেন না, বরং ছবির প্রযোজনায় রয়েছেন তিনি ।'প্রলয়' ছবির মাধ্যমে রণবীর নিজের প্রযোজনা সংস্থা 'মা কসম ফিল্মস'-এর ব্যানার নিয়ে প্রযোজক হিসেবে সিনেমা জগতে পা রাখতে চলেছেন। ফলে এই ছবি তাঁর অভিনয় জীবনের পাশাপাশি পেশাদার প্রযোজক হিসেবেও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।ব্যক্তিগত জীবনেও রণবীর ও দীপিকা পাড়ুকোন তাঁদের দ্বিতীয় সন্তানকে

এশিয়ান গেমসের জন্য সেজে উঠেছে শিল্পনগরী নাগোয়া

নাগোয়া (জাপান), ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ নাগোয়া বন্দরের ইসে উপসাগরের উপকূলে কৃত্রিমভাবে তৈরি দ্বীপ কিঞ্জো-ফুতো। সবুজের সমারোহ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই দ্বীপের পাশেই রয়েছে নাগোয়া ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশনের তিনটি হল। এই এক্সিবিশন হলের পাশের দ্বীপের তীরে ক্রুজশিপ তথা

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারতে উৎপাদিত চিপ এখন দেশ ও বিদেশের বাজারে পাওয়া যাচ্ছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লির যশোভূমিতে 'সেমিকন ইন্ডিযা ২০২৬'-এর উদ্বোধন করেছেন। তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হলো ভারতে সহযোগিতা, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং দক্ষতা বিকাশের গতি ত্বরান্বিত করা। অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, একদিকে যেমন ভারতের অর্থনীতি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে, তেমনই অন্যদিকে ভারতের প্রতি বিশ্বব্যাপী আস্থাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, বিশ্বজুড়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও ভারত ৭.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, একই সময়ে জাপানের একটি ক্রেডিট রেটিং সংস্থা ভারতের সার্বভৌম ঋণমান বা 'সোভেরেন রেটিং' উন্নীত করেছে। মোদী বলেন, দেশের প্রতিটি নাগরিক একটি উন্নত ভারত গড়ার সংকল্প নিয়ে কাজ করে চলেছেন। তিনি আরও বলেন, ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে এবং এটি উদ্ভাবন, বিনিযোগে ও প্রবৃদ্ধির নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের জন্য একটি পছন্দের গন্তব্য হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ভারত প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তিনি বলেন, বিশ্ব এখন নতুন এবং নির্ভরযোগ্য উৎপাদন কেন্দ্রের সন্ধানে রয়েছে। মোদী জানান, ভারতে উৎপাদিত চিপ এখন দেশ ও বিদেশের বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি মোহালি ও সুরাটের দুটি সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টে বাণিজ্যিক উপাদন শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, কোনো দেশের পক্ষে এই পর্যায়ে পৌঁছানো সহজসাধ্য বিষয় নয়।প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, 'ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০'-এর আওতায় বরাদ্দ বা।য়ে ১৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার করা হয়েছে, যা প্রথম পর্যায়ে ছিল ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তিনি উল্লেখ করেন যে, এ পর্যন্ত ১২টি চিপ উপাদন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারত সফলভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিল এবং এতে প্রতিটি সদস্য দেশের সর্বসম্মতিক্রমে 'নয়াদিল্লি ঘোষণা' গৃহীত হয়েছিল। মোদী বলেন, এটি ভারতের প্রতি বিশ্বের আস্থার আরও একটি বড় প্রমাণ।

বিগবস - মনামীর উপর বেজায় চটলেন নিরঞ্জন

নিজস্ব প্রতিবেদনঃজমে উঠেছে বিগবস বাংলা সিজন ৩। বেশ টান টান উত্তেজনার মধ্যে এগিয়ে চলেছে বিগবস। বিগ বসের ঘরে রোজই অশান্তি লেগে থাকে। তবে বুধবারের পর্বে যা দেখা গিয়েছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিগ বস বাংলার ঘরে এবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে বাড়ির বর্তমান রানি মনামী ঘোষ। তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন নিরঞ্জন মণ্ডল এবং ঝিলম গুপ্ত। বুধবারের পর্বে বিগ বসের ঘরে লাক্সারি বাজেটের একটি টাস্ক দেওযা হযেছিল। আর এই খেলা ঘিরেই শুরু হল আসল সমস্যা। খেলায় সোনামণি নিয়ম ভেঙে বেশি বল সংগ্রহ করেন। হিসেব মতো তাঁর বাতিল হওয়ার কথা। কিন্তু বাড়ির রানি মনামী তা না করে উলটে সোনামণিকেই জয়ী ঘোষণা করেন! মনামীর যুক্তি ছিল, সোনামণি এবং আর এক প্রতিযোগী সোহিনী, দুজনেই নাকি একই সময়ে হার্নেস খুলেছেন। যদিও আসল ঘটনা অন্য। সোহিনী হার্নেস খুলেছেন অনেক পরে। প্রথমে তিনি বুঝতেই পারছিলেন না যে, গেমের নিয়ম ভাঙা ঠিক হবে কি না! রানির এই সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেননি বাড়ির বাকি সদস্যরা। মনামী এভাবে সোনামণির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করায় অনেকেই তাঁর উপর বেজায় চটেছেন। এই বিষয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে ঝিলম স্পষ্ট জানান, বিগ বসে এক দিনও ফেয়ারপ্লে বা সততার সঙ্গে খেলা হয় না। তাঁর দাবি, কেউ না কেউ ঠিক চলে আসবে ভুলভাল কাজ করতে। এরকম প্রকাশ্য পক্ষপাতিত্ব আগে কখনও দেখা যায়নি। ঝিলমের কথার পর মনামী নিজের সাফাই দিতে গেলে সেখানে যোগ দেন নিরঞ্জন মণ্ডল। তিনি মনামীকে সরাসরি বলেন যে, তাঁর চোখে মনে হয় কোনও সমস্যা আছে। নিরঞ্জন গোটা বিষয়টি মনামীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু মনামী নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। এরপরই মেজাজ হারান নিরঞ্জন। তিনি মনামীকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, লাক্সারি বাজেট তো আসবে এবার। আমি দেখাব পুরো বাড়ি কীভাবে চলে। কী করে খেতে পাও আমিও দেখব এবার! দেখো শুধু।

কৃষ্ণনগরে কালীমন্দিরে পুজো, নবদ্বীপে হোমযজ্ঞ-গঙ্গা আরতি, শান্তিপুরে ৭০০ মশারি-মোদীর জন্মদিনে নদিয়ায় নানা কর্মসূচি

নদিয়া,১৮সেপ্টেম্বরঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই নদিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কোথাও মন্দিরে পুজো ও হোমযজ্ঞ, কোথাও ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশারি বিতরণ, আবার সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটে গঙ্গা আরতি-জেলার কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও রানাঘাটে দিনভর নানা কর্মসূচি ঘিরে ব্যস্ততা ছিল।সকালে কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা এলাকার একটি স্থানীয় কালীমন্দিরে পুজো দেন বিধায়ক তারক চট্টোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত ওই পুজোয় স্থানীয় দলীয় কর্মী-সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন।এদিন নবদ্বীপের রাধাবাজারে সকাল থেকেই ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় হোমযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী। যজ্ঞ শেষে প্রসাদ বিতরণেরও ব্যবস্থা করা হয়।জন্মদিন উপলক্ষে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মসূচিও নেওয়া হয় শান্তিপুরে। সেখানে ডেঙ্গু প্রতিরোধে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ৭০০টি মশারি বিতরণ করা হয়। মশাবাহিত রোগের প্রকোপ রুখতেই এই উদ্যোগ বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে।সকাল-দুপুরের কর্মসূচির পর সন্ধ্যাতেও নবদ্বীপে ছিল বিশেষ আয়োজন। বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামীর উদ্যোগে শহরের শ্রীবাস অঙ্গন গঙ্গার ঘাটে গঙ্গা আরতির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছা।াও এলাকার বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে সন্ধ্যায় আলোয় সাজে রানাঘাট শহরের একাধিক এলাকা। প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও কল্যাণ কামনায় বিভিন্ন জায়গায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। রানাঘাট ছোটবাজারের ঐতিহ্যবাহী রাধাবল্লভ মন্দিরে ছিল সন্ধ্যার অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান। সেখানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন রানাঘাট দক্ষিণের বিধায়ক পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় মঃিদরে প্রার্থনাও করা হয়।রানাঘাটের পালচৌধুরী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পালচৌধুরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং পালচৌধুরী গার্লস স্কুল-সহ শহরের আরও কয়েকটি জায়গায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের আয়োজন করা হয়।কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপ, শান্তিপুর থেকে রানাঘাট-প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে নদিয়ায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, প্রার্থনা এবং জনসেবামূলক কর্মসূচি মিলিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একাধিক আয়োজন দেখা যায়।

কলকারখানায় যন্ত্রের পুজোর দিনে ডুয়ার্সের রামশাই ও ধূপঝোড়ায় পূজিত

ডুয়ার্স,১৮সেপ্টেম্বরঃকলকারখানায় যন্ত্রের পুজোর দিনে ডুয়ার্সের রামশাই ও ধূপঝোড়ায় পূজিত হলেন দেবশিল্পীর স্বয়ং বাহন রক্তমাংসের গজরাজ। বিশ্বকর্মা পুজোয় গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন পিলখানাগুলিতে আয়োজিত হয় এই অভিনব আরাধনা। সকাল হতেই মূর্তি নদীতে স্নান করিয়ে বনদফতরের কুনকি হাতি-আমনা, ডায়না, অরণ্য, রাজাদের সাজিয়ে তোলা হয়। কপাল ও শুঁড়ে খড়িমাটি, চন্দন ও সিঁদুরের আলপনা এঁকে, গলায় গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ফলমূল, গু। ও বিশেষ লাড্ডু খাইয়ে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে চলে পুজো। বনকর্মীদের কাছে এই কুনকিরা পরিবারেরই সদস্য। পাশাপাশি, স্থানীয় কৃষকদের বিশ্বাস, গজরাজকে তুষ্ট রাখলে লোকালয়ে বুনো হাতির উপদ্রব কমবে এবং খেতের ফসল রক্ষা পাবে। এই ঐতিহ্যবাহী মেলবন্ধন দেখতে ভি। জমান বহু পর্যটকও। উৎসাহর চোটে এগিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন প্রচুর মানুষ।

রাজস্থানের ২৩ জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা, বর্ষা বিদায়ের আগেও অব্যাহত বৃষ্টি

জয়পুর, ১৮ সেপ্টেম্বরঃরাজস্থানে বর্ষা বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হলেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টির দাপট এখনও অব্যাহত রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাজস্থানের ২৩টি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়ে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। গত বুধবারও রাজ্যের একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। কোথাও কোথাও বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল ঝোড়ো হাওযা এবং শিলাবৃষ্টির ঘটনাও ঘটেছে।আবহাওযার এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে একদিকে যেমন বৃষ্টির প্রভাব দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে বেশ কিছু এলাকায় তাপমাত্রা এখনও ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি রয়েছে। ফলে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়েও রাজস্থানের আবহাওয়ায় বৃষ্টি ও তীব্র গরমের অস্বাভাবিক সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যে বর্ষার বিদায়পর্ব শুরু হতে পারে। তবে তার আগেই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্থানীয়ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে বৃহস্পতিবার ২৩টি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে হলুদ সতর্কতা জারি করা হযেছে। আবহাওয়া দফতর পরিস্থিতির উপর নজর রাখার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকায় সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে।গত ২৪ ঘণ্টায় রাজসমু ঃ দ, সিকার, বেওয়ার, করৌলি, কোটা, যোধপুর, শ্রীগঙ্গানগর, বিকানের এবং পালি-সহ একাধিক জেলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। বেশ কিছু এলাকায় প্রায় দুই ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টির খবর পাওয়া গেছে। শ্রীগঙ্গানগর ও বিকানেরে বৃষ্টির পাশাপাশি প্রবল বাতাস বয়ে যায়। শ্রীগঙ্গানগরের কয়েকটি এলাকায় শিলাবৃষ্টিও হয়েছে। এর ফলে আচমকাই আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে এবং সাধারণ জনজীবনেও তার প্রভাব পড়ে।বুধবার রাজস্থানের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টির দেখা মিললেও বিকানের বিভাগের বেশ কয়েকটি জেলায় দিনের বেলায় তীব্র গরম অনুভূত হয়েছে। ঝুনঝুনুর পিলানিতে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়। শ্রীগঙ্গানগর ও চুরুতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে বিকানেরে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বর্ষা বিদায় নেওয়ার সময় যত এগিয়ে আসবে, ততই রাজ্যের আবহাওয়ায় পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। কোথাও বৃষ্টি, কোথাও ঝোড়ো হাওয়া ও শিলাবৃষ্টি, আবার কোথাও তীব্র গরম-এই বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতিই বর্তমানে রাজস্থানের আবহাওযার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। সেপ্টেম্বর মাসেও তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া এবং একই সময়ে বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টির ঘটনা রাজ্যের পরিবর্তনশীল আবহাওয়ারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

মেলায় ঘুরতে গিয়ে নাগরদোলায় উদ্দাম যৌনতা - তারপর?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা,১৮সেপ্টেম্বরঃপ্রেম ও যৌনতা মানুষের জীবনে ধীরে ধীরে আসে। কখনো কখনো মানুষ এমন যৌনতায় আসক্ত হয়ে পরে তখন নিজেদের আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তেমনই এক ঘটনা আমাদের আজকের অফবিট নিউজ। একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে আলাপের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নাগরদোলায় উদ্দাম যৌনতায় মাতেন দু'জনে। একে অপরকে নিয়ে এতই মশগুল ছিলেন তাঁরা আশপাশে কী হচ্ছে তা টেরও পাননি। আর সেই সুযোগে কেউ কেউ গোটা ঘটনা ক্যামেরাবন্দি করে ফেলেন। ওই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়। তা যদিও জানতেন না যুবক। বেশ কয়েকদিন পর ভাইরাল ভিডিওটি নজর পড়ে যুবকের বসের। এত বড় কাণ্ড যে ঘটিয়ে ফেলেছেন যুবক তখনই টের পান তিনি। ওই যুবক পেশায় সিভিক ইঞ্জিনিয়ার। এবারের জুনে ব্রিটেনে ' ফেস্টিভ্যাল' নামের এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে অনুষ্ঠান শুরুর আগে ওই তরুণীর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। আলাপও হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। তাঁরা নাকি এরপরই চলে যায় নাগরদোলায়। সেখানেই নাকি উদ্দাম যৌনতায় মেতে ওঠেন। সে ঘটনা অনুষ্ঠানে আসা অনেকেই চাক্ষুস করেন। ভিডিও করেন। তা তড়ি গতিতে ভাইরালও হয়ে যায়। অবশ্য ওই যুবক কিংবা তরুণী কিছুই জানতেন না। ভিডিও পুলিশি নজরে আসামাত্রই হইচই শুরু হয়ে যা। পুলিশ ওই যুবক এবং তরুণীর খোঁজখবর শুরু হয়। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে যুগলের খোঁজ পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসাবাদও করা হয় একপ্রস্থ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তরুণী ভাইরাল ভিডিওটির সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। বিখ্যাত সঙ্গীতানুষ্ঠানের ফাঁকে এহেন দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন। পুলিশের সামনে ওই যুবক নাকি কিছুই বলতে চাননি। এই অশালীন কাজের জন্য আদালতে হাজিরা দিতে হয় যুবককে। জানা গিয়েছে, সেখানে নাকি দোষ কবুল করে নিয়েছেন।

পাকিস্তানে শুরু হলো - তেলের লক ডাউন

পাকিস্তান,১৮স্পেটম্বরঃআমাদের স্মরণে আসছে সেই করোনা কালের লক ডাউনের কথা। প্রবল জ্বালানি সংকটে ভুগছে পাকিস্তান। মধ্যপ্রাচ্যের দাদা হতে গিয়ে ফেঁসে গেলো পাকিস্তান নিজেই। জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে একাধিক নতুন বিধিনিষেধ ঘোষণা করল শাহবাজ শরিফের সরকার। সরকারি গাড়িতে জ্বালানি বরাদ্দ ৫০ শতাংশ কমানো থেকে শুরু করে নতুন সরকারি গাড়ি কেনায় সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা- বাদ যাচ্ছে না কোনও ক্ষেত্রই। শুধু সরকারি খরচ কমানো নয়, সাধারণ মানুষের জীবনযাপনেও পড়ছে এই সিদ্ধান্তের প্রভাব। বিয়ের অনুষ্ঠান ও অন্যান্য বিবাহ-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে মাত্র একটি পদ পরিবেশনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দোকান, বাজার ও শপিং মল বন্ধ করতে হবে রাত ৯টার মধ্যে। রেস্তরাঁ, ক্যাফে ও খাবারের দোকান রাত ১১টার পর চালানো যাবে না। তবে হোম ডেলিভারি ও টেক অ্যাওয়ে পরিষেবাকে এই সময়সীমার বাইরে রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের ক্যাবিনেট ডিভিশন এই নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। নির্দেশগুলি অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে। কিছু বিধিনিষেধ, বিশেষ করে সরকারি গাড়ির জ্বালানি বরাদ্দ কমানো এবং সরকারি কর্মীদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা, আপাতত তিন মাস কার্যকর থাকবে। নতুন কৃচ্ছ্রসাধন প্যাকেজের অন্যতম বড় সিদ্ধান্ত হল সরকারি কাজে নতুন কোনও গাড়ি কেনা যাবে না। গাড়ির ধরন নির্বিশেষে এই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কেনাকাটা ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী পণ্য কেনার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে এই বিধিনিষেধের বাইরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় খরচ এই সিদ্ধান্তের আওতায় পড়বে না।

গনেশচতুর্থীকে কেন 'কলঙ্ক চতুর্থী' বলা হয় - পুরানের গল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতাঃগনেশ চতুর্থীর সন্ধ্যায় চাঁদ দেখতে নেই - এমন কথা ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনে আসছি। কিন্তু কেন? তা হয়তো আমরা অনেকেই জানিনা। পুরানের সেই গল্পই আজ পরিবেশন করবো। আনন্দের মাঝেও কেন এই বিশেষ দিনে চাঁদ মামাকে নিযে এত ভীতি? কেনই বা এই দিনটি ' গনেশ চতুর্থী' নামে পরিচিত? এর নেপথ্যে গভীরভাবে জড়িযে রযেছে প্রাচীন এক পৌরাণিক কাহিনি। পুরাণ অনুযায়ী, ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের এই চতুর্থী তিথিটি ' গণেশ চতুর্থী' বা ' নামে সমধিক পরিচিত। প্রচলিত লোককথা থেকে জানা যায়, একবার বিঘ্নহর্তা গণেশের গজানন রূপ এবং ভারী পেট দেখে অহংকারী চন্দ্রদেব চরম উপহাস করে বসেন। নিজের রূপের গরবে অন্ধ চাঁদ অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। চন্দ্রের এমন দাম্ভিক আচরণে বেজায ক্ষুব্ধ হন গণেশ ঠাকুর। তিনি রেগে গিয়ে চন্দ্রকে অভিশাপ দেন যে, যাঁর নিজের রূপ নিয়ে এত অহংকার, তাঁর সেই রূপ চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে এবং কেউ তাঁর দিকে ফিরেও তাকাবে না। গণেশের ক্রোধ এখানেই শান্ত হয়নি। তিনি আরও বলেন, ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের এই চতুর্থী তিথিতে যে ব্যক্তি চাঁদের দিকে তাকাবে, তাঁকে বিনা দোষে মিথ্যা কলঙ্কের ভাগী হতে হবে। সমাজে তার ভাবমূর্তি চরম ভাবে নষ্ট হবে। এই ভযংকর অভিশাপের ফলেই চন্দ্রের দীপ্তি বা জ্যোতি দিন প্রতিদিন কমতে শুরু করে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে চন্দ্রদেব তখন অনুতপ্ত হন। গণেশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার পাশাপাশি তিনি দেবাদিদেব মহাদেব শিবের কঠোর আরাধনা শুরু করেন।শিব তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হযে তাঁকে নিজের মস্তকে ধারণ করে রক্ষা করেন। এরপর শিবের পরামর্শেই চন্দ্র ফের গণেশের আরাধনা করেন। চন্দ্রের একনিষ্ঠ প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে গণেশ জানান, তাঁর দেওয়া অভিশাপ সম্পূর্ণ রূপে বাতিল করা সম্ভব নয়, তবে এর প্রভাব কিছুটা কমানো যেতে পারে। গণেশের বরে এরপর থেকেই ১৫ দিন চন্দ্রের ক্ষয় হয় এবং পরের ১৫ দিন তিনি পূর্ণ রূপ লাভ করেন। তবে, ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে চন্দ্র দর্শনের অভিশাপ কিন্তু আগের মতোই বজায় থাকে। এমনকি বিষ্ণু পুরাণেও এই অভিশাপের এক আশ্চর্য উল্লেখ রয়েছে। শোনা যায়, এই কলঙ্ক চতুর্থীর দিনে চন্দ্র দর্শন করার কারণে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও মিথ্যা অপবাদের শিকার হতে হয়েছিল। স্যমন্তক মণি চুরির মতো ভযঙ্কর মিথ্যা কলঙ্ক সইতে হয়েছিল স্বয়ং ভগবানকেও! সেই ঘটনা থেকেই এই দিনটিকে কলঙ্ক চতুর্থী হিসেবে পালন করার প্রথা শুরু হয়।

ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার ৭টি স্থানে অভিযান ইডি-র

রাঁচি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃএনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ঝাড়খণ্ড স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (জেএসসিবি) সম্পর্কিত অর্থ কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত মামলায় শুক্রবার অভিযান চালালো। ইডি-র রাঁচি আঞ্চলিক কার্যালয় অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনের (পিএমএলএ) অধীনে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার মোট সাতটি স্থানে একযোগে তল্লাশি অভিযান চালায়।জানা গেছে, ঝাড়খণ্ড স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সরাইকেলা শাখায় সংঘটিত বড় ধরনের আর্থিক জালিয়াতির চলমান তদন্তের অংশ হিসেবে এই অভিযান। তদন্তে দেখা গেছে যে ব্যবসায়ী সঞ্জয় কুমার ডালমিয়া জেএসসিবি-র তকালীন ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের সঙ্গে যোগসাজশে ব্যাঙ্কের সঙ্গে একটি বড় ধরনের প্রতারণা করেন।ইডি-র এই অভিযান ব্যবসায়ী সঞ্জয় ডালমিয়া এবং তৎকালীন ব্যাঙ্ক কর্মকর্তাদের সঙ্গে যুক্ত

রাশিফল

মেষঃআজ আপনি নতুন এক শক্তির অনুভূতি পাবেন, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্যের দিকে আরও দ্রুত এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ভাবনা ও পরামর্শ প্রশংসিত হবে, যা আপনার অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে
বৃষঃ আজ দিনটি খুবই ইতিবাচক হবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
মিথুনঃ একটি খুশির সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে, যা আপনাকে লাভ অর্জনে সহায়তা করবে।সংসারে শান্তি হতে পারে।
কর্কটঃআজ আপনার জীবনে অনেক নতুন সম্ভাবনা আসবে। আপনার মনে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হবে, যা আপনাকে নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরও উৎসাহিত করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
সিংহ ঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে
তুলাঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে। তাদের কাছে অর্থ ফেরত দিয়ে আপনি আর্থিকভাবে আটকে যেতে পারেন। আপনাকে ঋণ নেওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
বৃশ্চিকঃ আপনার সম্পর্কগুলিও আরও দৃঢ় হবে। বিশেষ করে প্রেমের জীবনে প্রিয় মানুষের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা ও বোঝাপড়া অনুভব করবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে
ধনুঃ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে জরুরী কেনাকাটা করা সুবিধাজনক করবে। শুভদিন
মকরঃগর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। সংসারে শান্তি হবে
কুম্ভঃ আজ আপনার নিজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য যেতে পারেন।
মীনঃ উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চায় লেগে থাকুন। সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে। সন্তান হতে পারে আজকে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। শুভদিন আজ

আবহাওয়া

বৃষ্টি কমেছে দক্ষিণবঙ্গে, তবে ভারী বর্ষণ থেকে এখনই রেহাই পাবে না উত্তরবঙ্গ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে আরও কিছু দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টি কমছে। দু'দিনের সাময়িক বিরতির পরে ফের বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হতে পারে উত্তরবঙ্গ। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বরও দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি হলেও, তা হবে হালকা থেকে মাঝারি। কলকাতা-সহ বাকি জেলাগুলিতে আগামী কয়েক দিন আবহাওয়া মোটের উপর শুষ্ক থাকবে। মাঝেমধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে দু'এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.২ ডিগ্রি কম। রবিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.২ ডিগ্রি কম।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ম হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৯ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মনিট এবং রাত ০৮টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪০মিনিট এবংরাত ১১টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৩৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২২মিনিটে হতে পারে।

নিজের জন্মদিন অনাথ শিশুদের সঙ্গে, মানবিকতার নজির ওসি তুহিন মণ্ডলের

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মানবিকতার দৃষ্টান্তও তৈরি করলেন এক পুলিশ আধিকারিক। নিজের জন্মদিনের আনন্দকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অনাথ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন ঘুটিয়ারি শরীফ থানার ওসি তুহিন মণ্ডল। নিজের এক বছর আট মাসের ছোট্ট সন্তান তুষানকে সঙ্গে নিয়ে ঘুটিয়ারী শরীফ অনাথ শিশু শিক্ষা আশ্রমে গিয়ে শিশুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে জন্মদিন পালন করলেন তিনি। তুহিন মণ্ডলের জন্মদিন আবার দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনের দিনেই। এবারের জন্মদিনে অন্যরকমভাবে দিনটি কাটানোর ইচ্ছে ছিল তাঁর। সেই ভাবনা থেকেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আচমকাই ঘুটিয়ারী শরীফ অনাথ শিশু শিক্ষা আশ্রমে পৌঁছে যান তিনি। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছোট্ট সন্তান তুষান এবং কয়েকজন সহকর্মী। পুলিশ আধিকারিককে আশ্রমে দেখে শিশুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আনন্দ। জন্মদিন উপলক্ষে আশ্রমের শিশুদের হাতে খাতা, পেন, পেন্সিল, ড্রয়িং খাতা, চকোলেট-সহ বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেন ওসি। পাশাপাশি শিশুদের জন্য টিফিনেরও ব্যবস্থা করেন তিনি। কেক কেটে শিশুদের সঙ্গে জন্মদিনের আনন্দ ভাগ করে নেন। শুধু উপহার দেওয়াই নয়, এদিন আশ্রমের শিশু এবং সেখানে থাকা সকলের সারা দিনের আহারের দায়িত্বও নেন তিনি। বেশ কয়েক মাস আগে বারুইপুর থানা থেকে ঘুটিয়ারি শরীফ আউটপোস্টের ওসি হিসেবে দায়িত্ব নেন তুহিন মণ্ডল। এর আগে ওই আউটপোস্টেই সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর, ক্যানিং, জীবনতলা, বারুইপুর সহ একাধিক থানাতে ও কাজ করেছেন এই পুলিশ আধিকারিক। নিজের জন্মদিনে ছোট্ট সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে অনাথ আশ্রমে এসে শিশুদের সঙ্গে সময় কাটানোর এই উদ্যোগকে মানবিক ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে জানিয়েছেন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হাসিবুর রহমান। তাঁর বক্তব্য, ছোটবেলা থেকেই শিশুদের মধ্যে সহানুভূতি, মানবিকতা এবং অন্যের সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করা প্রয়োজন। সেই ভাবনাকে সামনে রেখেই তুহিন মণ্ডল তাঁর ছোট্ট সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে এসেছেন। ঘুটিয়ারি শরীফ অনাথ শিশু শিক্ষা আশ্রমে সমাজের নানা প্রতিকূলতার কারণে সুবিধাবঞ্চিত এবং পিতা মাতাহারা শিশুদের আশ্রয় দিয়ে তাঁদের শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা চালানো হয়। আশ্রম সূত্রে জানা যায়, একসময় এই শিশুদের কেউ ঘুটিয়ারী শরীফ রেল স্টেশনে ভিক্ষা করত, কেউ খাবারের জন্য মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরত। অনেকের জীবনেই ছিল অবহেলা ও নির্যাতনের অভিজ্ঞতা। বর্তমানে আশ্রমের পরিবেশে থেকে সেই শিশুরাই পড়াশোনা করছে এবং ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখছে। আশ্রমের ইনচার্জ সারিফা বিবি ও সেরিনা বিবি প্রতিদিন শিশুদের দেখভাল করেন। তাঁদের স্নান করানো, দাঁত মাজানো, পড়াশোনায় বসানো, স্কুলে পাঠানো থেকে শুরু করে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ানো; সবকিছুই তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছেন। সারফিয়া বিবির কথায়, তত্তদের অনেকেরই বাবা-মা নেই। তাই বাবা-মায়ের অভাব ও দুঃখ যেন তারা অনুভব না করে,সেই চেষ্টা করি। নিজেদের সন্তানের মতোই তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছি। দজন্মদিনের অনুষ্ঠানে আশ্রমের শিশুরা নিজেদের পরিচয় দেওয়ার পাশাপাশি কবিতা শোনায় এবং ওসি তুহিন মণ্ডলকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানায়। শিশুদের সঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠে ছোট্ট তুষানও। এখন ও ঠিকমতো কথা বলতে বা হাঁটতে না পারলেও বাবার হাত থেকে উপহার নিয়ে একে একে আশ্রমের শিশুদের হাতে তা তুলে দেয় সে। ছোট্ট তুষানের এই সরল উপস্থিতি অনুষ্ঠানের মুহূর্তকে আরও আবেগঘন করে তোলে। এদিন ওসি তুহিন মণ্ডলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এএসআই সোমনাথ দাস, দীপক মাহাতো, মইদুল ইসলাম, অমিত-সহ অন্যান্যরা। এ বিষয়ে ওসি তুহিন মণ্ডল বলেন, তনিজের জন্মদিনে এইভাবে কাটাতে পেরে এবং ওদের পাশে থাকতে পেরে খুব ভালো লাগছে। জন্মদিনের আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরে আমি আনন্দিত। দনিজের জন্মদিনের আনন্দকে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার এই উদ্যোগে পুলিশের অন্য এক মানবিক মুখ সামনে এসেছে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা। প্রশাসনিক দায়িত্বের পাশাপাশি সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই প্রয়াস ঘুটিয়ারী শরীফ এলাকায় প্রশংসা কুড়িয়েছে।

ব্যারাকপুর, দুর্গাপুর, বঙ্গোদয় থেকে পিয়ারলেস, বিশ্বকর্মা পুজো বাংলার মন খারাপের দিন, দিন বদলের আশায় রাজ্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ বঙ্গোদয়, বঙ্গোদয়, বঙ্গোদয়। বাস কন্ডাক্টরের সেই হাঁক এখনও কানে বাজে। বিটি রোড আর সোদপুর স্টেশন রোডের সংযোগস্থলের জনপ্রিয় বাস স্টপটি এই নামেই মুখে মুখে ফিরত। বছর তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হল সেই বাস স্টপের নাম বদলে হয়েছে পিয়ারলেস। সরকার বা পুরসভা বাস স্টপের নাম বদল করেনি। বঙ্গোদয় কটন মিল যখন রমরমিয়ে চলত, দু'বেলায় তিন সিফটে হাজার চারেক শ্রমিকের আনাগোনা ছিল, তখন ওই নামই বাস স্টপের জন্য যথার্থ ছিল। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আরও বছর কুড়ি ওই নামেই পরিচিত ছিল বাস স্টপটি। বয়স্করা রবি ঠাকুরের হাতে কারখানা উদ্বোধনের গল্প শোনাতেন। সেই বঙ্গোদয় নাম বদলে গেল কারখানার জমিতে পিয়ারলেস আবাসন মাথা তোলার পর। পশ্চিমবঙ্গে বাস স্টপ, হাট-বাজার, বসত এলাকার নাম বদলের এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যেমন বঙ্গোদয়ের ডাইনে-বাঁয়ে বাসন্তী আর বঙ্গশ্রী কটন মিলের কথাই ধরা যাক। বহুকাল বন্ধ বাসন্তীর নামটাই লোকমুখ থেকে হারিয়ে গিয়েছে। বাস স্টপটিরও নাম বদলে গিয়েছে অজান্তে। বহু বছর বন্ধ থাকা সরকারি প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যাল নতুন করে উৎপাদন শুরু করায় বাস স্টপের নামটি এখনও বদলে যায়নি। কিন্তু বঙ্গশ্রী বাস স্টপ হয়ে গিয়েছে 'গোদরেজ প্রকৃতি' অর্থাৎ গোদরেজ কোম্পানির আবাসন প্রকল্প। সত্যি কথা বলতে কী, 'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম'; গানের এই লাইনটি পশ্চিমঙ্গের শিল্প ও শ্রমিক জীবনের ক্ষেত্রে এতটাই ঘোর বাস্তব যে পুরনো সেই দিনের কথা মনে পড়লে মন খারাপ হয়। বছর কয়েক আগেও টালা ব্রিজের পর থেকে গোটা বিটি রোড, তারপর ব্যারাকপুর হয়ে কাঁচরাপাড়া পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে বড় গাছ আর কলকারখানা বলতে গেলে সমান সমান ছিল। কয়েক পা অন্তর কারখানার চিমনি নজরে আসত। সেই রাস্তা এখন বেশ চওড়া এবং ততধিক ঝকঝকে বন্ধ কারখানার জমিতে কারখানা আবাসন গড়ে ওঠায়। কারখানা চালু থাকার দিনগুলিতে বারাকপুর, হাওড়া, হুগলি, আসানসোল, দুর্গাপুর, খড়্গপুরে মানুষ দুর্গাপুজোর থেকেও বেশি আনন্দ-উৎসবে মাততেন বিশ্বকর্মা পুজোয়। প্রতিমা দর্শন, ভালমন্দ খাওয়ার পাশাপাশি বাড়তি আকর্ষণ ছিল কারখানার বিস্ময়ভরা অন্দরমহল চাক্ষুষ করা। তুলো থেকে সুতো, তা থেকে কাপড় তৈরির রহস্য উন্মোচনের সুযোগ মিলত। ছেলেবেলার দিনগুলি মনে পড়ে। পানিহাটি, কামারহাটি, খড়দা ব্যারাকপুরে বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটি ছিল দুর্গা পুজোর মতোই উৎসবমুখর। বিটি রোডের দু'ধারে একের পর এক জুট মিল কটন মিলে স্থানীয় মানুষের ভিড় উপচে পড়ত, যেমনটা দেখা যায় দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন কারখানা হপিং ছিল সবচেয়ে আকর্ষণ। কারখানার লোকেরা দেখাতেন কোন মেশিনের কী কাজ, কীভাবে তুলো থেকে সুতো, তা থেকে কাপড় তৈরি হয়। সেই সঙ্গে ছিল ভরপের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। বছর পঁয়তাল্লিশ আগে জ্যোতি বসু ও তাঁর পুত্র চন্দনের নাম জড়িয়ে এক অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে একদা ভারত জোড়া ব্যবসা করা বেঙ্গল ল্যাম্পের নাম আলোচনায় এসেছিল। কারখানার জমি বিক্রিতে অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে চর্চায় এসেছিল বেণী ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নাম। কিন্তু লোক চক্ষুর আড়ালে থাকতে থাকতে ন্যাশনাল ট্যানারি, ইস্টার্ন পেপার মিল, কোলে বিস্কুট, মেটাল বক্স ইত্যাদি রেল স্টেশন, বাস স্টপের মতো মানুষের মুখে মুখে ঘোরা কারখানাগুলি কোথায় হারিয়ে গেল! আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, চিকিৎসক নীলরতন সরকারের প্রেরণা ও উদ্যোগে ১৯০৫-এ গড়ে উঠেছিল ন্যাশনাল ট্যানারি। একটা সময় বাটা এবং ন্যাশনাল ট্যানারিতেই শুধু মেশিনে জুতো তৈরির ব্যবস্থা ছিল। বাটার অনেক নামী ব্র্যান্ডের জুতো তৈরি হত ন্যাশনাল ট্যানারিতেই। বহুচর্চিত মেটাল বক্সের অনেক কর্মচারী বকেয়া বেতন না পেয়ে শেষে আত্মহত্যা করেন। পূর্ব কলকাতার নামজাদা প্রতিষ্ঠান কোলে বিস্কুটের মালিক গোষ্ঠীই কোলে স্টিল এবং নফরচাঁদ জুট মিলের মালিক ছিলেন। আইনি বিবাদে সেই কোম্পানি শিল্পের মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছে। পূর্ব কলকাতাতেই অধুনা ইস্টান মেট্রোপলিটন বাইপাসের পশ্চিমপ্রান্তে পর পর মাথা তুলেছিল টায়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, বেঙ্গল পটারি, ন্যাশনাল ট্যানারি, ভারত ব্রেকস অ্যান্ড ভালবস, ইএমসি, শূর এনামেল, সায়েন্টিফিক ইন্ডিয়া গ্লাস কোম্পানি ইত্যাদি। দমদম লেক টাউন-পাতিপুকুর এলাকায় একটা সময় মুখে মুখে ফিরত অ্যাপলো জিপার, অ্যামকো, হিন্দুস্থান আয়রন, সিদ্ধেশ্বরী হোসিয়ারি, জেসপ, ইস্টার্ন পেপার মিল, ইস্টার্ন পেপার মিল ইত্যাদি। যাদবপুর-টালিগঞ্জ এলাকায় ছিল বিখ্যাত উষা পাখার নির্মাতা জয় ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষ্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরি, অন্নপূর্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরি এবং বেঙ্গল ল্যাম্প ও সুলেখা কালির কারখানা। বন্দর এলাকায় ছিল কেসোরাম কটন, সিদ্ধার্থ অ্যাপারেলস, অ্যাঞ্জেল ইন্ডিয়া, অ্যাভেরি, গ্ল্যাকসো, পোদ্দার প্রজেক্টস ইত্যাদি। গঙ্গার অপারে হাওড়া হুগলিতে, বিশেষ করে জিটি রোডের সঙ্গে বিটি রোডের চেহারার মিল ছিল দু-হাত অন্তর কারখানার সুবাদেই। রাজ্যের প্রথম এবং একমাত্র গাড়ি তৈরির কারখানা হিন্দ মোটরসের জমিতে অনেক আগেই আবাসন মাথা তুলেছে। জিটি রোডের দু'ধারের রাস্তাতেও কারখানার জমিতে মাথা তুলেছে বহুতল। শিল্পের এমন মন্দায় শ্রমিকের পেটে লাথি পড়াই স্বাভাবিক। এ রাজ্য তার ব্যতিক্রম নয়। পরিসংখ্যান দিয়ে বিগত সরকারগুলি রাজ্যের শিল্প মহলে শান্তি বিরাজের দাবি করেছে। শ্রমিক-মালিক বিবাদ নেই। লকআউট, ধর্মঘট নেই বললেই চলে। বাস্তব হল, এই নিস্তরঙ্গ পরিবেশ আসলে শ্মশানের শান্তি। কলকারখানাই যদি না থাকে তবে কোথায় শ্রমিকেরা ধর্মঘট ডাকবে, আর মালিক করবে লকআউট, লে অফ। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, হরিয়ানায় শিল্পে অশান্তি আছে। আছে ধর্মঘট, লকআউট। কারণ ওই রাজ্যগুলিতে কল-কারখানা টিকে আছে। তবে স্বস্তির বিষয় হল কয়েক বছর যাবৎ চটকলগুলি মোটের উপর চালু আছে। বেশ কয়েকটা বন্ধ চা বাগানও খুলেছে। তবু প্রদীপের নিচে অন্ধকারটি বড় তীব্র। শ্রমিকদের বকেয়া বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আইয়ের হাজার হাজার কোটি টাকা মালিকরা মেটায়নি। পাওনা না পাওয়া বুভুক্ষু শ্রমিকের আতর্নাদ চাপা পড়ে গিয়েছে কারখানার জমিতে বহুতল মাথা তোলার পর। পাওনা আদায়ে আন্দোলন, অবরোধও এখন বলতে গেলে অতীত। সবাই ধরে নিয়েছে, লড়াই-সংগ্রামে আর কাজ হবে না। বাস স্টপ কারখানার বদলে আবাসনের নামে পরিচিত হওয়াই যেন ভবিতব্য। আজ শুক্রবার বিশ্বকর্মা পুজোয় মেতেছেন রাজ্যবাসী। কিন্তু চার-পাঁচ দশক আগের বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটির পটচিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই দেবতার পুজো বেড়েছে কয়েকশো গুণ। তবে ৯০ ৯৫ ভাগ আয়োজনই রিকশ স্ট্যান্ড, অটো স্ট্যান্ডে। বাংলায় শিল্প মহলে বাস্তবিকই শ্মশানের শান্তি উদযাপন দিবসে পরিণত হয়েছে দিনটি। বৃহস্পতিবার রাতে সুন্দরবনের একটি গ্রামের ভিডিও দেখছিলাম। সেখানে অনেক গ্রামকেই বিধবাদের গ্রাম বলা হয়ে থাকে। ওই সব গ্রামের পুরুষেরা কাঠ মধু সংগ্রহে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মারা গিয়েছেন। বৃহস্পতিবারের ভিডিওটি এমনই একটি পুরুষশূন্য গ্রামের কথা। যে গ্রামের প্রায় সব পরিবারের পুরুষেরা বছরের পর বছর তামিলনাড়ুতে বাস করছেন। কাজের সন্ধানে আরও অনেক রাজ্যে গিয়েছেন সেখানকার পুরুষেরা। একদা শিল্পে প্রথম স্থানে থাকা পশ্চিমবঙ্গ বিগত বহু বছর হল পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যায় প্রথম স্থানাধিকারী। রাজ্যের নতুন সরকারের কাছে তাই রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা অনেক। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যে শিল্পের সুদিন ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। কাজটা কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। যে সমস্যার ধারাবাহিকতা নিয়ে রাজ্যের নতুন সরকার ও শাসক দল উদ্বিগ্ন বিচলিত, সেই তোলাবাজি বন্ধ করতে হলেও সবচেয়ে আগে জরুরি শিল্পের সুদিন ফেরানো।

তৃণমূলের জোড়াফুল প্রতীক ফ্রিজ হতেই বিপত্তিতে আইএসএফ! 'খাম' হাতছাড়া হবে নওশাদের?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ আসন্ন উপনির্বাচনের দোরগোড়ায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক নতুন প্রতীক সংকট তৈরি হয়েছে। আর এই জটিলতার জেরে হাতছাড়া হতে পারে পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী ও বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর দল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ-এর অত্যন্ত চেনা 'খাম' প্রতীক। ঠিক কী কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হল এবং কেন আইএসএফের এই প্রতীক হারানোর আশঙ্কা রয়েছে, তা নিয়ে এখন রাজনৈতিক মহলে তুমুল আলোচনা চলছে। ঘটনার সূত্রপাত তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের দ্বন্দ্ব এবং নির্বাচন কমিশনের একটি বড় সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী 'জোড়াফুল' প্রতীক সাময়িকভাবে স্থগিত বা ফ্রিজ করে দেয়। এরপরই তৃণমূলের বিবদমান দুই পক্ষকে আলাদা নতুন নাম ও প্রতীক বরাদ্দ করেছে কমিশন। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন অংশটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস' এবং তাদের নতুন প্রতীক হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে 'খাম'। আর এই একটিমাত্র সিদ্ধান্তই আইএসএফ শিবিরের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। কিন্তু কেন এই আশঙ্কা তৈরি হল? এর মূল কারণ হল নির্বাচন কমিশনের নিয়ম এবং আইএসএফ-এর রাজনৈতিক স্বীকৃতি। ভারতের নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে আইএসএফ এখনও পর্যন্ত কোনও 'স্বীকৃত রাজ্য দল'-এর মর্যাদা পায়নি। রাজ্যে স্বীকৃত দলের তকমা না থাকায় কমিশন তাদের সরকারিভাবে নির্দল হিসেবে গণ্য করে। ফলে দলটির নিজস্ব কোনও স্থায়ী বা সংরক্ষিত নির্বাচনী প্রতীক নেই। কমিশনের সূত্রে জানা গিয়েছে, ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল এবং মমতাপন্থী তৃণমূল রাজ্যের স্বীকৃত রাজনৈতিক দল ও ঋতব্রত শিবিরকে খাম চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কমিশনের খাতায় আই এস এফ নির্দল হিসেবে গণ্য হওয়ায়, অন্যান্য নির্দল প্রার্থীদের মতই প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের দিন শেষ হলে কমিশনের হাতে থাকা ফ্রি সিম্বলের মধ্যে থেকে একটি প্রতীক দেওয়া হবে আই এস এফকে। ২০২১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আব্বাস সিদ্দিকীর হাতে আই এস এফ প্রতিষ্ঠিত হয়। দলের একমাত্র বিধায়ক তাঁর ছোটভাই নওশাদ সিদ্দিকী। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে সংযুক্ত মোর্চার জোটে লড়ে ভাঙড় কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন নওশাদ। কিন্তু দলের নিজস্ব কোনও স্থায়ী প্রতীক না থাকায়, বাধ্য হয়ে বিহারের 'রাষ্ট্রীয় সেকুলার মজলিস পার্টি'-র খাম প্রতীক ধার করে ময়দানে নেমেছিল আইএসএফ। পরবর্তী সময়ে লোকসভা নির্বাচনেও তারা এই খাম প্রতীকটিই ব্যবহার করে এসেছে। কিন্তু, পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁরা খাম চিহ্নে লড়েননি। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও রাজনৈতিক দলকে স্থায়ী নির্বাচনী প্রতীক পেতে হলে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হয়। বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনে দলকে মোট বৈধ ভোটের অন্তত ছয় শতাংশ পেতে হয় এবং কমপক্ষে দুটি আসন জিততে হয়। অথবা বিধানসভার মোট আসনের তিন শতাংশ বা অন্তত তিনটি আসন জিততে হয়। এই শর্তগুলি পূরণ করলেই তবে কোনও দল 'স্বীকৃত রাজ্য দল'-এর মর্যাদা পায় এবং একটি নির্দিষ্ট প্রতীক স্থায়ীভাবে তাদের নামে সংরক্ষিত হয়। অন্যথায় স্বীকৃতি না থাকা দলগুলিকে প্রতিবার মুক্ত প্রতীক বা ফ্রি সিম্বলের ওপর নির্ভর করতে হয়। যেহেতু আই এস এফ এই স্থায়ী স্বীকৃতির শর্ত সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারেনি, তাই তাদের প্রতীক নির্দিষ্ট ছিল না। এদিকে ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেসকে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে 'খাম' প্রতীকটি বরাদ্দ করায় বড় বিপত্তিতে পড়েছে আইএসএফ। আসন্ন বিধানসভা উপনির্বাচনে হাইভোল্টেজ কেন্দ্র নন্দীগ্রামে প্রার্থী দিয়েছে আইএসএফ। অন্যদিকে, ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস অর্থাৎ ঋতব্রতর দলও সেখানে প্রার্থী দিয়েছে। ফলে একই নির্বাচনে, একই ব্যালট বাক্সে দুই দলের প্রার্থীরা খাম প্রতীক নিয়ে লড়তে পারবেন না জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এই প্রতীক জট এবং খাম চিহ্ন হাতছাড়া হওয়ার জোরালো আশঙ্কার পরেই শুক্রবার দুপুরে বৈঠকে বসেছেন আই এস এফ নেতৃত্ব। যদিও এই বিষয়ে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এখন দেখার বিষয়, নির্বাচন কমিশন এই জটিলতা কাটাতে শেষ পর্যন্ত কী পদক্ষেপ নেয় এবং আইএসএফের নির্বাচনী প্রতীকের ভবিষ্যৎ কোন দিকে মোড় নেয়।

আমাদের দলের নামে কোনও ব্যক্তি নেই কালীঘাটকে নিশানা ঋতব্রতর! কল্যাণের পাল্টা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং ঐতিহ্যবাহী 'জোড়াফুল' প্রতীক সাময়িকভাবে ফ্রিজ করার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তৃণমূলের দুই শিবিরকে পৃথক দুটি নাম ও নতুন প্রতীক বরাদ্দ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আসন্ন উপনির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট শিবির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নামে। তাঁদের নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে 'ফুটবল খেলোয়াড়'। অন্যদিকে, অরূপ রায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন নব তৃণমূল গোষ্ঠী পরিচিত লাভ করবে 'ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস' নামে এবং তাঁদের নির্বাচনী চিহ্ন বরাদ্দ হয়েছে 'খাম'। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের পরই সাংবাদিক বৈঠক ডেকে কালীঘাট শিবিরকে লক্ষ্য করে তোপ দাগেন বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের নতুন নামের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, ''আমাদের দলের নামের মধ্যে কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নেই - নৈব নৈব চ! আমাদের দলীয় আলোচনার মধ্যেও কোনও ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্ন ওঠেনি। আমরা গণতন্ত্র ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর জোর দিচ্ছি। রাজনীতিতে কোনও দল একটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা মালিকানাধীন হতে পারে না; তা সার্বিক গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।'' প্রতীকের বিষয়ে নিজেদের সন্তোষ প্রকাশ করে ঋতব্রত দাবি করেন যে, কমিশনের কাছে জমা দেওয়া তালিকার প্রথম পছন্দকেই তাঁরা প্রতীক হিসেবে পেয়েছেন। তিনি জানান, ''আমাদের দেওয়া পছন্দের তালিকায় দলের নাম হয়তো তিন নম্বরে ছিল, কারণ কমিশন জানিয়েছে প্রথম দুটি প্রযুক্তিগত বা আইনি কারণে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে প্রতীকের ক্ষেত্রে আমরা যা চেয়েছিলাম, কমিশন সেটাই অনুমোদন করেছে। আমরা নির্বাচন কমিশনের যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলি না এবং তাঁদের এই নির্দেশকে পূর্ণ সম্মান জানাই।'' অন্যদিকে, প্রতীক পরিবর্তন হলেও নিজেদের অবস্থানে অনড় কালীঘাটপন্থী প্রবীণ তৃণমূল নেতা ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেন, এই নতুন নাম ও প্রতীক কেবল আসন্ন উপনির্বাচনের প্রযুক্তিগত বাধ্যবাধকতা মেটানোর জন্যই সাময়িকভাবে ব্যবহার করা হবে। উপনির্বাচনের পর প্রক্রিয়া শেষ হলেই তাঁরা আবার মূল 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' ও 'জোড়াফুল' প্রতীকে ফিরে যাবেন। কল্যাণের বক্তব্য, ''নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশটি শুধুমাত্র বর্তমান ভোটের ময়দানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কার্যকর থাকবে। ফলে নির্বাচন সংক্রান্ত খাতা-কলমের বাইরে আমরা সাধারণ রাজনৈতিক ময়দানে এআইটিসি নাম এবং জোড়াফুল চিহ্নই ব্যবহার করতে পারব।'' জোড়াফুল ফ্রিজ হওয়ার পর দুই শিবিরের এই নতুন আত্মপ্রকাশ উপনির্বাচনের রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করল।

অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার ২

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ এলাকায় অপরাধ মূলক কার্যকলাপ বন্ধে তৎপর জয়নগর থানার পুলিশ। জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে থানার বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। সেই অভিযানে বৃহস্পতিবার রাতে জয়নগর থানা এলাকার দুটি ভিন্ন জায়গা থেকে দু জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় অপরাধ মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ওই দুই জনের বিরুদ্ধে নজরদারি চলছিল। বৃহস্পতিবার রাতে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে জয়নগর থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদের পর দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় মোদীর কাট-আউট, শত শত প্রদীপে উজ্জ্বল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ গঙ্গার বুকে আলোকসজ্জিত নৌকা, তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাট আউট, চারপাশে জ্বলছে শত শত প্রদীপ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এমনই অভিনব দৃশ্যের সাক্ষী থাকল হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট। মোদীর জন্মদিন এবং প্রশাসক হিসেবে তাঁর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত হয় 'আশীর্বাদের প্রদীপ' কর্মসূচি। প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই, বালির বিধায়ক সঞ্জয় সিং, জেলাশাসক পি. দীপাপ্রিয়া, হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার অখিলেশ কুমার চতুর্বেদী এবং পুর কমিশনার তেজস্বী রানা-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরাও। উমেশ রাই জানান, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে দেশজুড়ে 'আশীর্বাদের প্রদীপ' কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বকর্মা পুজোর পাশাপাশি জয়নগরে বীরপুজো, যজ্ঞের সঙ্গে লাড্ডু বিতরণ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ শুক্রবার বিশ্বকর্মা পুজোর পাশাপাশি ধর্মীয় রীতি মেনে জয়নগরের বিভিন্ন এলাকায় পালিত হয় বীরপুজো বা বজরংবলির পুজো। জয়নগরের তিলিপাড়া, রাধাবল্লভতলা ও জয়নগর থানা এলাকায় বীর পুজোকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। এদিন সকালে শাস্ত্রীয় রীতি মেনে যাগযজ্ঞ ও পুজোঅর্চনার মধ্য দিয়ে বীরপুজোর আয়োজন করা হয়। পুজো উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট এলাকা গুলিতে ভক্তদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। জয়নগর থানার মোড়ে এদিন বীরপুজো কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত পুজোর নবম বর্ষ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার জয়নগর ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি শংকর চক্রবর্তী। ফিতে কেটে পুজোর উদ্বোধনের পর পুজো অর্চনা ও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। পুজো উপলক্ষে সাধারণ মানুষের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ করা হয়।

বিধানসভা ভবনে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে রাজ্য বিধানসভা ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মূল লবিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিধায়ক এবং বিধানসভার আধিকারিকেরা শরৎচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। বাংলা সাহিত্য এবং সমাজজীবনে শরৎচন্দ্রের অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য কেবল বাংলা ভাষার সম্পদ নয়, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। সমাজের নানা অসঙ্গতি ও মানবিক মূল্যবোধকে তিনি যেভাবে তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন, তা আজও পাঠকদের অনুপ্রাণিত করে।

ভুসো কালি ও আঠার অভিনব শিল্পমাধ্যমে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিকৃতি, জন্মদিনে শিল্পীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নামখানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ভুসো কালি ছড়িয়ে সাদা ক্যানভাসে আঠার উপর ফুটিয়ে তোলা হল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিকৃতি। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে এই অভিনব শিল্পপ্রয়াস করেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানার শিল্পী পলাশ দাস। প্রচলিত রং-তুলির পরিবর্তে ভুসো কালি ও আঠাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে মোদীর প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তোলার এই উদ্যোগে শিল্পী তাঁর নিজস্ব শিল্পভাবনা ও দেশাত্মবোধকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। শিল্পীর বক্তব্য, তশিল্পের ভাষায় শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানানোর এটি আমার ছোট্ট প্রচেষ্টা। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ভাবনাকে সামনে রেখে একজন শিল্পী হিসেবে আমার অনুভূতিকে এই সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছি।দ নামখানার এই শিল্পী এর আগেও বালু ও অন্যান্য অভিনব মাধ্যমের মাধ্যমে একাধিক উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন। তাঁর তৈরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বালু-শিল্প ইন্ডিয়া বুক রেকর্ডস-এ স্বীকৃতি পেয়েছে। রেকর্ড সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বকখালি সমুদ্রসৈকতে তৈরি সেই রবীন্দ্রনাথের বালু-শিল্পটির মাপ ছিল ৬ ফুট শ্র ৪ ফুট শ্র ৪ ফুট।দিল্লির লাল কেল্লার বালু শিল্প সহ,চলতি বছরে পশ্চিম বঙ্গ দিবস ও ২১ জুন বিশ্ব যোগা দিবসে বকখালি সমুদ্র সৈকতে সরকারি আধিকারিক ও বিশিষ্টজনেদের সামনে ৩৭,৫০০ বর্গ ফুটের বিশ্বের সবচেয়ে বড় পশ্চিম বঙ্গের ম্যাপ তৈরি করেছিলেন স্যান্ড রঙ্গোলি আর্ট ফর্মে। নতুন এই শিল্পপ্রয়াসের মাধ্যমে আবারও অভিনব শিল্পমাধ্যমের প্রতি নিজের আগ্রহের পরিচয় দিলেন শিল্পী পলাশ দাস। তাঁর লক্ষ্য, স্থানীয় প্রতিভা ও ভারতীয় শিল্পভাবনাকে নতুন নতুন মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরা।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে হাওড়ার ব্যাঁটরায় পুলিশের সমন্বয় বৈঠক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ দুর্গাপূজা উপলক্ষে হাওড়ার ব্যাঁটরায় পুলিশের সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। পুজোর ভিড়, যানজট এবং নিরাপত্তা সামলাতে মাঠে নামল হাওড়ার ব্যাঁটরা থানার পুলিশ। আসন্ন দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঐন্দ্রিলা ব্যাংকোয়েট হলে অনুষ্ঠিত হয় পুলিশের সমন্বয় সভা। পুজোর দিনগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে যান নিয়ন্ত্রণ, দর্শনার্থীদের ভিড় সামলানো এবং অপ্রীতিকর ঘটনা ঠেকানোর কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠকে। পুলিশ সূত্রে খবর, এবছর ব্যাঁটরা থানা এলাকায় মোট ৯৭টি দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হবে। তার মধ্যে ৮৭টি বারোয়ারি এবং ১০টি পারিবারিক পুজো। ফলে পুজোর দিনগুলিতে মণ্ডপগুলিতে দর্শনার্থীদের চাপ সামলানো পুলিশের কাছে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, পুজোমণ্ডপ সংলগ্ন এলাকা এবং ভিড়প্রবণ জায়গাগুলিতে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত মোকাবিলার বিষয়েও প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পুজো কমিটিগুলিকেও পুলিশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে উৎসব পরিচালনার বার্তা দেওয়া হয়েছে। এদিনের সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশশনার (সেন্ট্রাল) তৌসিফ আলী আজহার, এসিপি সেন্ট্রাল-১ মণিশঙ্কর সেনগুপ্ত, ব্যাঁটরা থানার আইসি অভিষেক বিশ্বাস, দাসনগর ট্রাফিক গার্ডের আইসি-সহ পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা। পুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পুলিশ-প্রশাসন এবং পুজো কমিটিগুলির মধ্যে সমন্বয়ের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয় এদিনের বৈঠকে।

নোংরা রান্নাঘর থেকে ঝকঝকে আধুনিক কিচেন, সরকারি নির্দেশের পর দ্রুত বদলাচ্ছে খাবারের দোকান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ নোংরা, কালি-ঝুলিতে ঢাকা রান্নাঘর। কোথাও জমে থাকা তেল-ময়লা। এমনই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরি হচ্ছিল খাবার। প্রশাসনের অভিযানের পর সেই ছবিই এখন বদলে যাচ্ছে দ্রুত। টাকি শহরের একের পর এক হোটেল ও রেস্তোরাঁয় শুরু হয়েছে পরিকাঠামো বদলের কাজ। কোথাও নতুন টাইলস, কোথাও মার্বেলের মেঝে, আবার কোথাও বসানো হচ্ছে নতুন রান্নার সরঞ্জাম। রাতারাতি যেন বদলে যাচ্ছে খাবারের দোকানের চেহারা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যজুড়ে খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে অভিযান চলার পাশাপাশি বসিরহাট মহকুমাতেও খাদ্য সুরক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে শুরু হয় পরিদর্শন। খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষায় একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে বিভিন্ন এলাকার খাবারের দোকান, হোটেল ও রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাদ্য সুরক্ষা বিধি এবং পরিচ্ছন্নতার মান খতিয়ে দেখা হয়। টাকিতেও একাধিক হোটেল ও রেস্তোরাঁয় চলে অভিযান। পরিদর্শনের সময় বেশ কিছু জায়গায় অনিয়ম এবং অপরিচ্ছন্নতা নজরে আসে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এরপর কয়েকটি হোটেল ও রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের জানিয়ে দেওয়া হয়, প্রতিষ্ঠান ফের খোলার আগে প্রয়োজনীয় সমস্ত সরকারি কাগজপত্র ও নথি ঠিকঠাক করতে হবে। পাশাপাশি দোকানের ভিতর ও বাইরের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার করতে হবে। খাবার তৈরি ও পরিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসম্মত পরিকাঠামোও তৈরি করতে হবে। নির্দেশ পাওয়ার পরই শুরু হয় দ্রুত সংস্কারের কাজ। যে রান্নাঘরে এতদিন কালি-ঝুলি, ময়লা এবং জমে থাকা তেলের দাগ চোখে পড়ত, সেই রান্নাঘরেই এখন বসছে নতুন টাইলস। কোথাও মেঝেতে লাগানো হচ্ছে মার্বেল। কোথাও আবার বদলে ফেলা হচ্ছে রান্নার পুরনো সরঞ্জাম। দেওয়ালে দেওয়া হচ্ছে নতুন রং। পরিচ্ছন্ন এবং আধুনিক রেস্টুরেন্টের কিচেনের আদলে তৈরি করা হচ্ছে রান্নাঘর। শুধু রান্নাঘর বা পরিকাঠামো নয়, প্রয়োজনীয় সরকারি নথিপত্র তৈরির কাজও দ্রুত সেরে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছেন ব্যবসায়ীরা। প্রশাসন এবং খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা ফের সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। খাদ্য সুরক্ষা বিধি, পরিচ্ছন্নতার মান এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবসা চালানোর অনুমতি দেওয়া হবে। টাকি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র হওয়ায় সারা বছরই এখানে বহু পর্যটকের আনাগোনা।

৬,০০০ কোটি টাকার নতুন বিনিয়োগ, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন শিল্পে বড় ঘোষণা নবান্নের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও কর্মসংস্থানের নতুন জোয়ার আসতে চলেছে। রাজ্য মন্ত্রিসভা বজবজ শিল্পতালুক-সহ ৩২টি সংস্থাকে জমি হস্তান্তরের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর ক্যাবিনেট বৈঠকের দ্বিতীয়ার্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে সংস্থাগুলির হাতে এই জমি তুলে দেওয়া হবে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্প মানচিত্রে এক বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, আরও একটি বড় মাইলফলকের ঘোষণা এসেছে। আগামী ১৪ অক্টোবর, মহাষষ্ঠীর পুণ্যলগ্নে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালের প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকার নতুন ইউনিটটি আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যবাসীকে উৎসর্গ করা হবে। হলদিয়া পেট্রোকেমের এই নতুন ইউনিট চালু হলে ডাউনস্ট্রিম বা অনুসারী শিল্পে বিনিয়োগের বহুগুণ বিস্তার ঘটবে। রাজ্য সরকারের এই দুই যুগান্তকারী পদক্ষেপে একদফা বিপুল বিনিয়োগ যেমন নিশ্চিত হবে, তেমনই তৈরি হবে হাজার হাজার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ। সব মিলিয়ে, আসন্ন উৎসবের মরশুমে বাংলায় নতুন শিল্প বিনিয়োগের যে দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে, তা রাজ্যের অর্থনীতিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন শিল্পমহলের বিশেষজ্ঞরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৮৯ সংখ্যা, শনিবার , ১ আশ্বিন, ১৪৩৩

জগদানন্দ রায়

বিজ্ঞান-লেখক এবং সাহিত্যিক জগদানন্দ রায় জন্ম গ্রহণ করেন ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯ সালে। পেশাগত জীবনে তিনি গড়াই-এর মিশনারি স্কুলে এবং পরে কৃষ্ণনগর সেন্ট জনস হাইস্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। এই সময় থেকে তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত এরকম একটি প্রবন্ধের সূত্র ধরেই পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তখন থেকেই তার মধ্যে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন মজার বিষয়ে লেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। এই আগ্রহের কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ দৃষ্টিতে পরে যান। ঠাকুর তখন সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রবি ঠাকুর তার লেখায় বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন। জগদানন্দ যখন নিদারুণ ক্লেশের মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তিনি প্রথম তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিলাইদহের জমিদারিতে সেরেস্তার কাজ শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের গণিত ও বিজ্ঞান শেখানোর জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ে (ব্রহ্মচর্যাশ্রম) শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। শিক্ষকতা ছাড়াও বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগেও তিনি কাজ করেছেন। উল্লেখ্য তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে চাকরিটি জগদানন্দের যোগ্যতাকে খাটো করে দেখা বই অন্য কিছু নয়। এ কারণে তিনি রায়কে নিজের ছেলেমেয়ের পড়াশোনার ভার দিয়েছিলেন। পরবর্তিতে যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি জগদানন্দকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন একজন শিক্ষক হিসেবে। তিনি সেই স্কুলের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৩২ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক হিসেবে কাজ করে গেছেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গণিত শিক্ষাদান শুরু করে জীবন কাটেন। জগদানন্দ জন্মগ্রহণ করেন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের একটি অভিজাত পরিবারে। তাঁর পিতা অভয়ানন্দ রায় ছিলেন কৃষ্ণনগরের জমিদার। মায়ের নাম বসন্তসুন্দরী। তার পড়াশোনা শুরু হয় একটি স্থানীয় মিশনারি স্কুলে। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে স্থানীয় বিদ্যালয় থেকেই প্রবেশিকা এবং ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিজ্ঞান জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কিছু বই লিখেছিলেন। বৈজ্ঞানিক সত্যকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার তাগিদেই তিনি লেখা শুরু করেন আর লেখার আদল ছিল অনেকটা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মত। এছাড়া বিজ্ঞান কল্পকাহিনী রচনাও শুরু করেন। তার শুক্র ভ্রমণ নামক গ্রন্থের বিষয় ছিল অন্য গ্রহে মানুষের ভ্রমণ কাহিনী। মানুষ অন্য গ্রহে যাতায়াতের মাধ্যমে ইউরেনাস গ্রহে ভিনগ্রহী জীবের সাক্ষাৎ লাভ করে। সেই ভিনগ্রহী জীবের বিবর্তনের সাথে আধুনিক বিবর্তনবাদী তত্ত্বের আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। ভিনগ্রহী জীবের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি যেসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন তা হল, তারা অনেকটা আমাদের পূর্বপুরুষ বানরদের প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের শরীর ঘন কালো পশমে ঢাকা, শরীরের তুলনায় মাথা অস্বাভাবিক রকমের মোটা, লম্বা লম্বা নখ রয়েছে এবং তারা সম্পূর্ণ নগ্ন। তার এই বর্ণনা প্রকাশিত হয় এইচ জি ওয়েলসের বিখ্যাত বিজ্ঞান কল্পকাহিনী দ্য ওয়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস প্রকাশিত হওয়ারও আগে। এই বইয়েও এইচ জি ওয়েলস মঙ্গল গ্রহে ভিনগ্রহী জীবের বর্ণনা দিয়েছিলেন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'রায় সাহেব' উপাধি লাভ করেন। তিনি সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলার জন্য সরল বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা প্রকাশ করতে থাকেন।

পানিহাটি

অতীতের পেনাটি,পন্যহট্ট বা পন্যহাটি আজকের পানিহাটি।খুব প্রাচীন কাল থেকেই পানিহাটি ঈশ্বরানুরাগী মানুষজনের কাছে পুণ্যভূমি। গৌড়ের রাজা বল্লাল সেনের আমলে এই অঞ্চল ছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিক উপাসনার একটি কেন্দ্র। তারপর শৈব সাধক, তান্ত্রিক কাপালিক, নাথপন্থী ভক্তদের সাধন-ভজনের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল এই জায়গা। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর আগমনের পর পানিহাটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। গড়ে ওঠে অনেক পাঠবাড়ি, মন্দির। এই পানিহাটিতে লোকচক্ষুর আড়ালে রয়েছে অপূর্ব সুন্দর পঞ্চরত্ন মন্দির। রানি রাসমণির নাতবৌ গোপালকৃষ্ণ দাসের বিধবা স্ত্রী গিরিবালা দাসীর প্রতিষ্ঠিত। গিরিবালা দেবীর নামেই মন্দিরের নাম হয়েছে গিরিবালা ঠাকুরবাড়ি। গোপাল কৃষ্ণ দাস হলেন রাসমণির বড় মেয়ে পদ্মমনির পুত্র। মন্দিরটিকে অনেকেই ছোট দক্ষিণেশ্বর বলে। কেন বলেন বোঝা যায় না। দক্ষিণেশ্বর নবরত্ন মন্দির এই মন্দিরটি পঞ্চরত্ন। আকার আকৃতিতে অনেক ছোট।হয়তো রাসমণির বংশের একজনের প্রতিষ্ঠিত বলে। তবে ব্যারাকপুরে রাসমণির ছোট কন্যা জগদম্মা প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণা মন্দিরের অনেক মিল পাওয়া যায় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে। একই পরিবারের তিন প্রজন্মের তিন মহিলা উত্তর চব্বিশ পরগণার গঙ্গা তীরের তিনটি জনপদ বেছে নিয়ে, তিনটি মন্দির গড়লেন, যোগসূত্র মহাদেব দক্ষিণেশ্বরে পুঁজিতে হন মা কালী ব্যারাকপুরে মা অন্নপূর্ণা ও পানিহাটিতে রাধাকৃষ্ণ পুঁজিত হয় আর তিনটি মন্দিরে রয়েছে শিব মন্দির। মন্দিরের পৌঁছে সামনে একটি গেট। গেট পেড়িয়ে, সামনে প্রশস্ত জায়গা।এখানে একটি ভগ্ন অট্টালিকা চোখ পড়ল। তারপর মন্দির চত্বরে ঢোকার দরজা। মন্দিরটি চারদিক ঘেরা। সামনে বিশাল নাট মন্দির, সুউচ্চ রোমান করিন্থিয়ান পিলারের উপর কড়িবর্গার ছাদ। চারকোনায় তিনটি করে সামনে পিছনে দুটো করে চারটে। পাশে দুটি করে ছয়টি পিলার। নাট মন্দির পেরিয়ে মুল মন্দির। মন্দিরটি ত্রিখিলান দক্ষিণমুখী, পঞ্চরত্ন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে।

মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিচুই পাওয়া সম্ভব হবে না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

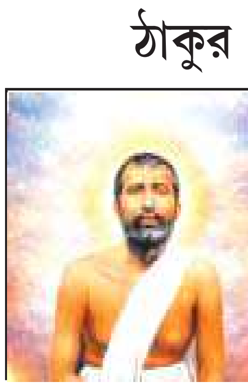

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা ভবতারিণী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মা। জীবনে চলতে গেলে আদ্যামায়ের শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। আদ্যাশক্তির বলেও চলাফেরা করা সম্ভব। সেই আদ্যাশক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করে। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী। এই শক্তি অনুভব করা যায় চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। আদ্যাশক্তি বিপদ থেকে সবাইকে মুক্ত করতে পারেন। আদ্যামা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। আদ্যামা স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, ভয় কি আমি আছি। আমি তোকে যে শক্তি দিয়েছি। তুই পারবি বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে। স্বামী বিবেকানন্দ পেরেছিলেন শিকাগো গিয়ে ভারতীয় শক্তির পরিচয় দিতে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের নাম তিনি স্মরণ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হন। আমি সব কিছুই জানতে পারি।

রামকমল সেন ও মেডিকেল কলেজ

রবীন্দ্রকুমার শীল

মিস্টার মুইর-এর সঙ্গে মধুসূদনের কথা হয়েছিল অনুবাদ নিয়ে। মধুসূদন জানিয়েছিলেন যে অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে লেখার সঙ্গ কুইন-এর অ্যানাটমি এবং ডাবলিনের ডিসেকটর -এর আধুনিক তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। দেখতে পাওয়া গেল যে রামকমল সেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি জন্য ইংরজে থেকে সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় অ্যানাটমি এবং শবব্যবচ্ছেদ নিয়ে বই প্রকাশ হোক। একে মেডিকেল ছাত্রদের উপকার হবে। অধ্যাপক ওশনেশী এই 'ভাদে মেকাম' বইটি অনুবাদ করার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলতে চাইলে যে নেটিভিদের শিক্ষার জন্য বইটি অন্য কয়েকটি অ্যানাটমি বইয়ের চেয়ে নিম্ন মানের। অবশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে হুপারের 'ভাদেমেকাম' -এর সংস্কৃত অনুবাদ করার ব্যাপারে একটি কমিটি তৈরি করা উচিত। এই কমিটিতে ছিলেন ডাক্তার ওয়ালিচ, ডাক্তার ওশানেশী, ডাক্তার ইভানস, ডাক্তার স্পাই এবং ডাক্তার ইগারটন। কমিটি আলোচনায় বসল ১৮৩৮ সালের ১ আগস্ট বুধবার। ''কমিটির সদস্যরা মধুসূদনকৃত হূপারের অ্যানাটমি বইটির অনুবাদ প্রকাশের ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন সভায় পেশ করে - ১) ভারতের নেটিভ মেডিকেল পণ্ডিতদের জন্য হূপারের অ্যানাটমিস্টস ভাদেমেকাম প্রকাশ করা উচিত, যার কাজ ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে এবং অনুবাদের অর্থ দেওয়া হয়েছে। ২) এই বইটি ত্রুটিহীন এবং শিক্ষাযোগ্য করে তোলার জন্য বেশকিছু সংযোজন, পরিবর্তন এবং টীকা যুক্ত করতে হবে। ৩) ...-এর পুস্তক থেকে কাঠ খোদাই করা ছবি, উপরোক্ত বইতে যুক্ত করতে হবে। ৪) এই বিষয়ে ডাক্তার গুডিভের মতামত এবং পরার্শ চাওয়া হয়। ডাক্তার গুডিভও মধুসূদূন গুপ্তের অনুরোধে এই পুস্তক সংশোধন করে দিতে রাজি হয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানানো উচিত।'' (কলকাতা মেডিকেল কলেজের গোড়ার কথা ও পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত, ডাক্তার শঙ্কর কুমার নাথ, পৃষ্ঠা-২৯৫)।

দেওয়ান রামকমল সেন শুধু মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার ব্যাপারে শুধু আগ্রহ দেখাননি, মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই প্রকাশ করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখান। এই সংশোধন এবং তত্ত্বাবধানের জন্য পণ্ডিত মধু সূদনকে প্রয়োজনীয় পারিশ্রমিক দিতে হবে। কমিটির সচিব ডাক্তার ডব্লু. বি ওশনেশী প্রতিবেদনটি পেশ করেন। কমিটির আলোচনা থেকে জানা গেল বইটি প্রকাশের খরচ হবে তিন হাজার টাকা। তার মধ্যে মিস্টার মুইর এক হাজার দান টাকা দান করলেন। দেখা গেল যে মধুসূদনকৃত ভাদেমিকাম -এর অনুবাদ প্রকাশ হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় থেকে গেল। ফলে আর একটি বিশেষ কমিটি তৈরি করা হল। সেখানে ডেভিড হেয়ারের প্রস্তাব অনুযায়ী রামকমল সেনকে কমিটি নেওয়া হল। ১৮৩৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বুধবার আবার সভা বসল। সভায় কমিটির সচিব শরীরবিদ্যা প্রকাশের প্রতিবেদন পেশ করে। কমিটির সদস্য রামকমল সেন হূপারের বইটি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করার পক্ষে মত দেন। তিনি মত দিতে গিয়ে লিখে

ছিলেন- ''১) গ্রন্থটি অনুবাদ করা হয়ে গেছে সংস্কৃতে এবং মুদ্রণের জন্য অপেক্ষায়, এর জন্য শিক্ষা কমিটি খরচও করে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, ইত্যবসরে ৩২ পৃষ্ঠা ছাপাও হয়ে গিয়েছে। ২) এই রাজটি এশিয়াটিক সোসাইটির তত্ত্বাবধানে হচ্ছে এবং সম্পূর্ণতার দিকে। ৩) এশিয়টিক সোসাইটি এ জন্য সরকারের কাছে অনুদান পেতে আবেদন করেছে। ৪) ভারতের বহু স্থানে এখনও সংস্কৃত ভাষায় মানুষ পড়াশুনা করেন। সুতরাং পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে হাজার হাজার বৈদ্য শ্রেণির চিকিৎসকদের শিক্ষার জন্য এই পুস্তকটি প্রভূত সাহায্য করবে। ৫) দেশীয় চিকিৎসকগণ যদি তাঁদের নিজ ভাষায় (সংস্কৃত) পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ না করেন, তাহলে চিকিৎসাশিক্ষা এদেশে সম্পর্ণতা প্রাপ্ত হবে না। ৬) ভারতের বিদ্বৎজন এবং বিজ্ঞানীমহলের একটি সংস্কার আছে যে তাঁরা মনে করেন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় না। ৭) মি. মুইর এই কাজটির জন্য ১০০০ টাকা দান করেছেন এই শর্তে যে, অনুবাদিত পুস্তকটি প্রকাশ করতে হবে সংস্কৃত ভাষায়। তিনি নিশ্চয়ই জনমত যাচাই করেই এমন শর্ত দিয়েছেন। ৮) সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ হয়ে এই পুস্তকটি প্রকাশ পেলে এ থেকে কলকাতা, বেনারস, আগ্রা এবং দিল্লির কলেজগুলিতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে। ৯) এই বইটির অনুবাদক মদুসূদন গুপ্ত খুবই আশাঙ্কিত যে তাঁর পরিশ্রমটা যেন ব্যর্থ না হয়ে যায়। আমার বিশ্বাস, এইটাই প্রথম চিকিৎসাসংক্রান্ত কাজ যেখানে কোনো একটি ইংরেজি পুস্তকের সংস্কৃতে অনুবাদ করা হচ্ছে। আমরা যদি অনুবাদকের অভীপ্সা বুঝতেই পারি, তাহলে ভবিষ্যতে, এইরকম কাজ করতে অন্যেরা এগিয়ে আসবে না, বরং উৎসাহ হারিয়ে ফেলবেন। ১০) কিছুদিন আগে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা 'বিদ্যাহারাবলী' নামে অ্যানাটমির একটি সম্পূর্ণ পুস্তক ছেপেছিল বাংলা ভাষাতে। উপরোক্ত ৬ নম্বর কারণের জন্য ওই পুস্তকটির বিক্রি ভালো হয়নি- ছাপার খরচও উঠে আসেনি।' রামকলম সেন আরও বলেন যে, এশিয়াটিক সোসাইটির লক্ষ্য হচ্ছে প্রাচ্যবিদ্যাকে আবিষ্কার করা, মানুষের মধ্যে নিয়ে আসা। সেই উদ্দেশ্যকে সমানে রেখে সংস্কৃতে অনুবাদ করে এই পুস্তক প্রকাশ করা উচিত।'' (কলকাতা মেডিকেল কলেজের গোড়ার কথা ও পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত, ডাক্তার শঙ্কর কুমার নাথ, পৃষ্ঠা-২৯৫-২৯৬)।

ডাক্তার ওয়ালিচ (এন. ওয়ালিচ) বলেন যে বইটির ছাপার অনুমোদন যখন পাওয়া গিছে তখন মধুসূদন গুপ্তর অনুবাদকৃত বইটি অবশ্যই মুদ্রিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি জানান যে শুধু সংস্কৃতে নয়, বাংলাভাষাতেও তার অনুবাদ করা উচিত। ডাক্তার স্প্রাই (ডাক্তার হেনরি এইচ স্প্রাই) রামকমলের যুক্তিকে অকাট্য বলেও কিছুটা বিরোধিতা করেন। অধ্যাপক ওশনেশী বলেন, '' পূর্বের প্রস্তাব অনুযায়ী মদুসূদন গুপ্ত কৃত 'Hooper's 'Vade Mecum' পরিমার্জিত করে সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত পুস্তকটি প্রকাশ করবার মতো অল্প পরিমাণ অর্থ এশিয়াটিক সোসাইটির তহবিলে আছে। আর বিরাট অংশের মানুষ যখন এই ভাষটি বোঝেন, মি. মুইর যখন সংস্কৃত ভাষাতে প্রকাশ করার জন্য টাকা দিয়েছেন, তখন রামকমল সেনের যুক্তিকে সামনে রেখে বইটি প্রকাশ করা দরকার। এরপর তিনি আরও বলেন,''As a complete work of Anatomy already exits in Bengali, the question of publishing Hooper's 'Vade Mecum' -in that language instead of Sanskrit if of course set aside. And I do not agree with Dewan Ram Comul Sen as to be causes of the 'Vadya Hara Boli' having proved unsaleable. I think it was simply because np medical school taught in Bengali language, was in existance... '' এখানে উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন যে মধুসূদন গুপ্ত 'সুশ্রুত বা চিকিৎসা পদ্ধতি' সংক্রান্ত পুস্তকটি সম্পাদনা করে ফেলেছিলেন এই সময়ে। বইটি দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। দুটি খণ্ডই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এই দুটি খণ্ড সম্পাদনা করার উৎসাহ জুগিয়ে ছিলেন রামকমল সেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

জীবনের বহু ক্ষেত্রে তাঁর মতের সঙ্গে অন্যদের মতের মিল না হলেও সেখানে কোনও রকম বিবাদের সৃষ্টি তিনি করতেন না। এক সময়ে তিনি বলতে বাধ্য হন যে এই বিশ্বে কাজ করতে এসে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর পরিচিত প্রতিষ্ঠানের কাজের ব্যাপারেও তিনি ক্লান্ত বোধ করতে থাকেন। যদিও এই সব প্রতিষ্ঠানের কাজের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের কোনও খামতি ছিল না। জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তিনি কাজের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। তিনি তাঁর পরিচিত প্রতিষ্ঠানের বাইরে বহু অপরিচিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মিশতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তিনি নব দিশা প্রতিষ্ঠিত করতেন।

জনাইতে ঐতিহ্যবাহী বনেদি দুর্গা পুজোর ইতিহাস রয়েছে

শঙ্করলাল কর্মকার

সাবেকিয়ানার খোঁজে জনাইতে। কলকাতার বারোয়ারী পুজোর ভীড় এড়িয়ে যারা একটু ফাঁকায় ফাঁকায় ঠাকুর দেখতে চান, যারা একটু ইতিহাস, ঐতিহ্য আর বনেদীয়ানার পুরনো স্মৃতিকে চাক্ষুষ করতে চান, সাবেকি আমলের বাড়িঘর, ঠাকুরদালান, বড় বড় খড়খড়ি দেওয়া জানালা, চওড়া টানা বারান্দায় সারি সারি থাম, বারান্দার ওপরে কাঠের চিক, এবং আরো আশ্চর্য রকম সব বনেদিয়ানার নিদর্শন, তারা চলে আসতে পারেন, কলকাতার খুব কাছেই, হাওড়া থেকে বর্ধমান কর্ড লাইনে মোটে আধ ঘন্টার ট্রেন জার্নি করে জনাইতে।

একটা সময় জনাই খুব বর্ধিষ্ণু অঞ্চল ছিল হুগলী জেলায়। প্রধানত জনাই, বাকসা আর গরালগাছা এই তিনটি গ্রাম নিয়ে বলতে গেলে জনাইয়ের বনেদী ওই প্রাচীন বোবা স্থাপত্যে। তারমধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, বাবুদের জুতোর মসমসানি, বাড়ির গিন্নিদের শাড়ির খসখসানি, গয়নাগাটির রিনরিনানি, বাচ্চাদের কলকাকলি, আর বড়দের কণ্ঠস্বরে গমগম করতো বাড়ি। আবার বাবুদের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে এক নিমেষে সব চুপ হয়ে যেত।

আত্মীয়স্বজন, সাহেব, মোসাহেব, ইয়ার-দোস্ত, চাকর-বাকর, পাইক-পেয়াদা, লোকলস্করে সবসময় মুখরিত হয়ে থাকতো বাড়ি।

রাতের বেলা জ্বলে উঠতো ঝাড়বাতি, দেওয়ালগিরি, নাচঘরে ঠুংরি, গজল আর খেয়ালের সুরে মেতে উঠতেন বাবুরা। বাঈজীদের নাচের তালে তালে কত টাকা যে উড়ে যেতো তার ইয়ত্তা নেই। আর আজ সেসব বাড়িতে শুধুই নিস্তব্ধতা, শুধুই নির্জনতা, শুধুই দীর্ঘশ্বাস। এখানে কান পাতলে শোনা যায় ইতিহাসের ফিসফি সানি। এই দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যেই বাড়িগুলো একটু কোলাহল মুখর হয়ে ওঠে। কিছু বাড়িতে লোকজন থাকলেও,

পুজোর বিস্তার । এক সময় এখানে বেশকিছু বিত্তবান ও বিদ্বান শ্রেণীর মানুষ, জমিদাররা এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এখানে মূলত মিত্র, সিংহ, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপধ্যায় পরিবারদেরই রমরমা। আজ তাদের সেসব ক্ষয়িষ্ণু স্থাপত্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়, মুগ্ধ হতে হয়, আবার মনটা এক অজানা বিষন্নতায় ভারী হয়ে আসে। আজ আর তাদের আগের মতো সেই প্রতিপত্তি, জৌলুশ, বৈভব আর নেই। তবুও আছে আভিজাত্য, আছে বনেদীয়ানা। যা দেখলে সমীহ জাগবে মনে। জীর্ণ বিবর্ণ প্রাসাদ, পলেস্তারা খসা, ইঁট বের করা দেওয়াল, যেখানে ইতিউতি আগাছারা উঁকি মারে, ধ্বসে পড়াভভগ্নস্তুপে পরিণত হওয়া পুরনো বাড়ি। যার মধ্যে ঝোপ জঙ্গল বেড়ে উঠেছে নিজের মত করে। এক ধরনের শূন্যতা আর হাহাকার মিশে আছে অনেকেই নানান জায়গায় থাকেন, আবার কিছু বাড়িতে সারাবছর দিনের বেলায় পায়রাদের বকবকম, আর তাদের ডানার ঝটপটানি, আর রাত্রিবেলা রাতচরাদের আনাগোনা।বর্তমান বংশধরেরা কেউ পুরনো বাড়ি মেরামত করে বাস করছেন। কেউ বা পুরনো ইমারত গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন করে বাড়ি তৈরি করেছেন। কেউ বা নানা কারণে বসত ভিটে ছেড়ে চলে গেছেন অন্য জায়গায়। তবে চেষ্টা করেন পুজোর সময় সবাই একজোট হতে। কারণ সে আনন্দ ই আলাদা।শুধু প্রতিটি পরিবারই দুর্গাদালানের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অত্যন্ত সচেষ্ট, যথেষ্ট যত্নবান। কারণ ওই দুর্গাদালানই তো তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে আজও। সিংহ বাড়ি। স্থানীয় মানুষের কথায় সিংহী বাড়ি। এই বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা শান্তিরাম সিংহ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের সাধারণ জীবনযাপন

চিত্তজিৎ দত্ত

তখন তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। বললেন উচ্চমহল আমাকে চায় না জানলে চলে যাব। আমি দুটো ট্রাঙ্ক নিয়ে বিরাট ভবনে ঢুকেছি,আবার সেই ট্রাঙ্ক দুটি মাত্র

নিয়ে বিদায় নেব। অন্য একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন চাকর বাকর রাখতে পারি না। বুড়ির কি খাটুনি! বাটনা বাটা,কুটনো কোটা,জল তোলা,ঘর মোছা,রান্নাবাড়া সব তাঁকে নিজে হাতে করতে হয়। চাকরের কাজ পছন্দ হয় না। আর অত টাকাই বা পাবেন কিভাবে। সত্যিই তো এরূপ মিতাচারী না হলে অত লক্ষ লক্ষ টাকা দান করতে পারতেন!

এক অসাধারণ মানুষের সাধারণ হয়ে চলার কাহিনী। না সেখানে নাটকীয়তা নেই, অহেতুক প্রচারের লোভ নেই। বরং আকুতি ছিল যক্ষ্মা রোগীদের জন্য কিছু করতে পারার আন্তরিক ইচ্ছা। কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দান করতেন শিক্ষা ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে। একসময়ে হিসেব বের হল তিনি আট লক্ষ টাকা দান করেছেন। জীবনভোর আয় করেছেন দুই হাতে বিলিয়েছেন। তিনি দুর্গতদের বন্ধু, অনাথদের সহায়,ধুতি -চাদর কোর্তা পরা বাঙালি। বলতেন, আমি ধর্মে আমি খ্রীষ্টান কিন্তু তাই বলে জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আচার - আচরণ ছাড়ব কেন? কে বলুন তো তিনি! পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পূর্ণ সময়ের বাঙালি রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়। অনেক বছর আগের কথা বরিশালে তখন দুটো কলেজ একটি ব্রজমোহন কলেজ, অপরটি রাজচন্দ্র। এম এ পাস করে হরেন্দ্রকুমার রাজচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। বরিশালে থাকার সময় স্থানীয় এক খ্রীষ্টান দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়। তবে প্রথম স্ত্রী প্রয়াত হন। তখন তিনি বঙ্গবালা দেবীকে বিয়ে করেন। হরেন্দ্রকুমার অবশ্য তাঁর পুত্রকে শত চেষ্টা করেও টাইফয়েডের কবল থেকে বাঁচাতে পারেন নি। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় ছেলে টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়। ছেলের স্মৃতিচারণায় খুব আবেগপ্রবণ হয়ে বলেছিলেন, আমি কি ভাগ্যবান কলিকাতায় এমন নামী লোক খুব কমই ছিলেন, যিনি পুত্রের অসুখের সময় এই জীর্ণ কুটীরে পদার্পণ করেন নি। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথে আমার ছেলেকে দেখে যেতেন। স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী আসতেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার তাকে চিকিৎসাই করেন। যমে মানুষে টানাটানি চলল কত দিন, পরে আমার একমাত্র পুত্র মারা গেল।

রাজ্যপাল হওয়ার পরে তিনি বললেন উচ্চমহল আমাকে চায না জানলে চলে যাব। আমি দুটো ট্রাঙ্ক নিয়ে বিরাট ভবনে ঢুকেছি,আবার সেই ট্রাঙ্ক দুটি মাত্র নিয়ে বিদায় নেব । দুঃখ করতেন রাজ্যপাল হয়ে লেখা - পড়ার চর্চা প্রায় ছেড়েই দিতে হয়েছে। রাজভবনে অনবরত দেশী -বিদেশী পদস্থ অতিথিরা আসছেন; তাদের সঙ্গে আহার করতে হয় অনেক সময়। আদর আপ্যায়নে অনেক সময় কেটে যায়। তবে যত বাধা বিপত্তি আসুক তিনি 'মর্ডান রিভিউ'পত্রিকার জন্য লিখবেন।

কলকাতায় সেদিন প্রচণ্ড শীত, লিফটম্যান ক্ষীণজীবী উড়িষ্যাবাসী অলোক রাউত পড়েছেন বেশ বড় একটা বিপদে,তাঁর চিন্তা হাড় কাঁপানো শীতে তিনি কিভাবে সারারাত ডিউটি করবেন! সমস্যা হল রাজ্যপাল যে সকাল পাঁচটার সময় লাঠি হাতে এ-ডি-সি ছাড়া প্রাঃতভ্রমণে বের হবেন, অথচ অলোক রাউতকে যে সারারাত লিফটে ডিউটি করতে হবে।

লিফটম্যানের উর্দি পরে তিনতলায় রাজ্যপালের স্যুইটের সামনে ভোরের জন্য লিফট আটকে রেখে লিফটের পাশের শ্বেত পাথরের কনকনে ঠাণ্ডা বারান্দায় কখন তিনি কুঁকড়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন,মাঝে-মাঝে অবশ্য শীতের অস্বস্তিতে সমস্ত শরীরটা টানটান হয়ে যাচ্ছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য চোখে পড়ল খোদ রাজ্যপালের,তিনি নিঃশব্দে নিজের স্যুইটে আস্তে-আস্তে চলে গেলেন,নিয়ে এলেন নিজের একটা গরম শাল,নিদ্রিত লিফটম্যানের গায়ের ওপর চাপিয়ে দিলেন৷ নিজে লিফটের সুইচ অন করে নীচে প্রাতঃভ্রমণে চলে গেলেন। রাজভবনের বারান্দায় রোদ্দুর এসেছে,ঘুম ভাঙল অলোক রাউতের,দেখে তাঁর গায়ে দামী শাল,অথচ সামনে লিফটের খাঁচা নেই। কিছুটা হতভম্ব ভদ্রলোক, এরপর আরও অবাক হওয়ার পালা দেখলেন রাজ্যপাল স্বয়ং নিজে লিফট চালিয়ে ওপরে উঠে গেলেন, সঙ্গে এ.ডি.সি বা অন্য কেউ নেই। নিজের ভুল বুঝতে পেরে লাট সাহেবের পা জড়িয়ে ধরতে সৌম্যমূর্তি হরেন্দ্রকুমার তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি আমি একই ভাই। মনে কর বড় ভাই ছোট ভাইকে এই শাল উপহার দিয়েছে,তুমি ওটা পরো,ওটা তোমাকে দিলাম।

এই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে কিন্তু অভিযোগ উঠেছিল রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সরকারের অর্থ বাঁচিয়ে সাধাসিধে ভাবে চলেন, আর দিল্লি থেকে আগত অতিথিদের আরাম-আয়েশে বেশ বিঘ্ন ঘটে। অভিযোগ চলে গেল প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কাছে,তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন হরেন্দ্র কুমারকে অন্য রাজ্যের রাজ্যপাল করে পাঠাবেন। একটুও না ঘাবড়ে গিয়ে হরেন্দ্রকুমার বলেছিলেন, রাজ্যপাল হয়েও তাঁর নিজের যদি এই পরিবেশে থাকতে অসুবিধা না হয় তবে তাঁর অতিথিরা যত বড় মাপের ভি.আই.পি হোক তাদের এখানে থাকতে হবে, তিনি নিশ্চয়ই রাজভবনের ধুলো-মাটিতে থাকেন না,তবে রাজভবন ফাইভ স্টার হোটেল হবে না।

একবার হরেন্দ্রকুমারকে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি রাজি হননি। জন্মভূমি বাংলা ও বাঙালিকে বড় ভালবাসতেন। দিল্লির বড়কর্তাদের কথায় না চলে নিজের মত চলেন।

হরেন্দ্রকুমার ত্রিবাঙ্কুর গিয়েছিলেন, জনসংখ্যায় সেখানে অনেক খ্রীষ্টান ধর্মের মানুষ। একটি সভায় তাঁকে বক্তব্য রাখতে হবে। সভা লোকে লোকারণ্য। সভার প্রধান উদ্যোক্তা হরেন্দ্রকুমারকে পরিচয় করিয়ে দিলেন 'মর্ডান রিভিউয়ের' নিয়মিত লেখক।

বিশ্বকর্মা আরাধনায় শিল্প উন্নত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি

শিল্প উন্নতি পশ্চিমবঙ্গ গড়তে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার বধ্যপরিকর। সিঙ্গুর থেকে শিল্প চলে গিয়েছে। নন্দীগ্রামে শিল্প হয়নি। তার একটি মাত্র কারণ জোর করে কৃষি জমি কেড়ে নেওয়া। কৃষকেরা ভীত হয়ে পড়েছিল। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার আবার শিল্প পশিচমবঙ্গ গড়তে আগ্রহী বলে জানান রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে বিগত সরকার যেসব ভুল করেছিল বর্তমান সরকার সেটা করবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প গড়া হবে। তার জন্য শিল্পপতি আদানি, মুখেশ আম্বানি, গোয়েঙ্কা, টাটাদের মিলিত করে পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ শিল্প কী করে গড়ে তোলা সম্ভব তা নিয়ে বিশদে আলোচনা হবে। শিল্প গড়তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্পপতিদের সব রকমের সহযোগিতা করবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, প্রযুক্তি এবং

বিজ্ঞান শিক্ষার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হবে। কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারে সরকার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আধুনিক কারিগরি বিজ্ঞান শিক্ষা ও কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হবে। উন্নত ধরনের প্রযুক্তির কথা ভাবতে শুরু করেছে বর্তমান সরকার। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি কী করে করা যায় তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের সুজলাং সুফলাং বাংলা গড়ার কথা ভাবছে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

তৃণমূলের প্রতীক 'ফ্রিজ', রেজিনগর উপনির্বাচনে কি বিজেপির অস্বস্তি বাড়ালো?

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের কোন শিবির ঘাসফুল প্রতীক পাবে এই নিয়ে বিবাদের জেরে বৃহস্পতিবার রাতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে রাজ্যের দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের জন্য তৃণমূলের প্রতীক 'ফ্রিজ' করে দেওয়া হয়েছে। মমতা শিবির এবং ঋতব্রত শিবির দু'পক্ষকেই নতুন প্রতীক এবং নতুন দলের নাম নিয়ে আসন্ন উপনির্বাচনে লড়তে হবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের পর বহু রাজনৈতিক নেতৃত্ব দাবি করেছেন, কমিশনের এই সিদ্ধান্ত বিজেপিকে সুবিধা করে দেবে। তবে বিজেপির অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় উঠে এসেছে, আসন্ন উপনির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটার অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক 'ফ্রিজ' হয়ে যাওয়া গেরুয়া শিবিরের সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধাই বেশি করতে পারে। ডিলিমিটেশনের পর তৈরী হওয়া রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ২০১১ সালে প্রথম নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীকে হুমায়ুন কবীর জিতেছিলেন। এরপর ২০১৩ উপনির্বাচনে এবং ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীকে জিতেছিলেন রবিউল আলম চৌধুরী। যদিও পরবর্তীকালে রবিউল আলম তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ২০২১ সালে তিনি ওই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন। ২০২৬-র নির্বাচনে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হিসেবে হুমায়ুন কবীর রেজিনগর কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। পরে তিনি ওই আসন থেকে পদত্যাগ করায় আগামী ৬ অক্টোবর সেখানে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। রেজিনগর বিধানসভার ১৪ টি অঞ্চলের ২৮২ টি বুথের অন্তর্গত প্রায় ৭০ শতাংশ ভোটার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। ২০২৬ এবং ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে রেজিনগর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন কিন্তু। কিন্তু ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০১৩ উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রেজিনগর কেন্দ্রে চতুর্থ স্থানে ছিলেন। রাজ্যে সরকারের পালা বদলের পর বিজেপি নেতৃত্ব রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে গেরুয়া শিবিরের পক্ষে আনার জন্য কাজ করছেন। তবে বিজেপির শীর্ষ কিছু নেতার ধারণা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ ভোট আসন্ন রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপির পক্ষে আসবে না। সেক্ষেত্রে তাঁদের ধারণা ছিল এই ভোট তৃণমূলের দুই শিবির এবং আম জনতা উন্নয়ন পার্টির তিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থীর মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। যার সরাসরি সুবিধা পাবেন বিজেপি প্রার্থী শাঁখারভ সরকার। যদিও তৃণমূলের দুই শিবিরের কেউই ঘাসফুল প্রতীক না পাওয়াই আশঙ্কার মেঘ জমেছে বিজেপি নেতৃত্বের মনে। দলের এক শীর্ষ নেতা নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, তৃণমূলের দু'পক্ষকে নতুন প্রতীক এবং নতুন নাম নিয়ে উপনির্বাচনের লড়াই করতে হবে। উপনির্বাচনের আগে হাতে অল্প কিছুদিন সময় থাকায় কোনও শিবিরের পক্ষে সমস্ত ভোটারকে নিজেদের দলের নাম এবং প্রতীক চেনানো সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের আশঙ্কা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বড় অংশের ভোট আম জনতা উন্নয়ন পার্টির দিকে ঝুঁকে যেতে পারে। যেহেতু তাদের প্রতীক পরিচিত এবং সেই প্রতীকের প্রার্থী ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ওই কেন্দ্রেই জয়ী হয়েছিলেন। যদিও তৃণমূলের প্রতীক সমস্যা বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয় মুর্শিদাবাদ জেলা বিজেপি। দলের বহরমপুর সংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন বলেন, এটা আমাদের বিন্দুমাত্র চিন্তার বিষয় নয়। উন্নয়নের স্বার্থে রেজিনগরের মানুষ এবার বিজেপির পক্ষেই ভোট দেবেন। তাঁরা জোড়া ফুলের পরিবর্তে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দেবেন। অন্যদিকে বিজেপির তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশিত হতেই দলের বহরমপুর সাংগঠনিক নেতৃত্ব তাঁদের কর্মসূচির ঠিক করতে শুরু করেছেন। মলয় মহাজন বলেন, দলের তরফ থেকে আমরা জানতে পেরেছি মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারী কমপক্ষে একবার রেজিনগর উপনির্বাচনের প্রচারে আসবেন। আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁকে দিয়ে একটি সভা করানো ছাড়াও কোনও মন্ডল বা শক্তিকেন্দ্রে ছোট পদযাত্রা আয়োজন করার। তিনি আরও বলেন, উপনির্বাচনের জন্য আমরা বড় সভার পরিবর্তে ছোট ছোট বৈঠকের ওপরে গুরুত্ব দিচ্ছি। দলের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী আজ ১ নম্বর এবং ৩ নম্বর মন্ডলে এবং আগামীকাল ২ ও ৪ নম্বর মন্ডলে সাংগঠনিক সভা করবেন। সেখানে 'শক্তিকেন্দ্র' প্রমুখ, ইনচার্জ, অঞ্চল প্রমুখ সহ উপনির্বাচনের জন্য বিভিন্ন এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সমস্ত নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন। অন্যদিকে, তৃণমূলের কোনও পক্ষই দলের ঘাসফুল প্রতীক না পাওয়ায় তাঁর নিজের কোনও সুবিধা হয়েছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী তথা হুমায়ুন পুত্র গোলাম নবী আজাদ রবিন বলেন, কে প্রতীক পেল বা পেল না সেটা আমার মাথা ব্যথার বিষয় নয়। তবে কিছু মানুষ হয়তো আবেগ এবং ভালোবাসা থেকে মমতা ব্যানার্জির প্রার্থীকে ভোট দিতেন। তিনি বলেন, আমাদের দলের প্রতীক রেজিনগরের সমস্ত ভোটারের কাছে পরিচিত এবং মাত্র তিন মাস আগে আমার বাবা এই প্রতীকেই রেজিনগর থেকে জয়ী হয়েছিলেন। গত তিন মাসে আমাদের বিরুদ্ধে 'পিতা-পুত্রের দল' এই অভিযোগ ছাড়া বিজেপি আর কোনও অভিযোগ তুলতে পারেনি। তাই মানুষ আমাদের পক্ষেই থাকবে বলেই আমি আশাবাদী। অন্যদিকে সূত্রের খবর, রেজিনগর উপনির্বাচনের জন্য মমতা পন্থী তৃণমূল প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী ঘাসফুল প্রতীক না পাওয়ায় সম্ভবত তিনি নিজের প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করতে পারেন। শুক্রবার সকাল থেকেই তিনি নিজের ফোন 'সুইচড অফ' করে রেখেছেন। ফলে দলীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানা গেছে।

বিশ্বকর্মা পুজোয় ডুয়ার্সে যন্ত্র নয়, গজরাজের বন্দনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডুয়ার্স, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ কারখানায় যখন হাতুড়ি- যন্ত্রের পুজো, ডুয়ার্সে তখন রক্তমাংসের ঐরাবত বন্দনা! ধূপঝোড়া ও রামশাইয়ে 'গজরাজ' আরাধনার নেপথ্য বেশ হৃদয় ছোঁয়া। সকাল হতেই চারদিকে

যখন কলকারখানা, গ্যারাজ আর গাড়ির ইঞ্জিনে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে দেবশিল্পীর আরাধনা চলছে, ডুয়ার্সের জঙ্গল লাগোয়া জনপদে তখন ধরা পড়ল একেবারে ভিন্ন এক আবহমান সংস্কৃতি। লোহার যন্ত্র নয়, বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে এখানে পরম শ্রদ্ধায় পূজিত হন স্বয়ং দেবশিল্পীর বাহন রক্তমাংসের 'গজরাজ'। প্রতি বছরের মতো এবারও সেই ঐতিহ্যের অন্যথা হল না গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন ময়নাগুড়ির রামশাই এবং মেটেলির ধূপঝোড়ায়। ভোরের আলো ফুটতেই মূর্তি নদী ও সংলগ্ন খাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে পরম যত্নে স্নান করানো হয় বন দফতরের কুনকি হাতিদের। হাতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামসাইয়ের আমনা, ডায়না। এছাড়াও বসন্ত, হিলারি, জেনি, মাধুরী, কাবেরী, কৃষ্ণকলি, শ্রাবনী, ভীম, বীর এবং শীলাবতী। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের গরুমারা বুধুরাম বিট হাতি পিলখানায় পুজো দেওয়া হয় অরণ্য, রাজা, রামি হাতি রয়েছে ধূপঝোরা হাতি পিলখানায় এই জ্যান্ত হাতিদের বিশ্বকর্মা রূপে পুজো করা হয়। এরপর তাদের কপাল, শুঁড় ও পিঠে খড়িমাটি, চন্দন এবং সিঁদুরের নিপুণ ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তোলা হয় মঙ্গল-আলপনা। গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় তাজা গাঁদা ফুলের সুবিশাল মালা। ধূপঝোড়া ও রামশাই পিলখানার 'কিরণরাজ', 'যুবরাজ', 'চম্পা', 'ফাল্গুনী' কিংবা 'রাজা'দের সামনে থরে থরে সাজিয়ে দেওয়া হয় তাদের প্রিয় খাবার-কলা, গুড়, চিঁড়ে, আখের আঁটি আর বিশেষ দানার পুষ্টিকর লাড্ডু। পুরোহিতের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, শাঁখের ধ্বনি আর ধূপ-ধুনোর গন্ধে বিশ্বকর্মার বাহনকেই দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো সারেন বনকর্মী, মাহুত ও পাতাওয়ালারা। বনকর্মীদের কাছে এই কুনকিরা কেবল জঙ্গলে টহলের সঙ্গী নয়, পরিবারের সন্তানসম। গাছবাড়ি ও নদীপাড়ের এই অভিনব পুজো দেখতে যেমন পর্যটকদের ঢল নামে, তেমনই হাতজোড় করে সামিল হন জঙ্গল লাগোয়া কাওয়াগাবাড়ি বা চ্যাংমারির গ্রামবাসীরাও। এই আরাধনার পিছনে লুকিয়ে রয়েছে এক গভীর সামাজিক ও লোকবিশ্বাস। গরুমারা সংলগ্ন এলাকার প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। ধান ও ভুট্টার মরশুমে জঙ্গল থেকে নেমে আসা বুনো হাতির দলের হানায় প্রায়শই দিশেহারা হয়ে পড়েন চাষিরা। স্থানীয়দের দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বকর্মা পুজোর পবিত্র তিথিতে গজরাজকে তুষ্ট রাখলে হাতির দল শান্ত থাকবে, রক্ষা পাবে গ্রামের খেতের সোনালী ফসল।

বালি-পাথর-কয়লা থেকে রাজস্ব আদায়ে পূর্ব বর্ধমান চতুর্থ, চার মাসে রাজ্যে বৃদ্ধি ৩৩ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যে পালাবদলের পর বালি, পাথর ও কয়লা থেকে রাজস্ব

আদায়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে এপ্রিল থেকে আগস্ট- এই চার মাসে রাজ্যের এই তিন খাত থেকে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ব বর্ধমান রয়েছে রাজ্যের শীর্ষ পাঁচ জেলার মধ্যে চতুর্থ স্থানে। সরকারি সূত্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই সময়ে পূর্ব বর্ধমান থেকে বালি, পাথর ও কয়লা বাবদ ৫৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে বালি, পাথর ও কয়লা-এই তিন খাত মিলিয়ে মোট ৪২৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছিল। ২০২৬ সালের একই সময়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে রাজস্ব বেড়েছে ১৩৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা, বৃদ্ধির হার প্রায় ৩৩ শতাংশ। এই তালিকায় পূর্ব বর্ধমানের আগে রয়েছে বীরভূম, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান। রাজস্ব আদায়ে শীর্ষে থাকা বীরভূম থেকে চলতি বছরের এপ্রিল-আগস্টে ২৩৫ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। ঝাড়গ্রাম থেকে ৭০ কোটি ৩৫ লক্ষ এবং পশ্চিম বর্ধমান থেকে ৫৯ কোটি টাকা রাজস্ব এসেছে। এরপরই রয়েছে পূর্ব বর্ধমান, যার আদায়ের পরিমাণ ৫৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। বাঁকুড়া থেকে আদায় হয়েছে ৫৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। বিশেষ করে পূর্ব বর্ধমানের ক্ষেত্রে বালি ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ থেকে রাজস্ব আদায়ের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। জেলার বিভিন্ন নদীঘাট ও সংশ্লিষ্ট খাদান এলাকায় রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নজরদারি এবং নিয়ম মেনে উত্তোলনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে খবর। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, বালি, পাথর ও কয়লা উত্তোলন এবং পরিবহণের ক্ষেত্রে রাজস্ব ফাঁকি রুখতে কড়া নজরদারি এবং নিয়ম মেনে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। তারই প্রভাব পড়েছে চলতি বছরের রাজস্ব সংগ্রহে। তবে এই বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন খাত থেকে পূর্ব বর্ধমানে কত রাজস্ব এসেছে, সেই পৃথক পরিসংখ্যান এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। রাজ্যের সামগ্রিক ছবিতে ৩৩ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধি যেমন নজর কেড়েছে, তেমনই পূর্ব বর্ধমানের ৫৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা আদায় জেলার খনিজ ও নদীজ সম্পদ-ভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় বাড়তি গুরুত্বের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী আসছেন বর্ধমানে, ভুয়ো চিকিৎসক-কাণ্ডে তথ্য চাইল প্রশাসন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পূর্ব বর্ধমান জেলায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সফরকে ঘিরে বৃহস্পতিবার থেকেই জেলা প্রশাসনের অন্দরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বৈঠকে প্রশাসনিক আধিকারিকদের পাশাপাশি জেলার

বিধায়করাও উপস্থিত থাকবেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। এবার মুখ্যমন্ত্রীর সফরে জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার হালহকিকতের উপর বিশেষ নজর থাকবে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। স্বাস্থ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের পাশাপাশি সাম্প্রতিক ভুয়ো চিকিৎসক-কাণ্ড নিয়েও তথ্য চাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। বর্ধমান শহরে এক শিশুর অস্ত্রোপচারের পর মৃত্যুর ঘটনায় ভুয়ো চিকিৎসকের অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে জেলায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোমের পরিষেবা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হলেও অভিযুক্ত চিকিৎসক এখনও গ্রেপ্তার না হওয়ায় মৃত শিশুর পরিবারের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। পরিবারের দাবি, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করা হলে তাঁরা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি জানাবেন। তাঁদের প্রশ্ন, একজন দালালকে গ্রেপ্তার করা হলেও অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এখনও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে এই ঘটনার তদন্ত এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের রিপোর্ট প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে জেলার কৃষি পরিস্থিতি নিয়েও প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে আলুচাষিদের সমস্যার দিকে নজর রয়েছে জেলার বিভিন্ন মহলের। গত কয়েক মাসে আলুর উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় বহু চাষি লোকসানের মুখে পড়েছেন। আগামী মরসুমে আলু চাষে অনীহাও তৈরি হয়েছে বলে দাবি চাষিদের একাংশের। হিমঘর থেকে আলু বের করেও খরচ তুলতে না পারায় অনেকেই এখনও আলু মজুত রেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সফরে এসে এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত বা বার্তা দেন কি না, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন চাষিরা। গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র বলেন, মুখ্যমন্ত্রী চাষি, শ্রমিক-সহ সকলের কথা ভাবেন। নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি এই জেলায় প্রথমবার আসছেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের স্থান এখনও চূড়ান্ত হয়নি। শহরের দু'টি জায়গা প্রাথমিকভাবে দেখে রাখা হয়েছে। তবে ২৫ সেপ্টেম্বর তাঁর জেলা সফর নিশ্চিত। মঙ্গলবার রাতে সফরের বার্তা আসার পর থেকেই বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা প্রস্তুতি শুরু করেছেন। আবাস যোজনা এবং ভিবি-জি রামজি প্রকল্পের কাজেও গতি আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শহরের বেশ কিছু বেহাল রাস্তা দ্রুত সংস্কারের পাশাপাশি গ্রামীণ রাস্তার টেন্ডার প্রক্রিয়াও দ্রুত শেষ করার চেষ্টা চলছে। এদিকে পূর্ব বর্ধমান রাজ্যের অন্যতম প্রধান ধান উৎপাদনকারী জেলা হওয়ায় ধান ও চালের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ। ধান ব্যবসায় ইউপিআই লেনদেনের ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ কর সংক্রান্ত নির্দেশ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ধান্য ব্যবসায়ী সমিতি। সমিতির দাবি, এই ব্যবস্থা চালু হলে জেলার ধান ব্যবসায় বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে, যার প্রভাব পড়তে পারে চাষিদের উপরও। সমিতির রাজ্য সভাপতি বিশ্বজিত মল্লিক বলেন, ধান ও চালের ব্যবসায় অনেক সময় বড় অঙ্কের টাকা ইউপিআইয়ের মাধ্যমে লেনদেন করতে হয়। এক লক্ষ টাকা লেনদেনে ৪০০ টাকা অতিরিক্ত খরচ হলে সামান্য লাভের ব্যবসায় তা যথেষ্ট চাপ তৈরি করবে। তাই চাষি ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্য সরকার খরিফ মরশুমে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকার ২০২৬-২৭ খরিফ মরশুমে কৃষকদের কাছ থেকে প্রাথমিক ভাবে ২৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টন ধান কেনার প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া সম্প্রতি খাদ্যদপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে জেলাস্তরে ধান সংগ্রহের এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় থাকা প্রায় ৬ কোটি রেশন গ্রাহকের জন্য প্রয়োজনীয় চালের হিসাব ধরেই এই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এদিকে চলতি বাজেটে সরকার ঘোষণা করেছে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি)-র পাশাপাশি কৃষকদের প্রতি কুইন্টাল ধানে অতিরিক্ত ২০০ টাকা ইনসেন্টিভ দেওয়া হবে। এই অর্থ রাজ্যের নিজস্ব তহবিল থেকে বহন করা হবে বলে খাদ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, অতীতে ধান সংগ্রহে ব্যাপক অনিয়ম ছিল। তাঁর অভিযোগ, প্রকৃত কৃষকের পরিবর্তে ফড়েরা কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সরকারের কাছে ধান বিক্রি করত। নতুন ব্যবস্থায় সেই সুযোগ আর থাকবে না।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং : কম/পাব/এইচডব্লুএইচ/২৬/৩৭, তারিখ ১৬.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিআরএম ভবন, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১, পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অধিকারের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ **www.ireps. gov.in**-তে আপলোড করা হয়েছে। **ক্যাটালগ নং : পাব-এইচডব্লুএইচ-২৬-৩৭। অকশন শুরুর তারিখ/সময় :** ০১.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **সিকো. নং, লট নং ও বিবরণ** নিম্নরূপ: **এএ/১,** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেকিউইউ-কিউএসএন-৩০-২৬-১ [বিজ্ঞাপন : স্টেশনে পরিসরে (নন-ডিজিটাল)], হাওড়া ডিভিসনের কামারকুণ্ডু (এইচবিসি) স্টেশন পরিসরের ভিতর বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য ৩ বছর মেয়াদী চুক্তি প্রদান। **এবি/১,** এডিভিটি-ইন্টএক্সট-এস১-ইএমইউরেক২২-২৬-৩ (অ্যাডভার্টাইজিং - ট্রেন ইন্টিরিয়র ও এক্সটিরিয়র), হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচ বিশিষ্ট ইএমইউ রেকের কোচগুলির বহিরাংশের সম্পূর্ণ পার্শ্ব দেওয়াল (জানলা ও বাধ্যতামূলক নির্দেশক চিহ্ন বা সাইনেজ ব্যতীত) এবং অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট কিছু অংশে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম) মাধ্যমে ৩ বছরের জন্য বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার প্রদান। **এবি/২,** এডিভিটি-ইন্টএক্সট-এস১-ইএমইউরেক২৪-২৬-২ (অ্যাডভার্টাইজিং - ট্রেন ইন্টিরিয়র ও এক্সটিরিয়র), হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচ বিশিষ্ট ইএমইউ রেকের কোচগুলির বহিরাংশের সম্পূর্ণ পার্শ্ব দেওয়াল (জানলা ও বাধ্যতামূলক নির্দেশক চিহ্ন বা সাইনেজ ব্যতীত) এবং অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট কিছু অংশে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম) মাধ্যমে ৩ বছরের জন্য বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার প্রদান। **এসি/১,** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএইচ-১৬৯-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম), হাওড়া স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় রোড ডিভাইডারের মধ্যবর্তী স্থানে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের চুক্তি প্রদান। **এসি/২,** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই-ওএইচ-১৫৬-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম), হাওড়া ডিভিসনের কাটোয়া রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় ৩ বছরের জন্য ৫০:৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ে কর্তৃক লাগানো ১টি ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ের তথ্য প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **এসি/৩,** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-সিজিআর-ওএইচ-১৬৮-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম), হাওড়া ডিভিসনের চন্দননগর রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় ৩ বছরের জন্য ৫০:৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ে কর্তৃক লাগানো ১টি ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে রেলওয়ে তথ্য ও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এসি/৪,** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এজেড-ওএইচ-১৬৩-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম), হাওড়া ডিভিসনের আজিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় ৩ বছরের জন্য ৫০:৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ে কর্তৃক লাগানো ১টি ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ের তথ্য প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **এসি/৫,** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এএমবিজি-ওএইচ-১৬৪-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম), হাওড়া ডিভিসনের আরামবাগ রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় মূল প্রবেশ দ্বারের নিকট ৩ বছরের জন্য ৫০:৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ে কর্তৃক লাগানো ১টি ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ের তথ্য প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। (HWH-343/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অনলাইন কেওয়াইসির নামে আসল অ্যাপের আড়ালে চলছে ফেক অ্যাপের প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মঙ্গলকোট, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ শহর পেরিয়ে এবার কি সাইবার প্রতারকদের নজর গ্রামাঞ্চলে? মঙ্গলকোটের মাজিগ্রাম অঞ্চলে এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখার নাম করে একের পর এক গ্রাহককে ফোন করার অভিযোগ উঠেছে। কেওয়াইসি আপডেটের কথা বলে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো হচ্ছে অ্যাপ। সেই অ্যাপে ক্লিক করার পর কখনও ভিডিও কল করে ডেবিট কার্ড দেখাতে বলা হচ্ছে। এরপরই গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট থেকে ধাপে ধাপে উধাও হয়ে যাচ্ছে টাকা। ইতিমধ্যে একাধিক গ্রাহকের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। মাজিগ্রাম অঞ্চলের কোঁয়াপুর গ্রামের এক বাসিন্দার অভিযোগ, গত ৮ সেপ্টেম্বর ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখার নাম করে তাঁর কাছে ফোন আসে। কেওয়াইসি জমা দেওয়ার জন্য তাঁকে একটি অ্যাপ পাঠানো হয়। এরপর তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ধাপে ধাপে ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫৭৮ টাকা গায়েব হয়ে যায়। তাঁর দাবি, মেয়ের বিয়ের জন্য জমি বিক্রি করে ওই টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন তিনি। টাকা কেটে নেওয়ার বিষয়টি বুঝতে পেরে ব্যাঙ্কে গিয়ে দ্রুত অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার অনুরোধ করলেও তাঁকে সহযোগিতা করা হয়নি বলে অভিযোগ। ঘটনার পর গত ১১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলকোট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে শুধু তাঁর অ্যাকাউন্টেই নয়, একইভাবে আরও কয়েকজন গ্রাহকের টাকা গায়েব হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মাজিগ্রাম অঞ্চলের চাকুলিয়ার এক বাসিন্দার কাছে গত সোমবার ব্যাঙ্কের নাম করে ফোন যাওয়ার পর তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ২৭ হাজার টাকা উধাও হয়েছে বলে অভিযোগ। শাঁড়ি গ্রামের এক গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকেও ৪৪ হাজার টাকা গায়েব হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া মাজিগ্রামের পার্শ্বশিক্ষক মৌমিতা দত্তের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। একই ব্যাঙ্কের একাধিক গ্রাহক কেন ধারাবাহিকভাবে একই ধরনের প্রতারণার শিকার হচ্ছেন, তা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের সন্দেহ, ওই ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের তথ্য কোনওভাবে সাইবার অপরাধীদের হাতে পৌঁছেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তাঁদের দাবি, না হলে নির্দিষ্ট একটি ব্যাঙ্কের গ্রাহকদেরই কেন বারবার একই কৌশলে ফোন করা হচ্ছে, তা তদন্ত করে দেখা দরকার। ঘটনার পর ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে মাত্র একদিন মাইকিং করে গ্রাহকদের সচেতন করা হয়েছে। পাশাপাশি অভিযোগ, টাকা গায়েব হওয়ার পর অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার অনুরোধ নিয়েও ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে গড়িমসির অভিযোগ তুলেছেন কয়েকজন গ্রাহক। যদিও ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং গ্রাহকদের তথ্য কীভাবে প্রতারকদের হাতে পৌঁছেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কাটোয়ার এসডিপিও কাশীনাথ মিস্ত্রী বলেন, পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৯৭-২৬, তারিখ ঃ ১৭.০৯.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (ইঞ্জি)/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নে বর্ণিত সাইডিং ও নানাবিধ কাজের জন্য ০১ (এক)টি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৯৭-২৬। কাজের বিবরণঃ** ডিইএন/ইস্ট/আদ্রা-র অধীনে বিভিন্ন স্টেশনে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং সহ অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুবিধাবলীর উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৯,৩৭,৮৭,১৫৪.৬৩ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **১৬.১০.২০২৬ বেলা ৩টা।** উপরোক্ত ই-টেন্ডার সম্পর্কে বিশদে জানতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **(PR-782)**

Government of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Balarampur Development Block
P.O.- Rangadih, Dist.- Purulia , Pin – 723143 (W.B.)
NOTICE INVITING QUOTATION

Notice inviting quotation office of the Block Development Officer, Balarampur Development Block, Dist: Purulia invites quotation the detailed in the following **NIQ No: 01/2026-27/BDO/BLR, 02/2026-27/BDO/BLR, 03/2026-27/BDO/BLR, 04/2026-27/BDO/BLR, 05/2026-27/BDO/BLR, 06/2026-27/BDO/BLR, 07/2026-27/BDO/BLR, 08/2026-27/BDO/BLR, 09/2026-27/BDO/BLR, 10/2026-27/BDO/BLR, 11/2026-27/BDO/BLR, 12/2026- 27/BDO/BLR, 13/2026-27/BDO/BLR, 14/2026-27/BDO/BLR, 15/2026-27/BDO/BLR, 16/2026-27/BDO/BLR, 17/2026-27/BDO/BLR, 18/2026-27/BDO/BLR, 19/2026-27/BDO/BLR, 20/2026-27/BDO/BLR, 21/2026-27/BDO/BLR, 22/2026-27/BDO/BLR, 23/2026-27/BDO/BLR, 24/2026-27/BDO/BLR, 25/2026-27/BDO/BLR, 26/2026-27/BDO/BLR, 27/2026-27/BDO/BLR, 28/2026-27/BDO/BLR, 29/2026-27/BDO/BLR, 30/2026-27/BDO/BLR, 31/2026-27/BDO/BLR, 32/2026-27/BDO/BLR, 33/2026-27/BDO/BLR, 34/2026-27/BDO/BLR, 35/2026-27/BDO/BLR**. Name of Fund: PBSSM. Last date : **23.09.2026 Upto 2 PM**. For more details please visit office of the undersigned before the last date.

Sd/-
Block Development Officer
Balarampur Development Block

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Corrigendum Notice
Ref: 1 DHLYN/R//03/2026-2027 SI no 1-26
Last date of Bid Submission and Bid opening has been changed as follows : - Last date of Bid Submission **24/09/2026 at 18:00 Hrs** instead of **18/09/2026 at 18:00 Hrs**
For farther details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.in**
Sd/-
Executive Officer
Dhuliyan Municipality

NORTH DUM DUM MUNICIPALITY
163, M.B.ROAD, BIRATI, KOLKATA - 700051
PHONE: (033) 2514-2101/2514-2494, FAX - (033) 2514-2990
Website: http://www.northdumdummunicipality.org
E-mail ID: northdumdum@gmail.com
Memo No. NDDM/PWD/4354 **Date: 17/09/26**
NOTICE INVITING e-TENDER
Please visit Municipal web site as stated above and WBTENDER e-portal for apply to the tender floated for Civil Works vide NIeT No. WBMAD/NDDM/PWD/NIeT-301/26-27 Dated: 17.09.2026.
Sd/-
Executive Officer
North Dum Dum Municipality

অনলাইন লটারি প্রতারণা, ডানকুনিতে গ্রেফতার ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ এআই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নকল তথ্য ও নথি তৈরি করে অনলাইন লটারির নামে প্রতারণার অভিযোগ। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশের অভিযানে ডানকুনির সূর্যসেন নগর এলাকা থেকে বিহারের পাঁচ যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে নালন্দা, গয়া ও শেখপুরা এলাকার বাসিন্দা রয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। চন্দননগর পুলিশের ডিসি ডিডি রূপান্তর সেনগুপ্ত শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, সাইবার অপরাধ দমনে হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত এলাকাগুলিতে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। এনসিআরপি পোর্টালে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই তদন্ত শুরু হয়। ডানকুনির এই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতারের পর এখনও পর্যন্ত মোট ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশের দাবি, ডানকুনিকে কেন্দ্র করে সক্রিয় এই প্রতারণা চক্রটি ফেসবুকে অনলাইন লটারির বিজ্ঞাপন দিত। সেই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতারিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের মোবাইল নম্বর-সহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হতো। এরপর সেই তথ্য দিয়ে তৈরি করা হতো একটি ডেটাবেস। তদন্তে উঠে এসেছে, লটারি জেতার ভুয়ো তথ্য এবং নকল নথি দেখিয়ে প্রথমে প্রতারিতদের বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা করা হতো। পুরস্কারের টাকা কবে পাওয়া যাবে, তা জানতে চাইলে কখনও জিএসটি, কখনও আয়কর, আবার কখনও অন্য কোনও কারণ দেখিয়ে টাকা দাবি করা হতো। এআই-এর সাহায্যে তৈরি করা বিভিন্ন নকল তথ্য ও নথিও ব্যবহার করা হয়েছে বলে পুলিশের দাবি।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৭.০৯.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং : টিএন-১৫৮-২৬-২৭। কাজের নাম :** সিনিয়র ডিইএন/৩/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রে কৃষ্ণনগর-লালগোলা শাখায় এয়ার পুশিং প্রযুক্ত ব্যবহার করে আরসিসি বক্স দ্বারা সীমিত উচ্চতার সাবওবে নির্মাণ করে লেভেল ক্রসিং গেট নং ৯৬ অপসারণ তৎসহ ছাদ আবৃত আরসিসি ইউ-ট্রাফ। **টেন্ডার মূল্য:** ৮,৮৮,০০,৭০৪.৮৭ টাকা। **ইএমডি:** ১৭,৭৬,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৩.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় :** ১৩.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে। (SDAH-226/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

লতাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে কোচ রেস্টুরেন্ট কার্যকরি করার হেতু লাইসেন্স

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের লতাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় কোচ রেস্টুরেন্ট কার্যকরি করার জন্যে লাইসেন্স। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপিএনএফআরআরসিআরএলটিজি২৬

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-এপিডিজে-এলটিজি-আরসিআর-২৭-২৬-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	সংলগ্ন স্কেচ প্ল্যান এবং ঠিকার বিশেষ শর্তাবলি অনুসারে লাইসেন্স ধারকের নিজ ব্যয়ের দ্বারা লতাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় স্থাপন এবং কার্যকরি করার জন্যে রেলওয়ে কোচে কোচ রেস্টুরেন্টের কার্যকরিকরণ

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-০৯-২০২৬ তারিখে **১২.০০** ঘন্টায় **এবং বন্ধ হবেঃ ১২.৩০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এন-২২০৬/৮৯/২০২২-এনআই (ই-২৩৫৪৮)
ভারত সরকার
সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয়
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ
❖❖❖
ষষ্ঠ তল, পণ্ডিত দীনদয়াল অন্ত্যোদয় ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স।
লোধি রোড, নয়াদিল্লি-১১০০০৩
তারিখঃ ২৫.০৮.২০২৬

ডিইপিডব্লুডি-এর আওতাধীন জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিচালক নিয়োগ

ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ' (ডিইপিডব্লুডি)-এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত নিম্নলিখিত পাঁচটি (০৫) জাতীয় প্রতিষ্ঠানে (স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা) পরিচালক পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছেঃ

(i) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেরাদুনঃ
(ii) একাধিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান। চেন্নাই।
(iii) স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় পুনর্বাসন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কটক (শূন্যপদ ০৪.১১.২০২৬ তারিখে সম্ভাব্য)ঃ
(iv) পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান। নয়াদিল্লি (শূন্যপদ ০১.১১.২০২৬ তারিখে সম্ভাব্য)ঃ
(v) চলন প্রতিবন্ধীদের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কলকাতা (শূন্যপদ ০১.১২.২০২৬ তারিখে সম্ভাব্য)ঃ

এই পদগুলি ডেপুটেশন/চুক্তির ভিত্তিতে পূরণ করা হবে ডেপুটেশনের ক্ষেত্রে পে ম্যাট্রিক্স-এর পে লেভেল ১৩ (₹১,২৩,১০০/- থেকে ₹২,১৫,৯০০/-) অনুযায়ী বেতন এবং চুক্তির ভিত্তিতে মাসিক ₹১,৭৫,০০০/-এর এককালীন পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে।
২. বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগের ওয়েবসাইটে **https://depwd.gov.in** এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এমপ্লয়মেন্ট নিউজ-এ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশের তারিখ থেকে ৪২ দিনের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।
ডিরেক্টর (এনআইএস)

cbc 38117/11/0013/2627

উপকারভোগীদের 'উদ্যম অ্যাসিস্ট প্ল্যাটফর্ম'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে

পিএম বিশ্বকর্মা, ঐতিহ্যবাহী কারিগর ও শিল্পীদের ক্ষমতায়ন

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার তিন বছর পূর্তি এগিয়ে আসার সাথে সাথে, ৩০ লক্ষ উপকারভোগী নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এই প্রকল্পটির অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, টুলকিট, ঋণ সহায়তা, ডিজিটাল ইনসেনটিভ এবং বাজার সংযোগের মতো সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উপকারভোগীদের 'উদ্যম অ্যাসিস্ট প্ল্যাটফর্ম'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এবং জেএম , ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনীর মতো বৃহত্তর বাজার মাধ্যমের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটি 'সম্মান, সামর্থ্য এবং সমৃদ্ধি'-র ভাবনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি এবং এটি ঐতিহ্যবাহী দক্ষতার, গুরু-শিষ্য পরম্পরা ও পারিবারিক অনুশীলনকে আরও শক্তিশালী করতে চায়।ঐতিহ্যবাহী কারিগর ও শিল্পীদের সহায়তা প্রদান ভারতের ঐতিহ্যবাহী কারিগর এবং শিল্পীরা দেশের স্থানীয় অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই পেশাগুলির অনেকগুলিই হস্তশিল্পের দক্ষতা, পারিবারিক জ্ঞান এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল। এই ধরনের কারিগর ও শিল্পীদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সহায়তা প্রদানের জন্য ২০২৩-এর ১৭ সেপ্টেম্বর 'পিএম বিশ্বকর্মা' যোজনা চালু করা হয়েছিল।পিএম বিশ্বকর্মা যোজনাটি সম্মান, সামর্থ্য এবং সমৃদ্ধি- এই তিনটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা ঐতিহ্যবাহী কারিগর ও শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা, সক্ষমতা এবং সমৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে। এই প্রকল্পটি গুরু-শিষ্য পরম্পরা বা সনাতন দক্ষতার পারিবারিক অনুশীলনকে শক্তিশালী ও প্রতিপালন করতে চায়।এই কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রীয় প্রকল্পটির জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৭-২৮ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ১৩,০০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ১৮টি ঐতিহ্যবাহী পেশাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো কারিগরদের পণ্য ও পরিষেবার গুণমান এবং পরিধি বৃদ্ধি করা এবং অভ্যন্তরীণ ও সার্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের সাথে তাদের একীকরণ সহজতর করা।এ বছর ১৭ সেপ্টেম্বর এই প্রকল্পটির তিন বছর পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে,

এর ৩০ লক্ষ উপকারভোগী নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে।প্রকল্পের কাঠামো এবং মূল উপাদানসমূহপিএম বিশ্বকর্মা যোজনাটি একটি কাঠামোর মধ্যে একাধিক ধরণের সহায়তা নিয়ে এসেছে। এর প্রধান উপাদানগুলি হলো স্বীকৃতি, দক্ষতা উন্নয়ন, টুলকিট ইনসেনটিভ, ঋণ সহায়তা, ডিজিটাল লেনদেনের জন্য ইনসেনটিভ এবং বিপণন সহায়তা।স্বীকৃতিনিবন্ধন এবং যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর, উপকারভোগীদের 'পিএম বিশ্বকর্মা শংসাপত্র' এবং আইডি কার্ডের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।দক্ষতা উন্নয়নদক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের আধুনিক যন্ত্রপাতি, সর্বোত্তম কার্যপদ্ধতি এবং উদ্ভাবনী ডিজাইনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের মধ্যে ডিজিটাল লেনদেন, বিপণন এবং উদ্যোক্তা বিষয়ক জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।বেসিক বা বুনিয়াদি বা মৌলিক প্রশিক্ষণ পাঁচ-সাতদিন ধরে চলে, যেখানে অ্যাডভান্সড বা উন্নত প্রশিক্ষণ ১৫ দিন বা তার বেশি সময়ের জন্য দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রতিদিন ৫০০ টাকা হারে স্টাইপেন্ড বা ভাতা পান।আধুনিক টুলকিট এই প্রকল্পের আওতায় যোগ্য উপকারভোগীদের ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের আধুনিক টুলকিটও প্রদান করা হয়।ঋণ সহায়তাআনুষ্ঠানিক ঋণের সহজলভ্যতা পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার একটি অন্যতম প্রধান অংশ। এই প্রকল্পের অধীনে জামানত-হীন এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট লোন বা ব্যবসা উন্নয়ন ঋণ হিসেবে দুটি কিস্তিতে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। প্রথম কিস্তিতে ১৮ মাসের মেয়াদে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। বুনিয়াদি বা বেসিক প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী উপকারভোগীরা এই প্রথম কিস্তির ঋণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হন। দ্বিতীয় কিস্তিতে ৩০ মাসের মেয়াদে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়।এই ঋণগুলি ৫ শতাংশের একটি নির্দিষ্ট রেয়াতি সুদের হারে প্রদান করা হয়, যেখানে সরকার ৮ শতাংশ পর্যন্ত সুদের ভর্তুকি বহন করে। দ্বিতীয় কিস্তির ঋণের যোগ্যতা প্রথম কিস্তির ঋণ পরিশোধ এবং ডিজিটাল লেনদেন গ্রহণ অথবা উন্নত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার সাথে যুক্ত।ডিজিটাল ও বিপণন সহায়তা পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি, ডিজিটাল ও বিপণন বা মার্কেটিং সহায়তাকেও একত্রিত করে। উপকারভোগীরা তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতিটি ডিজিটাল লেনদেনের (আদান বা প্রদান) জন্য ১ টাকা করে পেতে পারেন, যা প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ১০০টি পর্যন্ত যোগ্য লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিপণন সহায়তার মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য মেলা, প্রদর্শনী, ব্র্যান্ডিং এবং জেএম-এর মতো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা। এটি কারিগরদের আনুষ্ঠানিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি গ্রহণ করতে এবং আরও ব। বাজারে পৌঁছাতে উসাহিত করে।যোগ্যতা, নিবন্ধন এবং আনুষ্ঠানিকীকরণ যোগ্য আবেদনকারী ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী যে সমস্ত কারিগর ও শিল্পী ১৮টি বিজ্ঞাপিত পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী পেশার কোনো একটিতে নিজেদের হাত এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কাজ করেন, তাঁরা পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার জন্য আবেদন করতে পারবেন। তাঁদের স্ব-নিযুক্তি ভিত্তিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত হতে হবে।আবেদনকারীরা যেন গত পাঁচ বছরে স্ব-নিযুক্তি বা ব্যবসা উন্নয়নের জন্য অনুরূপ ঋণ-ভিত্তিক সরকারি কোনো প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ না করে থাকেন।নিবন্ধন এবং সুবিধাগুলি একটি পরিবারের কেবল একজন সদস্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে পরিবার বলতে স্বামী, স্ত্রী এবং অবিবাহিত সন্তানদের বোঝায়।সরকারি চাকুরিজীবী কোনো ব্যক্তি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য নন। মুদ্রা এবং পিএম স্বনিধি যোজনার যে সমস্ত উপকারভোগী তাঁদের ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন, তাঁরা পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার আওতায় যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।স্ব-নিযুক্ত কর্মী এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র কি?স্ব-নিযুক্ত কর্মী হলেন তিনি, যিনি কোনো নিয়োগকর্তার অধীনে কাজ করেন না বরং স্বাধীনভাবে কোনো পেশায় নিযুক্ত থাকেন। অসংগঠিত ক্ষেত্র বলতে মূলত আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ এবং সংগঠিত ক্ষেত্রের বাইরে থাকা শ্রমিক বা কর্মীদের বোঝায়। পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার আওতাভুক্ত পেশাসমূহ ছুতোর কাঠমিস্ত্রিনৌকা নির্মাতাঅস্ত্র নির্মাতা কামারধাতুশিল্পী লোহার মিস্ত্রিহাতুড়ি এবং টুলকিট নির্মাতা তালা চাবি মিস্ত্রিস্বর্ণকার সোনা কাটার মিস্ত্রিকুম্ভকার কুমারভাস্কর, পাথর খোদাইকারী পাথর ভাঙার কর্মীচর্মকার জুতো তৈরি ও মেরামতের কারিগররাজমিস্ত্রিঝুড়ি, মাদুর ও ঝাঁটা নির্মাতা নারকেলের ছোবড়া তাঁতিপুতুল ও খেলনা নির্মাতানাপিতমালাকর মালা তৈরি করেন যাঁরাধোপাদর্জিমাছ ধরার জাল নির্মাতানিবন্ধনআবেদনগুলি কেবলমাত্র কমন সার্ভিস সেন্টার -এর মাধ্যমে জমা দেওয়া যাবে।তিন-স্তরের যাচাইকরণ এবং অনুমোদন যাচাইকরণঃ গ্রাম পঞ্চায়েত বা পৌরসভাশহরের স্থানীয. সংস্থা স্তরে।পরীক্ষা ও সুপারিশ জেলা বাস্তবায়ন কমিটির দ্বারা। অনুমোদন স্ক্রিনিং কমিটির দ্বারা।পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার উপকারভোগীদের প্রথাগত এমএসএমই ব্যবস্থায. উদ্যোক্তা হিসাবে 'উদ্যম অ্যাসিস্ট প্ল্যাটফর্ম'-এও অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এটি তাঁদের জন্য প্রযোজ্য সরকারি সুবিধাগুলি পাওয়ার সুবিধা করে দেয়।উদ্যম অ্যাসিস্ট প্ল্যাটফর্মএটি অনানুষ্ঠানিক ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে নথিভুক্ত করার এবং তাদের একটি উদ্যম নিবন্ধন নম্বর ও শংসাপত্র প্রদান করার একটি অনলাইন ব্যবস্থা।পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার অগ্রগতিদক্ষতা উন্নয়ন এবং টুলকিট সহায়তাএ বছর ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, ২৪.৩৭ লক্ষেরও বেশি কারিগর বুনিয়াদি বা মৌলিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং ১৮.১৬ লক্ষেরও বেশি কারিগর টুলকিট লাভ করেছেন।

উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক, চালু করল নতুন ক্যাম্পেন 'স্মল অ্যাবাউট আস'

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ ২৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৮০০-রও বেশি শাখার মাধ্যমে ১ কোটিরও বেশি গ্রাহককে পরিষেবা দিয়ে আসা উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড (উজ্জীবন SFB) তাদের নতুন ব্র্যান্ড ক্যাম্পেন 'Nothing Small About Us'-এর সূচনা করল। এই ক্যাম্পেনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে থাকছেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত আর. মাধবন। এই ক্যাম্পেনের ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাস্টমার ইনসাইট- ' শব্দটি অনেক সময় এমন একটি ধারণা তৈরি করতে পারে যে, ব্যাঙ্ক মূলত ছোট অঙ্কের আর্থিক প্রয়োজন মেটায়, ব্যাঙ্কিং প্রোডাক্ট ও পরিষেবার পরিসর সীমিত, অথবা সংস্থাটির কার্যক্রমও তুলনামূলকভাবে ছোট পরিসরে পরিচালিত হয়। 'Nothing Small About Us' ক্যাম্পেনের মাধ্যমে এই ধারণা বদলে দিয়ে আজকের উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের ব্যাপ্তি, সক্ষমতা এবং পরিষেবার পরিসরকে তুলে ধরা হয়েছে। উজ্জীবন সেভিংস, ডিপোজিট, লেন্ডিং ও বিজনেস ব্যাঙ্কিং, ফরেক্স ও NRI পরিষেবা থেকে শুরু করে ইনভেস্টমেন্ট ও ওয়েলথ সলিউশন-ব্যাঙ্কিংয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রাহকদের জন্য অনেক রকমের পরিষেবা ও সমাধান প্রদান করে। গ্রাহকদের নানা ধরনের আর্থিক প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে উজ্জীবনের লোনের পরিসর ₹৬,০০০ থেকে ₹২৫০ কোটি পর্যন্ত।

পাকিস্তানের মসজিদে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ

১-র পাতার পর-জানিয়েছেন, এ পর্যন্ত ১৫ জনের দেহ হাসপাতালে আনা হয়েছে এবং ৫০ জনেরও বেশি গুরুতর আহত মানুষের চিকিৎসা চলছে। এই নারকীয় হামলার দায় স্বীকার করেছে 'উত্তেহাদ-উল-মুজাহিদিন পাকিস্তান' নামে একটি নবগঠিত জঙ্গি সংগঠন। বিগত ২০২৫ সালের এপ্রিলে হাফিজ গুল বাহাদুর গ্রুপ, হরকত ইনকিলাব-ই-ইসলামি ও লস্কর-ই-ইসলাম এক হয়ে এই জোট তৈরি করে। ঘটনার পর খাইবার পাখতুনখোয়া পুলিশ প্রধান জুলফিকার হামিদ পুরো ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন এবং আহতদের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে দেশের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি ও প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এই সন্ত্রাসী হামলার চরম নিন্দা জানিয়েছেন। দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় সন্ত্রাসবাদকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলার কঠোর বার্তা দিয়েছেন সরকারের শীর্ষনেতারা। বিগত কয়েক বছরে খাইবার পাখতুনখোয়া ও বালুচিস্তান অঞ্চলে লাগাতারভাবে বেড়েই চলেছে এই ধরণের উগ্রপন্থী হামলা।

প্রতীক ফ্রিজ হতেই মমতাকে

১-র পাতার পর-কিছুই ছিল না।'' প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত কোনও পক্ষই মূল দলের নাম এবং সংরক্ষিত 'জোড়া ফুল' প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না। জেনে রাখা দরকার, যদি কোনও স্বীকৃত রাজনৈতিক দল ভেঙে দুটি বা তার বেশি প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রতিটি গোষ্ঠীই নিজেদের আসল দল বলে দাবি করে, তখন নির্বাচন কমিশন বিষয়টি পর্যালোচনা করে। সমস্ত তথ্য পর্যবেক্ষণ করে উভয় পক্ষের প্রতিনিধি (ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তি)-দের বক্তব্য শুনে ও সব ঘটনা যাচাই করে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যেকোনও একটি গোষ্ঠীই সেই আসল স্বীকৃত রাজনৈতিক দল, অথবা কোনও গোষ্ঠীই সেই দল নয়-সেই সিদ্ধান্ত কমিশন নিতে পারে।

লড়াই থেকে নাম তুললেন মমতার

১-র পাতার পর-ঘোষণার পর থেকে সঞ্চিতা প্রচারেই নামেননি। হয়ত প্রতীক সংক্রান্ত জটিলতার কারণেই তাঁর এই নিষ্ক্রিয়তা ছিল। যদিও প্রতীক-ফয়সালার পর সঞ্চিতার ভূমিকায় স্পষ্ট, তাঁর ভিন্ন পরিকল্পনা ছিল। প্রতীক নিয়ে টানাপোড়েনের মাঝে বৃহস্পতিবার রাতে ময়দানে পিডব্লুডি টেন্টে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গোপনে বৈঠক সেরেছিলেন নন্দীগ্রামে মমতার মনোনীত প্রার্থী। এরপর শুক্রবার ঘাসফুল প্রতীক মমতা ও ঋতব্রত - দু'পক্ষের হাতছাড়া হতেই সঞ্চিতা স্বামী সত্যজিৎ প্রধানকে নিয়ে নবান্নে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেন। তারপরই হলদিয়ায় ফিরে মহকুমা দপ্তরের অফিসে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিলেন। কেন আচমকা লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালেন? এনিয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি তাঁর।

নন্দীগ্রামে কংগ্রেসকে

১-র পাতার পর-রাজনৈতিকভাবে সবসময় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও মর্যাদার লড়াই হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। অতীতে এই কেন্দ্র থেকেই রাজনৈতিক পালাবদলের সূত্রপাত হয়েছিল। তবে গত দু'টি নির্বাচনে এই কেন্দ্রটি ঘাসফুল শিবিরের হাতছাড়া হয় এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এখান থেকে জয়ী হন। পরবর্তী সময়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর, দুটি কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়েছিলেন। তবে পরবর্তীতে তিনি নিজের পুরনো গড় নন্দীগ্রাম ছেড়ে দেওয়ায় কেন্দ্রটি বিধায়কশূন্য হয়ে পড়ে এবং সেখানে উপনির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এবারের নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনকে ঘিরে প্রথম থেকেই রাজনৈতিক উত্তাপ ছিল তুঙ্গে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী শিবির অর্থাৎ 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস'-এর পক্ষ থেকেও এই আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন শনিবারের ঠিক আগে আগে ঘটে যায় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। মমতার শিবিরের নন্দীগ্রামের ঘোষিত প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে আচমকাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনের ঠিক আগে তৃণমূলপন্থী কোনও প্রার্থীর এমন বিরোধী শিবিরে গিয়ে সাক্ষাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে যায়। প্রাথমিক জল্পনা শুরু হয়েছিল যে, হয়তো আগামী লড়াইয়ের জন্য আশীর্বাদ নিতেই শুভেন্দুর কাছে গিয়েছিলেন ওই প্রার্থী। কিন্তু সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যায় আসল সমীকরণ। শুভেন্দুর সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই নিজের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নেন সঞ্চিতা প্রধান দে।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক রাজভাষা কীর্তি পুরস্কারে ভূষিত

ইন্ডিয়ান ব্যাংক রাজভাষা কীর্তি পুরস্কারে ভূষিত,নভি মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সর্বভারতীয় সরকারি ভাষা সম্মেলন এবং হিন্দি দিবস উদযাপনে সম্মানিত দেশের শীর্ষস্থানীয় সরকারি খাতের ব্যাংক, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সর্বভারতীয় সরকারি ভাষা সম্মেলন ২০২৬-এর হিন্দি দিবস অনুষ্ঠানে ২০২৫-২৬ সালের জন্য সরকারি ভাষা কীর্তি পুরস্কারের অধীনে দ্বিতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।'সরকারি ভাষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেরা পারফরম্যান্স'-এর জন্য ইন্ডিয়ান ব্যাংক টানা তৃতীয় বছরের জন্য এই পুরস্কার পেয়েছে। ইন্ডিয়ান ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শ্রী শিব বজরং সিং, ১৪.০৯.২০২৬ তারিখে নভি মুম্বাইয়ের সিডকো এক্সিবিশন সেন্টারে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী ষষ্ঠ সর্বভারতীয় সরকারি ভাষা সম্মেলনের প্রথম দিনে, হিন্দি দিবস উদযাপন-২০২৬ অনুষ্ঠানে, মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী বান্দি সঞ্জয় কুমার এবং সরকারি ভাষা বিভাগের সচিব বংশ্রী নিত্যান্দ্রাইয়ের সহায়তায় শ্রীমতী অংশুলি আর্যের মর্যাদাপূর্ণ উপস্থিতিতে এই পুরস্কারটি গ্রহণ করেন।এই অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়ান ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত কফি টেবিল বই ম্যায় দিল্লি হুঁ-এরও উদ্বোধন করা হয়।এই পুরস্কারটি ব্যাংকে সরকারি ভাষা নীতির সফল বাস্তবায়ন এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমে সরকারি ভাষা হিঃদ প্রযোগে ব্যাংকের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। ইন্ডিয়ান ব্যাংক সর্বদা গ্রাহকের ভাষায় গ্রাহক পরিষেবা এই চেতনায় দেশজুড়ে ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদানে নিবেদিত।সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে, অর্থাৎ ১৫.০৯.২০২৫ তারিখে, চেন্নাইনগর সরকারি ভাষা বাস্তবায়ন কমিটি (ব্যাংকভি.এস.)-এর আহ্বায়ক, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, কর্পোরেট অফিস, চেন্নাই-কে তাদের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় কেন্দ্রের সরকারি ভাষা নীতি বাস্তবায়নে অসামান্য পারদর্শিতার জন্য ' রাজভাষা সম্মান'-এর অধীনে ' বিভাগ' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৬-এর অধীনে স্বচ্ছ পাঠশালা - যুব ফর স্বচ্ছতা দিবস আয়োজন করল পূর্ব রেলওয়ে

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃদেশব্যাপী স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৬ অভিযানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে হাওড়া স্টেশন থেকে পূর্ব রেলওয়ে জুড়ে এই অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এবারের মূল ভাবনা ছিল স্বচ্ছতা মে সহভাগঃ স্বচ্ছ ভারত, বিকশিত ভারত। আজ, ১৮ সেপ্টেম্বর, পূর্ব রেলওয়ের চারটি ডিভিশন এবং তিনটি ওয়ার্কশপে স্বচ্ছ পাঠশালা - যুব ফর স্বচ্ছতা দিবস আয়োজন করা হয়। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা ও প্রদর্শনীমূলক অধিবেশন, স্বচ্ছতা জ্ঞান যাত্রা, স্বচ্ছতা এবং জল সঞ্চয় সংক্রান্ত সংলাপ, জল সংরক্ষণমূলক উদ্যোগ, সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবির, পথনাটিকা এবং বিদ্যালয়গুলিতে বিষযভিত্তিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা-সহ বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজিত হয়। আসানসোল ডিভিশনে আসানসোল এবং অণ্ডালের তিনটি রেলওয়ে স্কুলে স্বচ্ছ পাঠশালা কর্মসূচি আয়োজিত হয়। শিক্ষার্থী এবং ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস -এর সদস্যরা আসানসোল ও অণ্ডালের ট্রাফিক কলোনিগুলির মধ্য দিয়ে স্বচ্ছতা জ্ঞান যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন এবং বাসিন্দাদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেন। BSG সদস্যরা ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের কার্যালয় এবং আসানসোল স্টেশনে পরিবেশ সুরক্ষার উপর পথনাটিকাও পরিবেশন করেন। এনএইচএম আধিকারিকদের পরিচালনায় জল সঞ্চয় সংলাপ-এর মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি হয়। পাশাপাশি ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুল, আসানসোল, ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুল, অণ্ডাল এবং ইস্টার্ন রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, আসানসোলে বিতর্ক ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।শিয়ালদহ ডিভিশনে, ১৭ সেপ্টেম্বর শিয়ালদহে আধিকারিক এবং কর্মীদের মধ্যে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা শপথ পাঠ করানো হয়। শিয়ালদহ, সোদপুর, কলকাতা এবং নৈহাটি স্টেশনে যাত্রী ও স্কুল পড়ুয়াদের জন্য স্বাস্থ্যবিধি, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং উসস্থলে বর্জ্য পৃথকীকরণ বিষয়ে পথনাটিকা ও

সচেতনতামূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, ব্যারাকপুর, হাবড়া, মাঝেরহাট, কল্যাণী, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর সিটি জংশন স্টেশন এবং ঘোলেশাপুর কলোনিতে সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজিত হয়। এই কর্মসূচিগুলিতে যথাযথভাবে বর্জ্য ফেলা, বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং রেলওয়ে প্রাঙ্গণকে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। হাওড়া ডিভিশনে তাদের অধিক্ষেত্র জুড়ে একাধিক সচেতনতামূলক ও কল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। হাওড়া ওল্ড কমপ্লেক্সে আয়োজিত একটি পথনাটিকার মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতার প্রতি নাগরিকদের যৌথ দায়িত্বের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। হাওড়া, ব্যান্ডেল এবং রামপুরহাটে ডাস্টবিন সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজন করে দায়িত্বশীলভাবে বর্জ্য ফেলার বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়। বামনগাছি, আজিমগঞ্জ এবং ব্যান্ডেলে আয়োজিত সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পিপিই কিট ও সুরক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। এর মাধ্যমে স্যানিটেশন কর্মীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রতি ডিভিশনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। সাহেবগঞ্জে, ইস্টার্ন রেলওযে. হাই স্কুলের শিক্ষার্থীরা পরিচ্ছন্নতার শপথ গ্রহণ করে এবং স্কুলের প্রার্থনা সভায. কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে। এর মাধ্যমে দৈনঃদন স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতার বার্তা প্রচার করা হয। মালদায, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মালদা কোচিং ডিপো পরিদর্শন করে এবং বর্জ্য পুনর্ব্যবহার, বায়ো-টয়লেট এবং এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর কার্যপ্রণালী সম্পর্কে একটি সচেতনতামূলক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে রেলওয়ে পরিচালন ব্যবস্থায় স্যানিটেশন এবং দায়িত্বশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তারা বাস্তবভিত্তিক ধারণা লাভ করে। পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, স্বচ্ছ পাঠশালা - যুব ফর স্বচ্ছতা দিবস উদ্যোগের লক্ষ্য হল তরুণ প্রজন্মকে পরিচ্ছন্নতা এবং দায়িত্বশীল পরিবেশগত আচরণের সক্রিয.দূত হিসেবে যুক্ত করা। ইন্টার্যাক্টিভ কার্যক্রম, সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং ব্যবহারিক প্রদর্শনের মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ে শিক্ষার্থী ও বৃহত্তর সমাজকে টেকসই অভ্যাস গ্রহণ, সঠিকভাবে বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং পরিচ্ছন্ন রেলওয়ে প্রাঙ্গণ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলতে অবদান রাখার জন্য উৎসাহিত করছে।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ের তিনটি বিভাগে স্বচ্ছতাই সেবা-২০২৬ অভিযানটি আয়োজিত হচ্ছে

গোরখপুর, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশিকা অনুসারে, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর, গোরখপুর এবং তিনটি বিভাগে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত স্বচ্ছতাই সেবা-২০২৬ অভিযানটি আয়োজিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে উত্তর পূর্ব রেলওয়ের গোরখপুর অঞ্চলে পরিচ্ছন্নতায় অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছ ভারত - উন্নত ভারত এই থিমগুলির অধীনে পরিচ্ছন্নতা সচেতনতা এবং পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। রেলওয়ে স্কুলগুলিতে চিত্রাঙ্কন এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হযেছিল।এই অভিযানের অধীনে, গোরখপুরের তিনটি রেলওযে.স্কুলে চিত্রাঙ্কন এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল গার্লস ইন্টার কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল। ছাত্রছাত্রীরা পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং একটি স্বচ্ছ ভারত সম্পর্কে তাদের সৃজনশীল ধারণা ও চিন্তাভাবনা উপস্থাপন করে চিত্রাঙ্কন এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতায় উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল। ছাত্রছাত্রীদের প্রযুক্তিগত ও পরিবেশগত কার্যক্রম সম্পর্কেও তথ্য প্রদান করা হয়েছিল।এই পরিদর্শনের সময়, রেলওয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের গোরখপুরের নিউ কোচিং ডিপোতে একটি শিক্ষামূলক সফরে নিয়ে যাওয়া হয়। সফরের সময, একটি জল পুনর্ব্যবহার প্ল্যাঃটের মাধ্যমে ব্যবহৃত জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার করার প্রক্রিযা. সম্পর্কে তাদের জানানো হয। কোচ ধোযার প্ল্যান্টটিতে ট্রেনের কোচ পরিষ্কার ও ধোযার আধুনিক পদ্ধতিও প্রদর্শন করা হয। ছাত্রছাত্রীদের যাত্রীবাহী ট্রেনে ব্যবহৃত বাযো-টযলেট ট্যাঙ্কের কার্যকারিতা সম্পর্কেও জানানো হয.এবং জল সংরক্ষণ, স্যানিটেশন ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য রেলওয়ের প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবহিত করা হয়।গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের পুনর্ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য রেলওযে.কলোনিগুলিতে একটি বিশেষ সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান শুরু করা হযেছিল। এই অভিযানের অধীনে, অভাবীদের পুরনো বই, খেলনা এবং অব্যবহৃত পোশাক দান করতে জনগণকে উসাহিত করা হয। এই প্রচার অভিযানের সময.প্রচুর পরিমাণে পুরনো বই, খেলনা এবং পোশাকও সংগ্রহ করা হযেছিল।এই প্রেক্ষাপটে, রেলযাত্রী, জনসাধারণ এবং রেল কর্মচারীদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য গোরখপুর জংশন রেলওযে.স্টেশনে একটি পথনাটকের আয়োজন করা হয়েছিল।

রাহুল গান্ধিকে বেনজির তুলোধনা বিজেপি-র

১-র পাতার পর-ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং নির্বাচন কমিশনের মধ্যে আঁতাতের অভিযোগ তোলেন এবং। অতীতে ঘটা বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাঙনের ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করার তুলনা টানেন। তিনি বলেন, ''প্রথমে শিবসেনা, তারপর এনসিপি এবং এখন তৃণমূল কংগ্রেস- প্রতিবারই একই চিত্র দেখা গিয়েছে। বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন জোট বেঁধে কোনও দলকে ভাঙার কাজ করছে এবং এরপর সেই দলের নির্বাচনী প্রতীক কেড়ে নেওয়া হয়।'' লোকসভার বিরোধী দলনেতা যুক্তি দেন যে, জনগণের নির্বাচনী ইচ্ছার সুরক্ষা দেওয়াই নির্বাচন কমিশনের প্রধান সাংবিধানিক দায়িত্ব। অথচ যারা জনগণের রায়কে নস্যাৎ করছে, কমিশন সেইসব শক্তিকেই সক্রিয়ভাবে সহায়তা করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রত্যাশী প্রতিটি ভোটার ও রাজনৈতিক দলের জন্য এটা একটি যৌথ লড়াই- যা কেবল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনের গণ্ডি

মমতা পেলেন 'ফুটবল খেলোয়াড়', ঋতব্রতদের 'খাম'!

১-র পাতার পর-প্রার্থীরা নতুন প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেনঃ **৭০-রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্র (পশ্চিমবঙ্গ)।** অরূপ রায় অনুমোদিত প্রার্থী সফিউজ্জামান শেখ লড়াই করবেন 'ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস'-এর 'খাম' প্রতীকে। অন্য দিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমোদিত প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী লড়বেন 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস'-এর 'ফুটবল খেলোয়াড়' প্রতীকে। **২১০-নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র (পশ্চিমবঙ্গ)**ঃ 'ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস' (খাম)-এর হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছেন এহতেশামুল হক এবং 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' (ফুটবল খেলোয়াড়)-এর প্রার্থী হিসেবে লড়বেন সঞ্চিতা প্রধান (দে)। **৯-নগাঁও সংসদীয় কেন্দ্র (অসম)।** লোকসভা কেন্দ্রের এই উপনির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমোদিত প্রার্থী আব্দুল সালাম লড়াই করবেন 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস'-এর 'ফুটবল খেলোয়াড়' প্রতীকে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসারদের স্পষ্ট বার্তা দিয়ে কমিশন জানিয়েছে, ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩৬ ধারা মেনে অন্যান্য নিয়মাবলি পূরণ সাপেক্ষে প্রার্থীদের এই নতুন নাম ও প্রতীকের অধীনেই মনোনয়নপত্র

প্রকাশিত কলকাতা পুরসভার খসড়া আসন তালিকা!

১-র পাতার পর-এই সময়সীমার মধ্যে পাওয়া আপত্তি ও পরামর্শ যথাযথ ভাবে বিবেচনা করার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। আগামী কলকাতা পুরনিগম নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রকাশিত এই খসড়া তালিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কোন ওয়ার্ডে কোন শ্রেণির প্রার্থী সংরক্ষণের আওতায় পড়বেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে হিসাব-নিকাশ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আপাতত এটি চূড়ান্ত তালিকা নয়। আগামী দুই সপ্তাহে পাওয়া আপত্তি ও পরামর্শ পর্যালোচনার পর সংরক্ষণ সংক্রান্ত তালিকায় কোনও পরিবর্তন আসে কি না, এখন সেদিকেই নজর থাকবে।

NAME CHANGE

I, Pratikha Dutta (old name), S/O Sabyasachi Dutta, resident of Vill + PO : Barshal, PS: Rampurhat, Birbhum 731233 do hereby declare that I have changed my name from Pratikha Dutta (old name) to Pratiksha Dutta (correct name) and henceforth I shall be known as Pratiksha Dutta in all purpose, vide affidavit No 26836 sworn before the Ld Executive Magistrate at Rampurhat on 15.09.2026 Pratiksha Dutta and Pratikha Dutta both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ABUL HASAN GAZI S/o-Late Meher Ali Gazi Residing at Vill- Motiganj Sahapara,P.O- Bongaon,P.S- Bongaon, Dist- North 24 Parganas, Pin-743235,W.B, do hereby Solemnly affirm and declare my and my father's actual name ABUL HASAN GAZI(new Name) S/o Meher Ali Gazi(New Name) instead of MD. ABUL HOSHEN GAZI(old Name) S/o Md. Mahair Ali Gazi(old Name), Vide Affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Bongaon, North 24 Parganas. Date-16/09/26. ABUL HASAN GAZI S/o Meher Ali Gazi and MD. ABUL HOSHEN GAZI S/o Md. Mahair Ali Gazi all are same person.

সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি
শমুক কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড - (পরিশোধন প্রক্রিয়ায়)
(সিআইএনঃ U74140WB2003PTC096328)
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৫এ, পাম অ্যাভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৯
সিডি-এর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
(লিকুইডেটর কর্তৃক- সিএ মহেশ চন্দ গুপ্ত, ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল)

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ-এর ০৮.০৮.২০২৫ তারিখের আদেশবলে নিযুক্ত লিকুইডেটর-এর মাধ্যমে 'লিকুইডেশন এস্টেট'-এর অন্তর্ভুক্ত 'সিডিউ-র সম্পদ বিক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াটি আইবিসি ২০১৬-এর ধারা ৩৫(১)(ও)-এর সাথে পঠিতব্য আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬-এর প্রবিধান ৩২ ও ৩৩ এবং প্রবিধান ৩৩-এর অধীনস্থ তফসিল-১ অনুযায়ী পরিচালিত হবে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ-

স্বতন্ত্র ভিত্তিতে সিডি (CD)-র সম্পদ বিক্রয়

	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	ইএমডি পরিমাণ(টাকা)	দরবৃদ্ধি মূল্য (টাকা)
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত এবং আলিপুর ও শিয়ালদহের এ.ডি.এস.আর-এর এখতিয়ারভুক্ত-প্রগতি ময়দান থানা (পূর্বনাম তিলজলা) এলাকার মৌজা-ধাপা (জে.এল. নং ২, আর.এস. নং ২৩৬, পরগনা-মাগুরা, তৌজি নং ৪৬৮২)-তে অবস্থিত প্রায় ৪২.৪ ডেসিমেল (কম-বেশি) আয়তনের জমি যা আর.এস.এল.আর. দাগ নং ১০০২-এর অন্তর্ভুক্ত এবং পূর্বে আর.এস. খতিয়ান নং ২০৭ ও বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ২৭-এ নথিভুক্ত। উক্ত জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে লিকুইডেটর কর্তৃক কলকাতার আলিপুরে অবস্থিত ৩৪তম সিভিল জাজ (সিনিয়র ডিভিশন)-এর আদালতে দায়েরকৃত দেওয়ানি মামলা (রেজিস্ট্রেশন নং ৩৬৮২০২৬ দাবিকৃত অর্থ ৯৬ লক্ষ টাকা) থেকে উদ্ভূত আইনি দাবি বা 'অ্যাকশনেবল ক্লেইম'-ও এর অন্তর্ভুক্ত।	৪৫,০০,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা)	৪,৫০,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)	৫,০০০/- টাকা(পাঁচ হাজার টাকা)
সম্ভাব্য দরদাতার দ্বারা Baanknet পোর্টালে হলফনামা ও অঙ্গীকারনামা, আগ্রহের প্রকাশ, গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত অঙ্গীকারনামা, দরপত্র ফর্ম এবং দরপত্র ঘোষণা ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।	৪ঠা অক্টোবর ২০২৬		
নিলামভুক্ত সম্পদসমূহ পরিদর্শন ও যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের (due diligence) সুবিধার্থে সেগুলোর নাগাল পাওয়ার শেষ তারিখ।	২০-০৯-২০২৬ তারিখের সকাল ১০.৩০টা থেকে ০৫-১০-২০২৬ তারিখের বিকেল ৫.৩০টা পর্যন্ত		
সম্ভাব্য দরদাতাদের দ্বারা ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	৫ই অক্টোবর ২০২৬		
নিলামের তারিখ ও সময়	২০২৬ সালের ৮ই অক্টোবর দুপুর ২.০০টা থেকে বিকেল ৩.০০টা পর্যন্ত, সাথে রাত ৮.০০টা পর্যন্ত ৫ মিনিটের বর্ধিত সময়সীমা।		

(১) এই ই-নিলামটি যেমন আছে, যেখানে আছে (as is where is), যেমন আছে, যা আছে (as is what is), যা কিছু আছে (whatever there is) এবং কোনো প্রকার দাবি বা প্রতিকারের সুযোগ ব্যতিরেকে (without recourse basis) শর্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী baanknet@psballiance.com-এর মাধ্যমে https://ibbi.baanknet.com ওয়েব পোর্টালে অনলাইনে পরিচালিত হবে। ই-নিলাম প্রক্রিয়াসংক্রান্ত নথিপত্র-যার মধ্যে রয়েছে ই-নিলামের দর প্রস্তাবের ফর্ম (bid form), দরদাতার হলফনামা ও ঘোষণা এবং অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলি-সেগুলো https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আগ্রহী দরদাতারা ইলেকট্রনিক উপায়ে নিবন্ধন করতে, দর প্রস্তাব করতে এবং তাদের দর প্রস্তাবের নিশ্চিতকরণ বার্তা গ্রহণ করতে পারবেন। কোনো অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হলে, আবেদনকারীর পরিচয় উল্লেখপূর্বক cirp.shomukconsultancy@gmail.com ই-মেইল ঠিকানায় অনুরোধ পাঠানো যাবে।

স্বাক্ষর /-
মহেশ চাঁদ গুপ্ত
লিকুইডেটর- শোমুক কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
IBBI রেজিস্ট্রেশন নং ঃ IBBMPA-00111P-P01489/2018-2019112304AFA নং: AA1/12304/021300627/109025 (মেয়াদ ৩০-০৬-২০২৭ পর্যন্ত)
ঠিকানাঃ FE-২০২, সল্টলেক সিটি, সেক্টর-III, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০১০৬
ইমেল আইডিঃ cirp.shomukconsultancy@gmail.com

তারিখঃ ১৯-০৯-২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

পূর্ব রেলের কর্মচারীদের উদ্যোগে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে বিশ্বকর্মা পুজা উদ্‌যাপিত বিভিন্ন রেল প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ আজ বিভিন্ন কার্যালয়, কর্মশালা, রক্ষণাবেক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং রেলওয়ের অপারেশনাল ইউনিটগুলিতে পূর্ব রেলওয়ের কর্মচারীরা উৎসাহ ও ঐতিহ্যগত ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে বিশ্বকর্মা পুজা

উদযাপন করেন। রেলওয়ে পরিচালনা মূলত প্রকৌশলগত দক্ষতা, উন্নত প্রযুক্তি, শক্তিশালী পরিকাঠামো এবং নিখুঁত রক্ষণাবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বিশ্বকর্মা পুজা, যা ঐতিহ্যগতভাবে কারুশিল্প, প্রকৌশল এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত, রেলওয়ে কর্মীদের রেলওয়ের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপদ ও দক্ষ ট্রেন পরিচালনায় নিয়োজিত কারিগর, টেকনিশিয়ান, প্রকৌশলী, সুপারভাইজার এবং অন্যান্য কর্মচারীদের অবদানকে স্বীকার করার একটি সুযোগ করে দিয়েছে।

এই উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে, বিভিন্ন ইউনিটের কর্মচারীরা তাঁদের কর্মক্ষেত্র, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণ পরিষ্কার এবং সাজিয়ে তোলেন। এই উপলক্ষটি রেলওয়ে সম্পদের সঠিক পরিচর্যা, কর্মক্ষেত্রের পরিচ্ছন্নতা, নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ এবং একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা সংস্কৃতির গুরুত্বকেও তুলে ধরে। এবারের উদ্‌যাপন ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ হাওড়া স্টেশনে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে-র দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে সূচিত চলমান স্বচ্ছতা হি সেবা - ২০২৬ অভিযান আরও গতি পেয়েছে। উৎসবের এই দিনটিতে রেল প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিচালিত পরিচ্ছন্নতা ও পরিচর্যার কাজগুলি পরিচ্ছন্নতা, কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপত্তা এবং অপারেশনাল শ্রেষ্ঠত্বের ওপর পূর্ব রেলওয়ের অব্যাহত গুরুত্বকে আরও সুদৃঢ় করেছে। পূর্ব রেলওয়ে নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এর দক্ষ কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ, উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি জোরদার করা অব্যাহত রেখেছে। কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে এবং কর্মীদের উৎসাহিত করতে, পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে আজ বিভিন্ন রেলওয়ে কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন এবং উদযাপনের সময় কর্মচারীদের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি কর্মকর্তা, সুপারভাইজার এবং ফ্রন্টলাইন কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং রেলওয়ের নিরাপদ ও দক্ষ কার্যকারিতায় তাঁদের নিষ্ঠা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও অবদানের প্রশংসা করেন। এই উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, রেলওয়ে কর্মীদের কাছে বিশ্বকর্মা পুজার একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে কারণ এটি কারুশিল্প, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং আমাদের দৈনন্দিন কাজকে সহায়তা করে এমন সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে উদযাপন করে। পূর্ব রেলওয়ের জন্য, এই উপলক্ষটি প্রকৌশলগত উৎকর্ষ, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তার সঙ্গে কোনো আপস না করার মনোভাবের গুরুত্বকে পুনরায় দৃঢ় করার একটি সুযোগ। জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে আমাদের ফ্রন্টলাইন কর্মীদের এই মতবিনিময় তাঁদের নিষ্ঠার স্বীকৃতি এবং পেশাদারিত্ব, দায়িত্বশীলতা ও প্রতিশ্রুতির সঙ্গে যাত্রীদের সেবা চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি উৎসাহ। এই উদ্‌যাপন পূর্ব রেলওয়ের কর্মচারীদের মধ্যে টিমওয়ার্ক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মনোভাবকে ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং নির্ভরযোগ্য যাত্রী সেবার প্রতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতিকে পুনরায় নিশ্চিত করেছে।

'বিধায়কের নাম করে তোলাবাজি? ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে মারা হবে'-হুঁশিয়ারি মেমারীর বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেমারি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ বিধায়কের নাম করে তোলাবাজি করলে 'ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে মারা'র হুঁশিয়ারি দিলেন মেমারীর বিজেপি বিধায়ক মানব গুহ। বৃহস্পতিবার মেমারীর বামুনপাড়া মোড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে এই মন্তব্য করেন তিনি। বিধায়কের অভিযোগ, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরও মেমারীতে তোলাবাজির অভিযোগ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। এমনকি তাঁর নাম করে বিভিন্ন দোকানে গিয়ে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। মানবের দাবি, গত তিন-চার মাস ধরে তিনি তোলাবাজি বন্ধ করার বিষয়ে সতর্ক করে আসছেন। তাঁর অভিযোগ, কেউ দোকানে গিয়ে টাকা চাইছেন, আবার কেউ বিধায়কের নাম করে সাবমার্সিবল বসানো, জলের লাইন দেওয়া কিংবা বেআইনি নির্মাণের অনুমতি পাইয়ে দেওয়ার কথা বলছেন। মানবের দাবি, মেমারি পুরসভার অনুমতি ছাড়া কোনও নির্মাণকাজ করা যাবে না এবং বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তোলাবাজির সঙ্গে যুক্তদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়েও মন্তব্য করেন বিধায়ক। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের কিছু লোক ভোটের পরে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন এবং দলের কিছু নেতা-কর্মী তাঁদের আশ্রয় দিচ্ছেন। তবে অভিযুক্তরা কোন দলের, তা তাঁর কাছে মুখ্য নয় বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, 'এটা বন্ধ করতে হবে, এটাই আমার ইস্যু।'' এর পরেই আরও কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দেন মানব। তাঁর বক্তব্য, কেউ যদি পুরসভা বা পঞ্চায়েতে গিয়ে বিধায়কের নাম করে টাকা দাবি করেন, তাঁকে বেঁধে রেখে 'ট্রিটমেন্ট' দেওয়া হবে এবং তা মানুষের সামনে করা হবে। এই প্রসঙ্গেই 'ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে মারা'র মন্তব্য করেন তিনি। নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মানব দাবি করেন, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তোলাবাজদের বিরুদ্ধে এমন মন্তব্য করেছিলেন এবং তিনি সেই বক্তব্যই পুনরাবৃত্তি করেছেন। তবে নেহরুর ওই বক্তব্যের নির্দিষ্ট প্রামাণ্য সূত্র তিনি প্রকাশ্যে উল্লেখ করেননি। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর দুর্নীতি ও বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের কথা তুলে ধরে মেমারীতেও তোলাবাজি বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান বিধায়ক।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
দিবীনিতা মন্ডল
আমোক্তারনামা দাতাঃ **নন্দলাল ঘোষ, প্রদীপ ঘোষ, বিশ্বজিৎ ঘোষ, শ্যামল ঘোষ**
ঠিকানাঃ **পাণ্ডাপাড়া, ওয়ার্ড নং-১৪, জলপাইগুড়ি পৌরসভা, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **দিবীনিতা মন্ডল**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **977, 07/04/2026 1** নং বহি **0701- 2026, 28243- 28266** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-2527 Dt.:10/09/2026**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/8843**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা- খড়িয়া, সিট নং- 27, R.S. খতিয়ান -5758, L.R. খতিয়ান -1301, R.S. দাগ নং - 1878, L.R. দাগ নং - 1685, জমির পরিমান- 2 কাঠা বা বা 0.0330 ডেসিমেল (আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **দিবীনিতা মন্ডল**
পিতাঃ মৃত সুবল মন্ডল
ঠিকানাঃ জয়ন্তীপাড়া, ওয়ার্ড নং ১২, কোতয়ালী, জলপাইগুড়ি

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
কৃষ্ণ রায়, মোটাই রায়
আমোক্তারনামা দাতাঃ **সেমন্তী নিয়োগী**
ঠিকানাঃ **কামারপাড়া, জলপাইগুড়ি টাউন, কোতোয়ালী, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **কৃষ্ণ রায় ও মোটাই রায়**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **IV-63, 06/05/2014** নং বহি
__________ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-3245 Dt.:17/08/2015**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/8886, 8888**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা- খড়িয়া 27, R.S. খতিয়ান নং-17024, L.R. খতিয়ান নং-1343, R.S. দাগ নং - 1453, L.R. দাগ নং - 800, জমির পরিমান- 3.05 কাঠা বা 0.0505 ডেসিমেল (আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **কৃষ্ণ রায়**
পিতাঃ প্রবীন রায়
ঠিকানাঃ পাণ্ডাপাড়া, কালিবাড়ি, পোঃ- পাণ্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
পবিত্র দাস
আমোক্তারনামা দাতাঃ **নন্দলাল ঘোষ, প্রদীপ ঘোষ, বিশ্বজিৎ ঘোষ, শ্যামল ঘোষ**
ঠিকানাঃ **পাণ্ডাপাড়া, ওয়ার্ড নং-১৪, জলপাইগুড়ি পৌরসভা, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **পবিত্র দাস**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **977, 07/04/2026 1** নং বহি **0701- 2026, 28243- 28266** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-2214 Dt.:10/08/2026**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/8419**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা- খড়িয়া, সিট নং- 27, R.S. খতিয়ান -5758, L.R. খতিয়ান -1301, R.S. দাগ - 1878, L.R. দাগ - 1685, জমির পরিমান- 1629 Sqft. বা 0.0371 ডেসিমেল (আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **পবিত্র দাস**
পিতাঃ কান্তরল দাস
ঠিকানাঃ দাসপাড়া, কাদোবাড়ি হাট, কোতয়ালী, জলপাইগুড়ি

This advertisement is for information purpose only and neither constitutes an offer or an invitation or a recommendation to purchase , to hold or sell securities nor for publication , distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the Offer Document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated **September 08, 2026 (the "Letter of Offer" or "LOF")** filed with the BSE Limited ("**BSE**"), the National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**" and together with **BSE**, "**Stock Exchanges**") and with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") for information.

Please scan this QR code to view the Letter of Offer

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
Engineered with Excellence

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED

Century Extrusions Limited ("**Company**" or "**Issuer**") was incorporated as a public limited company under the Companies Act, 1956 and a certificate of incorporation dated February 02, 1988, was issued to our Company by the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta. Our Company received the certificate of commencement of business from the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta on April 01, 1990. For further details in relation to changes in the registered office of our Company, see "General Information" on page 48 of the Letter of Offer.

Registered Office: 113, Park Street, Second Floor, 'N' Block Kolkata- 700016
Corporate Office: Mohan Cooperative Industrial Est. JDKD Corporate Park, A-23, Main Mathura Rd, New Delhi-110044
Contact Person: Rajan Singh, Company Secretary and Compliance Officer
Contact No: (033) 22291012/1291 | **E-mail:** secretary@centuryextrusions.com
Website: www.centuryextrusions.com
Corporate Identity Number: L27203WB1988PLC043705

PROMOTERS OF OUR COMPANY: VIKRAM JHUNJHUNWALA, SITA DEVI JHUNJHUNWALA, SHIVANSHU JHUNJHUNWALA, MADHAB PRASAD JHUNJHUNWALA (HUF), MOULSHREE JHUNJHUNWALA

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF CENTURY EXTRUSIONS LIMITED ONLY

WE HEREBY CONFIRM THAT NONE OF OUR PROMOTERS OR DIRECTORS IS A WILFUL DEFAULTER AS ON DATE OF THE LETTER OF OFFER

ISSUE OF UP TO 3,00,00,000* PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1 EACH OF OUR COMPANY ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 15 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 14 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,500 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 3 (THREE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 8 (EIGHT) EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON SEPTEMBER 15, 2026 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 78 OF THE LETTER OF OFFER ("LOF").

Assuming full subscription in the Issue, subject to finalization of Basis of Allotment.

PAYMENT SCHEDULE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES

Due Date	Amount payable per Rights Equity Share*		
	Face value (₹)	Premium (₹)	Total (₹)
On Application	0.5	7.0	7.5
Not more than 2 (two) subsequent calls, with terms and conditions such as number of calls and the timing and quantum of each call as may be decided by our Board from time to time to be completed on or prior to January 31, 2027.	0.5	7.0	7.5
Total (₹)	1.00	14.00	15.00

* *For details on the payment method, please refer to the chapter titled "Terms of the Issue - Mode of payment" on page 93 of the Letter of Offer.*

ON APPLICATION, INVESTORS WILL HAVE TO PAY ₹ 7.50 PER RIGHTS EQUITY SHARE WHICH CONSTITUTES 50% OF THE ISSUE PRICE AND THE BALANCE ₹ 7.50 PER RIGHTS EQUITY SHARE WHICH CONSTITUTES 50% OF THE ISSUE PRICE, WILL HAVE TO BE PAID, IN NOT MORE THAN TWO SUBSEQUENT CALLS AS DETERMINED BY OUR BOARD. FOR DETAILS REFER "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 78 OF THE LETTER OF OFFER.

ISSUE SCHEDULE#

ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR ON-MARKET RENUNCIATION*	ISSUE CLOSES ON#
WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026	THURSDAY, OCTOBER 08, 2026	WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026

* *Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.*

\# *Our Board will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time, provided that this Issue will not remain open in excess of 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date) or such other time as may be permitted as per applicable law. Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.*

BUSINESS SUMMARY

Our Company is a pure play aluminium extrusions manufacturing Company. We manufacture Aluminium Extruded profiles mainly for Original Equipment manufacturer (OEM), used for varied applications. Our Company's range of aluminium extrusions of various gauges and sizes are widely used in commercial, industrial and domestic applications.

PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS ENTITLEMENTS WILL BE TRADED ONLY ON BSE AND NSE

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!! *Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details read section on ASBA below

PROCEDURE FOR APPLICATION

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI ICDR Master Circular and ASBA Circulars, all Investors desiring to make an application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details refer to "*Terms of the Issue - Procedure for Application*" on page 80 of the LOF.

Making of an Application through the ASBA process

Shareholders, wishing to participate in this Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with SCSBs, prior to making the Application. Shareholders desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online / electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Shareholders should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application.

For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to **https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=34**

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of SEBI Circular No. CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012 within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI Circular CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSBs should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making Application in the Issue and clear demarcated funds should be available in such account for Applications.

Our Company and the Registrar shall not take any responsibility for acts, mistakes, errors, omissions and commissions etc., in relation to Applications accepted by SCSBs, Applications uploaded by SCSBs, Applications accepted but not uploaded by SCSBs or Applications accepted and uploaded without blocking funds in the ASBA Accounts.

Investors applying through the ASBA facility should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through the ASBA process.

Making of an Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as at Record Date and desirous of subscribing to Rights Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date.

PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE, SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM

ALLOTMENT OF RIGHT EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM

Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in the account of the IEPF authority; or (b) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or the Equity Shares which are lying in the unclaimed suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI LODR Regulations) or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (c) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (d) credit of the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (e) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings, if any; or (f) non-institutional equity shareholders in the United States. Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in dematerialized form and to the same depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date. For details, see "*ALLOMENT ADVICE OR REFUND*" on page 98 of the letter of offer.

DISPATCH AND AVAILIABILITY OF ISSUE MATERIALS

In accordance with the SEBI ICDR Regulations, the Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent/dispatched only to the Eligible Equity Shareholders who have provided Indian address. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent solely to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

The dispatch of the Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter along with the Application Form has been completed on **September 17, 2026** by Registrar to the Issue, **i.e., MUFG Intime India Private Limited,** to all the Eligible Equity Shareholders of the Company, whose names appeared in the Register of Members/Beneficial Owners of the Company as on the Record date, **i.e., Tuesday, September 15, 2026**, in electronic form through e-mail on **September 17, 2026**, to the equity shareholders who have registered email-id and physically through speed/registered post on **September 17, 2026.**

Investors can access the Letter of Offer, and the Application Form (provided the Eligible Equity Shareholders is eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable laws) on the websites of

(i) Our Company's website at https://www.centuryextrusions.com/;
(ii) Registrar to the Issue's website at https://web.in.mpms.mufg.com/rightsoffers/rightsissues-Knowyourapplication.aspx;
(iii) the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com

Eligible Equity Shareholders can obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar to the Issue at https://web.in.mpms.mufg.com/rightsoffers/rightsissues-Knowyourapplication.aspx; by entering their DP-ID and Client-ID and PAN.

Further, our Company will undertake all adequate steps to reach out the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian address through other means, as may be feasible.

CENTRES OTHER THAN THE REGISTERED OFFICE OF THE ISSUER FOR OBTAINING DUPLICATE COPIES OF THE APPLICATION FORM

In case the Shareholders or the persons entitled to receive the Rights Entitlements do not receive the Application Form within a reasonable time after the opening of the Rights Issue, they may obtain duplicate copies of the Application Form from the Registrar to the Issue at the following address:

MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
(Formerly, Link Intime India Private Limited)
Registered Office: C-101, 1st Floor, Embassy 247,
Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra, India, 400083
Tel: +91 810 811 4949
E-mail: centuryextrusions.rights@in.mpms.mufg.com
Investor grievance E-mail: centuryextrusions.rights@in.mpms.mufg.com
Website: www.in.mpms.mufg.com
Contact Person: Shanti Gopalkrishnan
SEBI Registration No: INR000004058

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS

Pursuant to the provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Master Circular and in terms of the Letter of Offer, the Rights Entitlements shall be credited in the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders before the Issue Opening Date i.e, **Thursday, September 17, 2026** only in dematerialised form under the **ISIN: INE281A20018.** The said ISIN shall remain frozen (for debit) until the Issue Opening Date.

Further, if no Application is made by the Eligible Equity Shareholders of Rights Entitlements on or before Issue Closing Date, such Rights Entitlements shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date. No Rights Equity Shares for such lapsed Rights Entitlements will be credited, even if such Rights Entitlements were purchased from market and purchaser will lose the premium paid to acquire the Rights Entitlements. Persons who are credited the Rights Entitlements are required to make an application to apply for Rights Equity Shares offered under Rights Issue under the Issue. For further details of credit of the Rights Entitlements see "*Terms of the Issue - Credit of Rights Entitlements in Demat Accounts of Eligible Equity Shareholders*" on page 90 of the Letter of Offer.

Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on the Record Date i.e. **Tuesday, September 15, 2026**, are requested to provide relevant details (such as copies of self-attested PAN and details of address proof by way of uploading on Registrar website the records confirming the legal and beneficial ownership of their respective Equity Shares) not later than two Working Days prior to the Issue Closing Date **i.e., Friday, October 09, 2026** in order to be eligible to apply for this Issue. Such Eligible Equity Shareholders are also requested to ensure that their demat account, details of which have been provided to the Company or the Registrar account is active to facilitate the aforementioned transfer.

PLEASE NOTE THAT CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN THE DEMAT ACCOUNT DOES NOT, PER SE, ENTITLE INVESTORS TO THE RIGHTS EQUITY SHARES AND INVESTORS HAVE TO SUBMIT APPLICATION FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES ON OR BEFORE THE ISSUE CLOSING DATE AND MAKE PAYMENT OF THE APPLICATION MONEY. FOR DETAILS, PLEASE SEE THE SECTION ENTITLED "*TERMS OF THE ISSUE - PROCEDURE FOR APPLICATION*" ON PAGE 80 OF THE LETTER OF OFFER.

Applications on Plain Paper under ASBA process: An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to the Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form and only such plain paper applications which provide all the details required in terms of Regulation 78 of SEBI ICDR Regulations shall be accepted by SCSBs. In such cases of non-receipt of the Application Form through physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an application to subscribe to the Issue on plain paper with the same details as per the application Form that is available on the website of the Registrar, the Stock Exchanges and the Company.

An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently. The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

1. Name of our Company, being Century Extrusions Limited;
2. Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
3. Folio number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date)/DP and Client ID;
4. Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to the Issue;
5. Number of Equity Shares held as on Record Date;
6. Allotment option - only dematerialised form;
7. Number of Rights Equity Shares entitled to;
8. Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlements;
9. Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for);
10. Total number of Rights Equity Shares applied for;
11. Total amount paid at the rate of ₹15 per Rights Equity Share and ₹7.5 per Rights Equity Share to be paid on Application and ₹7.5 per Rights Equity Share in not more than two subsequent calls;
12. Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB;
13. In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE / FCNR/ NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained;
14. Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;
15. Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB);
16. An approval obtained from any regulatory authority, if required, shall be obtained by the Eligible Equity Shareholders and a copy of such approval from any regulatory authority, as may be required, shall be sent to the Registrar at centuryextrusions.rights@in.mpms.mufg.com; and
17. All such Eligible Equity Shareholders shall be deemed to have made the representations, warranties and agreements set forth in "*Restrictions on Foreign Ownership of Indian Securities*" on page 104, of the Letter of Offer and shall include the following :

"I/We understand that neither the Rights Entitlements nor the Rights Equity Shares have been and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") and may not be offered or sold except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act. I/We understand that accordingly, the Rights Equity Shares are only being offered and sold in "offshore transactions" as defined in, and in reliance on, Regulation S under the U.S. Securities Act to eligible Equity shareholders, located in jurisdictions where such offer and sale is permitted under the laws of such jurisdiction."

"I/we understand that the Issue is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlements in the United States."

"I/we confirm that I am/we are (a) not in the United States and eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable securities laws, (b) complying with laws of jurisdictions applicable to such person in connection with the Issue, and (c) understand that neither the Company, nor the Registrar to the Issue or any other person acting on behalf of the Company will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who the Company, the Registrar to the Issue or any other person acting on behalf of the Company have reason to believe is in the United States or is outside of India and ineligible to participate in this Issue under the securities laws of their jurisdiction."

"I/We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Rights Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation. I/We satisfy, and each account for which I/we are acting satisfies, (a) all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of my/our residence, and (b) is eligible to subscribe and is subscribing for the Rights Equity Shares and Rights Entitlements in compliance with applicable securities and other laws of our jurisdiction of residence."

"I/We understand and agree that the Rights Entitlements and Rights Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in "offshore transactions" as defined in, and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act, or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act."

"I/We hereby also make the representations, warranties, acknowledgments and agreements set forth in the section of the Letter of Offer titled "Restrictions on Purchases and Resales" on page 105 of the Letter of Offer."

In cases where Multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, as applicable, including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected at the option of the issuer.

Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an application being rejected, with our Company and the Registrar not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar at https://web.in.mpms.mufg.com/rightsoffers/rightsissues-Knowyourapplication.aspx;

Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by the SCSB or funds are not blocked in the Investors' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

Our Company accept no responsibility to bear or pay any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage), and such costs will be incurred solely by the Investors.

a) On Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by trading / selling them on the secondary market platform of the Stock Exchanges through a registered stock-broker in the same manner as the existing Equity Shares.

In this regard, in terms of provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars, the Rights Entitlements credited to the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders shall be admitted for trading on the Stock Exchanges under ISIN: INE281A20018 subject to requisite approvals. Prior to the Issue Opening Date, our Company will obtain the approval from the Stock Exchanges for trading of Rights Entitlements. No assurance can be given regarding the active or sustained On Market Renunciation or the price at which the Rights Entitlements will trade. The details for trading in Rights Entitlements will be as specified by the Stock Exchanges from time to time. The Rights Entitlements are tradable in dematerialised form only. The market lot for trading of Rights Entitlements is 1 (one) Rights Entitlements.

The On Market Renunciation shall take place only during the Renunciation Period for On Market Renunciation, i.e., **from Wednesday, September 23, 2026 to Thursday, October 08, 2026 (both days inclusive).**

The shareholders holding the Rights Entitlements who desire to sell their Rights Entitlements will have to do so through their registered stockbrokers by quoting the ISIN: INE281A20018 and indicating the details of the Rights Entitlements they intend to trade. The Investors can place order for sale of Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The On Market Renunciation shall take place electronically on secondary market platform of BSE and NSE under automatic order matching mechanism and on 'T+2 rolling settlement basis', where 'T' refers to the date of trading.

b) Off Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by way of an off-market transfer through a depository participant. The Rights Entitlements can be transferred in dematerialised form only.

Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date to enable Renouncees to subscribe to the Rights Equity Shares in the Issue.

The Investors holding the Rights Entitlements who desire to transfer their Rights Entitlements will have to do so through their depository participant by issuing a delivery instruction slip quoting the ISIN: INE281A20018, the details of the buyer and the details of the Rights Entitlements they intend to transfer. The buyer of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt instruction slip to their depository participant. The Investors can transfer Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The instructions for transfer of Rights Entitlements can be issued during the working hours of the depository participants. The detailed rules for transfer of Rights Entitlements through off-market transfer shall be as specified by the NSDL and CDSL from time to time.

LAST DATE FOR APPLICATION: The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is **Wednesday, October 14, 2026, i.e., Issue Closing Date.** Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, **subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).**

If the Application together with the amount payable is either (i) not blocked with an SCSB; or (ii) not received by the Bankers to the Issue or the Registrar on or before the close of banking hours on the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as provided under "Terms of the Issue - Basis of Allotment" on page 98 of the Letter of Offer.

Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

SPECIFIC INVESTOR: The Company confirms that no specific investor(s) have been recognised for the purpose of allotment in the under-subscribed portion and Promoters have confirmed that they will not be renouncing in favour of any specific investor(s).

LISTING: The existing Equity Shares of our Company are listed on the Stock Exchanges under ISIN INE281A01026. Our Company has received 'in-principle' approval from the BSE and NSE for listing the Rights Equity Shares to be allotted pursuant to the Issue through their letters dated each August 05, 2026. Upon receipt of such listing and trading approvals, the Rights Equity Shares shall be debited from the temporary ISIN IN8281A01025 and credited to the existing ISIN as partly paid-up equity share of our company.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE):

It is to be distinctly understood that the permission given by the Exchange should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited. Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 75 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE:

It is to be distinctly understood that the permission given by the Exchange should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE Limited. Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of NSE" beginning on page 75 of the LOF.

BANKER TO THE ISSUE AND REFUND BANK: ICICI Bank Limited

MONITORING AGENCY: Brickwork Ratings India Private Limited

The Investors can visit following links for the below-mentioned purposes:

a. Frequently asked questions and online/ electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Investors: www.in.mpms.mufg.com;
b. Updation of Indian address/ email address/ mobile number can be sent to Registrar of the Issue or our Company at email id www.in.mpms.mufg.com;
c. Updation of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form: www.in.mpms.mufg.com;
d. Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non- resident Eligible Equity Shareholders at www.in.mpms.mufg.com.

COMPANY	REGISTRAR TO THE ISSUE
CENTURY EXTRUSIONS LIMITED *Engineered with Excellence*	MUFG
CENTURY EXTRUSIONS LIMITED **Registered Office:** 113, Park Street, Second Floor, 'N' Block Kolkata- 700016 **Corporate Office:** Mohan Cooperative Industrial Est. JDKD Corporate Park, A-23, Main Mathura Rd, New Delhi-110044 **Contact Person:** Rajan Singh, Company Secretary and Compliance Officer **Contact No:** (033) 22291012/1291 **E-mail:** secretary@centuryextrusions.com **Website:** www.centuryextrusions.com **Corporate Identity Number:** L27203WB1988PLC043705	**MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED** **(Formerly, Link Intime India Private Limited)** **Registered Office:** C-101, 1st Floor, Embassy 247, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra, India, 400083 **Tel:** +91 810 811 4949 **E-mail:** centuryextrusions.rights@in.mpms.mufg.com **Investor grievance E-mail:** centuryextrusions.rights@in.mpms.mufg.com **Website:** www.in.mpms.mufg.com **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration No:** INR000004058

Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post- Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Forms, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" beginning on page 78 of the Letter of Offer.

For Century Extrusions Limited
Sd/-
Rajan Singh
Company Secretary & Compliance Officer

Date : September 18, 2026
Place : Kolkata

Disclaimer: *Our Company is proposing, subject to market conditions and other considerations, to make a rights issue of its equity shares, and has filed a Letter of Offer dated September 08, 2026 with the Stock Exchanges. The Letter of Offer is available on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at* ***www.bseindia.com*** *and National Stock Exchange of India Limited at* ***www.nseindia.com****, Company at* ***www.centuryextrusions.com****, website of the Registrar at* ***www.in.mpms.mufg.com****. Potential Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section titled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Letter of Offer for details of the same. Potential Investors should not rely on the Letter of Offer for any Investment decision.*

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The LOF does not constitute an offer to sell or an invitation to subscribe to the securities offered in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make an offer or invitation in such jurisdiction. The Rights Entitlements and Rights Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the Securities Act or any state securities laws in the United States, and unless so registered may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, such Rights Entitlements and Rights Equity Shares are being offered and sold (i) outside of the United States in offshore transactions in reliance upon Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur; and (ii) in the United States to "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act) in transactions exempt from the registration requirements, under Section 4(a) of the Securities Act.

এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কাদের হাতে থাকবে জাতীয় পতাকা?

সংবাদ সংস্থা, আইচি-নাগোয়া, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবেন অলিম্পিক্স ও এশিয়াডের দুই পদকজয়ী চ্যাম্পিয়ন। ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের জাতীয় পতাকা বইবেন মনু ভাকের এবং তেজিন্দরপাল সিং তুর। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার জাপানের আইচি-নাগোয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে মহাদেশীয় ক্রীড়া উৎসব। আজ, শুক্রবার, এই দুই তারকার নাম সরকারিভাবে চূড়ান্ত হয়েছে। ভারতীয় দলের শেফ দে মিশন সহদেব যাদব মনুর নাম ঘোষণা করেন। অন্যদিকে অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া তেজিন্দরপালের নাম নিশ্চিত করেছে। প্যারিস অলিম্পিক্সে ইতিহাস গড়েছিলেন মনু ভাকের। প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রীড়াবিদ হিসেবে এক আসরে দুটি পদক জিতে নেন তিনি। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ জয়। এরপর সরবজ্যো সিংয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে মিক্সড টিম ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টেও ব্রোঞ্জ জেতেন এই শ্যুটার। এবার এশিয়াডেও দেশের অন্যতম বড় পদকের দাবিদার। অন্যদিকে তেজিন্দরপাল সিং তুর গত দুটি এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছেন। ২০১৮ সালে জাকার্তায় শট পুটে চ্যাম্পিয়ন। এরপর ২০২৩ সালে হাংঝৌতে ২০.৩৬ মিটার থ্রো করে নিজের খেতাব ধরে রাখেন। আইচি-নাগোয়ায় টানা তৃতীয়বার সোনা জয়ের লক্ষ্যে ট্র্যাকে নামবেন

৩১ বছর বয়সি অ্যাথলিট। এবারের এশিয়াডে দেশের মোট ৪৯২ জন ক্রীড়াবিদের বিশাল দল অংশ নিচ্ছে। হাংঝৌতে ১০৭টি পদক জিতে রেকর্ড গড়েছিল ভারত। এবার সেই সাফল্য ছাপিয়ে যাওয়াই মূল লক্ষ্য। পদক জয়ের ক্ষেত্রে মনু এবং তেজিন্দরপাল দুজনের উপর বিপুল আশা। যদিও গেমস শুরুর আগে বড় ধাক্কা খেয়েছে ভারতীয় শিবির। প্রশিক্ষণের সময় গোড়ালির লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় নাম প্রত্যাহার করে নেন জ্যাভলিন তারকা নীরজ চোপড়া। তাঁর ২০২৬ মরসুম আকস্মিকভাবেই শেষ হয়ে গিয়েছে। শনিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হলেও, কয়েকটি স্পোর্টিং ডিসিপ্লিনের খেলা ইতিমধ্যে গড়াতে শুরু করেছে। টেকবল প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন কুইমসি জোয়াকিম ডি'সুজা। আর মাত্র একটি ম্যাচ জিতলেই এই খেলায় ভারতের প্রথম এশিয়ান গেমসের পদক নিশ্চিত করবেন তিনি। পাশাপাশি মহিলা ক্রিকেট দল দুরন্ত ছন্দে শুরু করেছে অভিযান। কোয়ার্টার ফাইনালে আয়োজক জাপানের মুখোমুখি হয় ভারত। বোলারদের নিখুঁত নিশানার সামনে মাত্র ৫৭ রানে গুটিয়ে যায় জাপানিদের ইনিংস। সেমিফাইনালে ওঠার রাস্তা একপ্রকার পরিষ্কার করে ফেলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। শুক্রবার প্রথাগতভাবে গেমসের ভিলেজে পতাকা উত্তোলন পর্ব আয়োজিত হলেও লজিস্টিক সমস্যার কারণে অনুষ্ঠান বেশ কিছুটা দেরিতে শুরু হয়। ভারতীয় দল সাময়িক অসুবিধার মুখে পড়ে। এখন সবার নজর শনিবারের মেগা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিকে। যেখানে জাতীয় পতাকা হাতে ভারতীয় দলের মুখ হয়ে উঠবেন মনু ও তেজিন্দরপাল। অলিম্পিক্সের পর মনুর কেরিয়ারে এটি আরও একটি বড় মাইলফলক। আর তুরের সামনে হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে আত্মবিশ্বাসী পা ফেলার সুযোগ।

জাপানকে দাঁড়াতেই দিল না ভারত

মাত্র ৫ ওভারেই এশিয়াডের সেমিফাইনালে হরমনপ্রীতরা

সংবাদ সংস্থা, নিশিন-আইচি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়ান গেমসের খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে আত্মবিশ্বাসী শুরু। কোয়ার্টার ফাইনালে আয়োজক জাপানকে আক্ষরিক অর্থেই উড়িয়ে দিল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। শুক্রবার কোরোগি স্পোর্টস পার্কে মাত্র ৫ ওভারে ৮ উইকেট হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করেন হরমনপ্রীত কৌররা। প্রথমে বল হাতে ভেল্কি শ্রী চরণি এবং শেফালি বর্মার। এরপর ব্যাট হাতে জাপানি বোলারদের শাসন করেন শেফালি। এই দাপুটে জয়ের ফলে সোজা সেমিফাইনালে পা রাখল ভারত। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই প্রথম ভারতের মুখোমুখি হয় জাপান। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বেশ সতর্ক শুরু করেছিল আয়োজকরা। উদ্বোধনী জুটিতে মাই ইয়ানাগিদা এবং হারুনা ইওয়াসাকি বুঝেশুনে খেলছিলেন। পাওয়ার প্লে-র ছ'ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে ২৪ রান তোলে তারা। কিন্তু সপ্তম ওভারে বল হাতে জাদু দেখান শ্রী চরণি। তাঁর বাঁ-হাতি স্পিনের ঘূর্ণিতে খেই হারায় জাপানের ব্যাটিং লাইনআপ। প্রথম ওভারে ৯ রান দিলেও পরের তিন ওভারে মাত্র এক রান খরচ করে তুলে নেন চার উইকেট। ১০ রানের মাথায় ইওয়াসাকিকে ফেরান। এরপর খাতা

খোলার আগেই সাজঘরে অধিনায়ক ইয়ানাগিদা। আয়ুকা কাটো-স্টাফোর্ড ৪৭ বলে ২৫ রান করে কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু শেফালির বলে তিনি ক্যাচ দিয়ে ফিরতেই জাপানের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। চরণি তাঁর চার ওভারে মাত্র ১০ রান দিয়ে চার উইকেট ছিনিয়ে নেন। বল হাতে ভেল্কি দেখান শেফালিও। চার ওভারে ১৩ রান দিয়ে তাঁর শিকার দুই উইকেট। চোট সারিয়ে ফেরা শ্রেয়াঙ্কা পাটিল তিন ওভারে মাত্র ৭ রান খরচ করেন। ভারতীয় বোলারদের দাপটে ১৯.৫ ওভারে মাত্র ৫৭ রানে গুটিয়ে যায় জাপান। মাত্র ৫৮ রানের সহজ লক্ষ্য। সেই রান তা৷া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ধরা দেয় ভারত। প্রথম ওভারেই অহল্যা চান্ডেলকে চারটে বাউন্ডারি মারেন শেফালি। এক ওভারেই ওঠে ১৭ রান। তবে দ্বিতীয় ওভারে নোনোহা ইয়াসুমোতোর বলে খাতা না খুলে আউট হন ওপেন করতে নামা গুনালান কমলিনী। তিন নম্বরে নেমে ভারতী ফুলমালিও বেশিক্ষণ টিকতে ব্যর্থ। সাত বলে ছয় রান করে কাটো-স্টাফোর্ডের শিকার হন তিনি। পর পর দুই উইকেট পড়লেও ভারতের রান তোলার গতি একটুও কমেনি। ক্রিজের অন্য প্রান্তে রীতিমতো ঝড় তোলেন শেফালি। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন রিচা ঘোষ। মাত্র ৫ বলে ১৩ রান করে অপরাজিত থাকেন রিচা। অন্যদিকে ১৫ বলে ৪০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে অপরাজিত শেফালি। তাঁর ইনিংসে সাজানো ছিল চারটি বাউন্ডারি ও দুটি ছক্কা। কাটো-স্টাফোর্ডকে ছক্কা মেরেই দলের জয় নিশ্চিত করেন তিনি। মাত্র ৫ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় ভারত। এই দাপুটে জয়ের ফলে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে হরমন বাহিনী। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের লক্ষ্য এবার সোনা ধরে রাখা। সেই পথে পরবর্তী বাধা বাংলাদেশ। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর সেমিফাইনালে পড়শি দেশের মুখোমুখি হবে ভারত। সেখানে জিতলেই আরও একবার এশিয়াডের ফাইনালে পা রাখার সুযোগ।

ভিনিসিয়াসকে দ্রুত ফেরাতে কলকাতায় বিমান পাঠাবে রিয়াল

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ আগামী ৩ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ঐতিহাসিক ফুটবল দ্বৈরথ। মুখোমুখি ভারত ও ব্রাজিল। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের কলকাতায় সামনাসামনি দেখার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন ফুটবলপ্রেমীরা। কিন্তু পাকেচক্রে এরই মধ্যে খবরের শিরোনামে স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সূত্রে খবর, ম্যাচের দিনই কলকাতায় একটি বিশেষ চাটার্ড বিমান পাঠাতে চলেছে তারা। লক্ষ্য একটাই। রেফারির শেষ বাঁশি বাজার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দলের দুই সেরা তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়র এবং এনড্রিককে স্পেনের রাজধানীতে ফিরিয়ে আনা। জাতীয় দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে গেলে খেলোয়াড়দের চোট-আঘাত বা ক্লান্তির আশঙ্কায় ভোগে ক্লাবগুলো। এক্ষেত্রে আবার ভৌগোলিক দূরত্ব সবচেয়ে বড় বাধা। কলকাতা থেকে মাদ্রিদগামী সাধারণ বাণিজ্যিক বিমানে যাতায়াত অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। মধ্যপ্রাচ্য বা ইউরোপে লম্বা লেগওভার থাকে। ফলে ১৮ থেকে ২৪ ঘণ্টার ক্লান্তিকর সফরের ধাক্কা। আর এই ধকল কমাতেই বেসরকারি বিমানের ব্যবস্থা করছে রিয়াল। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ৪ অক্টোবর মাঝরাতের পরই ভিনিসিয়াসদের নিয়ে পাড়ি দেবে বিশেষ বিমান। আকাশে থাকাকালীনই শুরু হবে তাঁদের রিকভারি, ফিজিওথেরাপি এবং স্লিপ রেগুলেশন বা ঘুমের সময় নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া। তারপর কাকভোরেই স্পেনে ল্যান্ড করবেন দুই তারকা। এত বিপুল টাকা খরচ করে বিমান পাঠানোর আসল কারণ লা লিগার ঠাসা সূচি। আগামী ১০ অক্টোবর শক্তিশালী ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। সাধারণ বাণিজ্যিক বিমানে ফিরলে, সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ের আগে অনুশীলনে নামতে পারতেন না দুই ব্রাজিলীয় তারকা। প্রস্তুতির সময় হাতে রাখতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দলের হেডকোচ জোসে মোরিনহো। বিশেষ চাটার্ড বিমানের দৌলতে ক্লাবের ভালদেবেবাস ট্রেনিং কমপ্লেক্সে টানা তিন দিন নিখুঁত অনুশীলনের সুযোগ পাবেন ভিনি ও এনড্রিক।

এশিয়ান গেমসে বদলে গেল হরমনপ্রীতদের জার্সি

সংবাদ সংস্থা, নিশিন-আইচি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমসে জাপানের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল দিয়ে অভিযান শুরু করেছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট টিম। কিন্তু মাঠে নামতেই সমর্থকদের চোখে পড়ল একটি বড় পরিবর্তন। ভারতীয় দলের পরিচিত নীল রঙের জার্সি, যার সঙ্গে থাকে বিসিসিআই এবং স্পনসরের লোগো, এ দিন তা দেখা গেল না। তার বদলে অন্য ধরনের জাতীয় কিট পরে মাঠে নামলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। আসলে এশিয়ান গেমসে বিসিসিআই-এর নিয়মিত জার্সি ব্যবহারের অনুমতি নেই। আইসিসি টুর্নামেন্ট বা দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ভারতীয় ক্রিকেটাররা সরাসরি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই সেই সময় ক্রিকেটারদের জার্সিতে বিসিসিআই-এর পরিচিত নীল রং, কিট প্রস্তুতকারকের লোগো এবং বাণিজ্যিক স্পনসরের নাম দেখা যায়। কিন্তু এশিয়ান গেমসের নিয়ম আলাদা। এখানে ক্রিকেট দল আলাদা করে বিসিসিআই-এর হয়ে অংশ নেয় না। তারা গোটা ভারতীয় দলের অংশ হিসেবেই প্রতিযোগিতায় নামেন। তাই তাদের জাতীয় অলিম্পিক্স সংস্থা, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে থাকা ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। সেই কারণেই এশিয়ান গেমসে ক্রিকেটারদের পোশাকেও ব্যক্তিগত ক্রীড়া সংস্থার পরিচয়ের বদলে গোটা ভারতীয় দলের পরিচয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এশিয়ান গেমসের মতো একাধিক খেলার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সব দেশের ক্রীড়াবিদদের জন্য নির্দিষ্ট কিটের নিয়ম থাকে। অ্যাথলেটিক্স, কুস্তি, ব্যাডমিন্টন, হকি কিংবা ক্রিকেট- প্রতিটি খেলাতেই দেশের প্রতিনিধিত্বকারী ক্রীড়াবিদদের নির্দিষ্ট জাতীয় কিট পরতে হয়। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্ধারিত নকশা, রং এবং কাপড়ের কিটই ভারতীয় দলের সদস্যদের ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে একই দেশের বিভিন্ন খেলার ক্রীড়াবিদদের পোশাকে একটি নির্দিষ্ট মিল বজায় থাকে।

হালান্ডকে নকল! মুখ খুললেন অভিষেক

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ আফগানিস্তানকে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছে ভারত। অভিষেক শর্মার দুরন্ত শতরানের দৌলতে ভারতের তোলা বিরাট স্কোরের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি রশিদ খানরা। আফগান বোলারদের পাড়ার বোলারে পরিণত করে টিম ইন্ডিয়ার বাঁহাতি তারকা 'পেশির জোর' দেখিয়ে মাত্র ৩০ বলে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছান। সেঞ্চুরির পর ধ্যানমুদ্রায় বসেন। বিশেষ এই সেলিব্রেশনের ধরন নিয়ে আলোচনা চলছে। সেঞ্চুরি করার পর মাঠে বসে ধ্যান করার ভঙ্গিতে দেখা যায় অভিষেককে। এমন সেলিব্রেশন দেখে অনেকেই বলছেন, নরওয়ের তারকা ফুটবলার আর্লিং হাল্যান্ডের সেলিব্রেশন নকল করেছেন ভারতীয় ব্যাটার। যদিও অভিষেক জানিয়েছেন এর মধ্যে হাল্যান্ডকে নকল করার কোনও ব্যাপার নেই। তাহলে কারণ? ম্যাচের পর অনুষ্ঠানে অভিষেক বলেন, ''গত ছ'মাস বা তারও বেশি সময় ধরে আমি ধ্যান করছি। সারা বছর ক্রিকেট খেলতে হলে একজন ক্রিকেটারকে অনেক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সেই সময় নিজের মনকে ঠিক রাখাটাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ।''

ভারত-পানামা ম্যাচে টিকিটের চড়া দাম, বেঙ্গালুরুতে গ্যালারি ফাঁকা থাকার আশঙ্কা

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ ভারত বনাম পানামা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের আগে তৈরি হয়েছে অন্য রকম বিতর্ক। ২৫ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুই দল। ম্যাচটি নিয়ে ভারতীয় সমর্থকদের মধ্যে আগ্রহ থাকলেও টিকিটের চড়া দাম নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বেঙ্গালুরু এফসি-র সমর্থকদের গ্রুপ ওয়েস্ট ব্লক ব্লুজ সরাসরি জানিয়েছে, এই দামে গ্যালারিতে প্রত্যাশিত পরিবেশ পাওয়া নিয়ে তারা নিশ্চিত নয়। ভারতীয় দলের ডিফেন্ডার আকাশ মিশ্র সমর্থকদের বেশি সংখ্যায় মাঠে এসে দলকে উৎসাহ দেওয়ার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই আবেদনের জবাবেই টিকিটের দাম নিয়ে নিজেদের ক্ষোভ জানায় ওয়েস্ট ব্লক ব্লুজ। তাদের বক্তব্য, ওয়েস্ট ব্লক 'এ' স্ট্যান্ডের টিকিটের দাম ২,৯৯৯ টাকা হওয়ায় আগের মতো গ্যালারির পরিবেশ নিশ্চিত করা কঠিন। সমর্থকদের এই গ্রুপটি সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করেছে, ''ওয়েস্ট ব্লকের টিকিটের দাম ২,৯৯৯ টাকা হলে গ্যালারিতে কেমন পরিবেশ থাকবে, তা আমরা নিশ্চিত করতে পারছি না। ব্যানার থাকবে কি না, স্লোগান হবে কি না, সেটাও নিশ্চিত নয়। এই দামে আমরা হয়তো শুধু ফাঁকা গ্যালারির নিশ্চয়তাই দিতে পারি।'' এর আগে ওই মাঠে ভারতের শেষ ম্যাচ ছিল কুয়েতের বিরুদ্ধে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। তখন ওয়েস্ট ব্লক 'এ' স্ট্যান্ডের টিকিটের দাম ছিল প্রায় ৬৯৯ টাকা। এ বার সাধারণ টিকিটের দাম শুরু হচ্ছে ৪৯৯ টাকা থেকে, আর ভিভিআইপি বক্সের টিকিটের দাম ১২,৯৯৯ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। গত বছর গোয়ায় সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ভারতের এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে টিকিটের দাম ছিল ১৯৯ থেকে ১,৯৯৯ টাকার মধ্যে। ওয়েস্ট ব্লক ব্লুজের দীর্ঘ দিনের সদস্য রাকেশ হরিদাস টিকিটের দাম নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ''এটা অযৌক্তিক দাম।

বেঙ্গালুরুর কোনও সমর্থকেরই একটি ফুটবল ম্যাচ দেখতে এত টাকা দেওয়া উচিত নয়।'' তিনি আরও জানিয়েছেন, আগে সংগঠনের তরফে আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলে কম দামে টিকিট পাওয়া এবং তা সমর্থকদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এ বার তাঁরা সেই পথে যেতে চাইছেন না। রাকেশের মতে, ভারতের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সও এত বেশি টিকিটের দাম রাখার পক্ষে যুক্তি দেয় না। ঘরের মাঠে ভারত শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ জিতেছিল তিন বছরেরও বেশি আগে, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। এর পর দেশের মাটিতে আর প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে জয় আসেনি। সেই সময়ের পর ভারতের জয় এসেছে মাত্র দু'টি। আর সেই দু'টিই দেশের বাইরে। এ সময়ে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত প্রায় ৪০ ধাপ নেমে ১৩৮ নম্বরে রয়েছে- এই পরিসংখ্যানও সমর্থকদের আলোচনায় এসেছে। সমর্থকদের ক্ষোভের পর এআইএফএফ জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে তারা প্রস্তুত।

যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে মাথা খুলেছে মেসির!

বিশেষ প্রতিবেদন

শিরোনাম পড়ে অদ্ভুত লাগতে পারে। লিওনেল মেসির আবার মাথা খোলার কী আছে? আসলে মেসির মাথা বরাবরই খোলা ছিল, শুধু গোল করার ক্ষেত্রে সেটির ব্যবহার ছিল কম। প্রায় দুই যুগের পেশাদার ক্যারিয়ার তাঁর। ১৭ বছর কাটিয়েছেন বার্সেলোনার মূল দলে। দুই বছর পিএসজিতে ঘুরে সর্বশেষ চার মরসুম ধরে আছেন ইন্টার মায়ামিতে। এ ছাড়া আর্জেন্টিনা দলের হয়ে তো খেলছেন দুই দশকের বেশি সময় ধরেই। এই দীর্ঘ সময় আর হাজারের বেশি ম্যাচের ক্যারিয়ার বলছে, মেসির মাথাটা বেশি ব্যবহার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে এসেই। বার্সেলোনায় সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মোট ৬৭২ গোল করেছিলেন মেসি। এর মধ্যে হেডে করেছিলেন ২৪টি। অর্থা প্রতি ১০০ গোলের ৩.৫৭টি ছিল মাথার সাহায্যে। সে সময় মেসির গোল মানেই ছিল বাঁ পায়ের ঝলকানি। বার্সেলোনায় করা গোলের ৫৫৭টিই (৮২.৮৯ শতাংশ) ছিল বাঁ পায়ে। ২০২১ সালে বার্সেলোনা ছাড়ার পর পিএসজিতে কাটিয়েছেন দুই মরসুম। প্যারিসের ক্লাবটিতে ৩২ গোলের ২৮টিই ছিল বাঁ পায়ে, হেডে একটিও নেই। এমনকি আর্জেন্টিনা দলের হয়ে যে ১২৫টি গোল করেছেন, সেখানেও ১১১টিই বাঁ পায়ের। হেডে মাত্র দুটি। কিন্তু ইন্টার মায়ামির জার্সিতে চিত্রটা ভিন্ন। বৃহস্পতিবার ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে করা গোলটি ছিল মায়ামিতে তাঁর শততম গোল, হেডে যা ষষ্ঠ। অর্থাৎ মেজর লিগ সকারের ক্লাবটিতে মেসির ৬ শতাংশ গোল এসেছে মাথার সৌজন্যে। মেসির হেডে গোলের সংখ্যা বুঝতে হলে আগে বুঝতে হবে তাঁর খেলার ধরন। বার্সেলোনার সোনালি সময়ে দলটির আক্রমণ গড়ে উঠত ছোট পাস, বলের নিয়ন্ত্রণ আর ধারাবাহিক বিল্ডআপের ওপর। জাভি, ইনিয়েস্তা, বুসকেতসদের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাঙাই ছিল মূল অস্ত্র। এই ধরনের আক্রমণে বল অনেক সময় মাটিতে থাকে। মেসি নিজেও নিচে নেমে বল নিতেন, রক্ষণ ভেঙে ড্রিবল করতেন কিংবা সতীর্থকে গোলের সুযোগ তৈরি করে দিতেন। ফলে ক্রস থেকে মাথা দিয়ে গোল করার পরিস্থিতি তাঁর খেলায় তুলনামূলকভাবে কম আসত। ইন্টার মায়ামিতে এসে মেসির ভূমিকা কিছুটা বদলেছে। তিনি এখনো দলের প্রধান সৃষ্টিশীল খেলোয়াড়, কিন্তু আগের মতো প্রতিটি আক্রমণের বিল্ডআপে একইভাবে যুক্ত থাকেন না। কখনো মাঝমাঠে নেমে বল তৈরি করছেন, কখনো ডান দিকে অবস্থান নিচ্ছেন, আবার কখনো গোলের কাছাকাছি গিয়ে শেষ পাস বা ফিনিশিংয়ের অপেক্ষায় থাকছেন। খোলা চোখে তো বটেই, এমএলএসের ট্যাকটিক্যাল বিশ্লেষণেও মেসির এই খেলার ধরনের বিষয়টি উঠে এসেছে। এমএলএস সকারের বিশ্লেষক জোসেফ লরি লিখেছেন, মায়ামিতে মেসিকে ডান দিকের হাফ স্পেসে স্বাধীনভাবে খেলানো হয়, যাতে তিনি ভেতরে ঢুকতে বা বাইরে যেতে পারেন। এই স্বাধীনতাই মেসিকে প্রতিপক্ষের বক্সে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পৌঁছানোর সুযোগ দিতে পারে। কখনো নিচ থেকে আক্রমণ তৈরি করার বদলে তিনি শেষ মুহূর্তের দৌড়, পজিশনিং কিংবা ক্রসের অপেক্ষায় থাকেন। সেখানেই হেডে গোলের সুযোগ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। বার্সেলোনার মেসি আর ইন্টার মায়ামির মেসি একই খেলোয়াড় হলেও বয়স ও শারীরিক চাহিদা এক নয়। ক্যারিয়ারের শেষ দিকে এসে প্রতিটি আক্রমণে আগের মতো দৌড়ানো বা দীর্ঘ সময় বল নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বদলে নিজের অবস্থান ও শক্তি ব্যবহারে বেশি গুরুত্ব দেওয়া স্বাভাবিক। এখানে সতীর্থদের প্রভাবও স্পষ্ট। বার্সেলোনায় মেসির সঙ্গে জাভি, ইনিয়েস্তা কিংবা বুসকেতসের মতো খেলোয়াড়দের বোঝাপড়া ছিল। মায়ামিতে তাঁর সঙ্গে সুয়ারেজ, রদ্রিগো দি পল, জর্দি আলবার মতো পরিচিত মুখ থাকলেও দলের সামগ্রিক খেলার কাঠামো বার্সেলোনার সেই তিকিতাকা যুগের মতো নয়। মায়ামির আক্রমণে দ্রুত বল এগিয়ে নেওয়া, উইং ব্যবহার কিংবা দূর থেকে শট নেওয়ার মতো বৈচিত্র্যও দেখা যায়। ফলে মেসির জন্য বল পায়ে নিয়ে পুরো আক্রমণ তৈরি করার পাশাপাশি বক্সে গিয়ে শেষ মুহূর্তে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকে।

মেসির কত গোল কীভাবে

শরীরের অঙ্গ	মোট
বাঁ পা	৭৮০
ডান পা	১৩০
মাথা	৩২
বুক	২
কোমর	১
হাত	১
সর্বমোট	৯২৯

* পেনাল্টিতে ১১৪ গোল বাঁ পায়ে
* ফ্রি কিকে ৭৪ গোল বাঁ পায়ে

হেডে মেসির গোল

দল	মোট গোল	হেডে গোল	হেডে গোলের হার
বার্সেলোনা	৬৭২	২৪	৩.৫৭%
আর্জেন্টিনা	১২৫	২	১.৬%
পিএসজি	৩২	০	-
ইন্টার মায়ামি	১০০	৬	৬%

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com